CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

[১ম খণ্ড] ধর্ম্মকল্পদ্রুম গ্রন্থমালা। [২য় সংখ্যা]

পুরাণতত্ত্ব।

শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দ প্রণীত।

শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগ হইতে প্রকাশিত।

৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩২৬।

[সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।]

মূল্য সাধারণের পক্ষে ১।০ পাঁচ সিকা।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ধর্ম্ম-প্রচারক।

সনাতন ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধীয় সচিত্র মাসিক পত্রিকা

(নবপর্য্যায়)

স্বামী শ্রীমদ্ দয়ানন্দ সম্পাদিত।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল ও শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের মুখপত্র।

সাধারণের পক্ষে

ডাকমাশুল ব্যতীত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

সভ্যদিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধা—

যে কোন হিন্দু ভদ্রমহোদয় অথবা ভদ্রমহিলা বার্ষিক ৩৲ তিন টাকা মাত্র চাঁদা প্রদান করিবেন, তিনি শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া, মণ্ডলের মুখপত্র "ধর্ম্মপ্রচারক" বিনামূল্যে পাইবেন ও সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলেরও সভ্য হইয়া শ্রীমহামণ্ডলের সাধারণ সভ্যের সম্মানসূচক নিয়োগপত্র পাইবেন এবং শাস্ত্রপ্রকাশ-বিভাগ ও শ্রীভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে প্রকাশিত অমূল্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহ সাধারণ অপেক্ষা অল্পমূল্যে পাইবেন। আরও বিশেষ সুবিধা এই যে, মণ্ডলের প্রত্যেক সভ্যের নির্দ্দিষ্ট উত্তরাধিকারিগণ প্রধান-সভা শ্রীভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডলের "সমাজ-হিতকরী-কোষ" হইতে নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে যথাসময়ে অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবঙ্গ-ধর্ম্মমণ্ডল ও সমাজ-হিতকরী-কোষ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীবঙ্গ-ধর্ম্মমণ্ডল কার্য্যালয়, ৯২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ধর্ম্মকল্প-দ্রুম-গ্রন্থমালা

পুরাণ-তত্ত্ব

শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দ প্রণীত।

শ্রীবঙ্গধর্ম্ম-মণ্ডলের

শাস্ত্রপ্রকাশ-বিভাগ হইতে প্রকাশিত।

সন ১৩২৬

সর্ব্বস্বত্ব-সংরক্ষিত। মূল্য (সাধারণের পক্ষে) ।৵০ আনা।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

Printed b

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

নিবেদন।

"যস্মাৎ পুরা হ্যনতীদং পুরাণং তেন তৎস্মৃতম্ ॥"

ভগবৎপ্রবর্ত্তিত ও বেদ-সম্মিত বলিয়া পুরাণ আর্য্যের নিত্য-পূজ্য ও ভক্তি-পাঠ্য। আমাদের গৌরবময় পুরাতন বৃত্তান্ত অবগত হইবার পক্ষে পুরাণই একমাত্র সহায়। পুরাণ সম্বন্ধে বিদেশীয়েরা যেরূপ মতই প্রকাশ করুন না কেন—তাহাতে আমাদের ক্ষোভ বা দুঃখ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিদেশীর আদর্শে, পাশ্চাত্যশিক্ষিত অনেক ভারতবাসীও—মাঝে মাঝে বলিয়া থাকেন যে, পুরাণ-বর্ণিত বিষয়সমূহ রূপক কল্পনামাত্র—উহার মূলে কোন সত্যই নিহিত নাই।

আমাদের প্রাচীনগণ, এরূপ নাস্তিকতাজুষ্ট কথায় আদৌ কর্ণপাত করিতেন না। কিন্তু প্রাচীনের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান নব্যগণ—আর্য্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও ঐ সমস্ত কথা একেবারে উড়াইয়া দিতে সমর্থ হন না। তাঁহাদের হৃদয়ে পুরাণ-বর্ণিত ঘটনার উপর, সন্দেহের আবরণ দেখা দিতেছে। ইহা যে সংসর্গজাত দোষেরই বিষময় ফল—তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বেদ-বিশ্বাসী হিন্দু জানিত, বেদ—নিখিল বাঙ্ময়ের আদিভূত ভগবানের স্বরূপ। সেই বেদের উপবৃংহণ ইতিহাস ও পুরাণ হইতেই হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কথিত হইয়াছে,—

"ইতিহাস পুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ।
সর্ব্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্ব্বদর্শনঃ ॥"

পঞ্চমবেদ ইতিহাস ও পুরাণসমূহ তাঁহারই বদন-কমল হইতে সৃষ্ট হইল। ভাগবতের এই উক্তিদ্বারা পুরাণসমূহ ভগবৎপ্রবর্ত্তিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে পুরাণ, পরমপুরুষের নিশ্বসিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে,—

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

"ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণি ব্যাখ্যানান্যনুব্যাখ্যানান্যস্যৈব নিশ্বসিতানি।"

অথর্ব্ববেদ বলিয়াছেন,—

"ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ।
উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্ব্বে দিবি দেবা দিবশ্চিতাঃ॥"

ছন্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত আছে,—

"স হোবাচ ঋগ্‌বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদমিতি।"

সামবেদীয় গোপথ-ব্রাহ্মণের পূর্ব্বভাগে বলা হইয়াছে—

"এবমিমে সর্ব্বে বেদা নির্ম্মিতাঃ সকল্পাঃ সরহস্যাঃ সব্রাহ্মণাঃ সোপনিষৎকাঃ সেতিহাসাঃ সান্বয়াঃ খ্যাতাঃ সপুরাণাঃ সস্বরাঃ।"

শতপথ-ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে,—

"এবং বিদ্বান বাকো বাক্যমিতিহাসঃ পুরাণমিত্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে ত এনং তৃপ্তাস্তর্পয়ন্তি সর্ব্বৈঃ কামৈঃ সর্ব্বৈর্ভোগৈঃ।"

বেদ ও উপনিষদাদিতে পুরাণের উপপত্তিবিষয়ক এইরূপ যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। তাই পুরাণ বেদশাসিত হিন্দুর নিকট—বেদবৎ সমাদৃত ও পূজ্য।

পুরাণে শ্রীভগবানের সগুণ অবতারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বেদের মন্ত্রভাগেও অনাগতাখ্যানরূপে অনেকস্থলেই তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ইহাও স্থির যে, পুরাণবর্ণিত অবতারসমূহও কল্পনামূলক বলিয়া উপেক্ষার বস্তু নহে।

ঋগ্‌বেদ বলিয়াছেন,—"বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি। যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ। প্রতদ্বিষ্ণুস্তব তে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গরিষ্ঠাঃ। যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিপয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বাঃ।"

এই সূক্তে স্পষ্ট শ্রীভগবানের বামনাবতারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় উল্লেখ আছে,—

"আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ তস্মিন্ প্রজাপতির্বায়ুর্ভূত্বাচরৎ স ইমামপশ্যত্তং বারাহোভূত্বাহরৎ।"

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে দেখা যায়—

"স বরাহোরূপং কৃত্বোপগ্যমজ্জত স পৃথিবীমধ আর্চ্ছৎ।"

এই সমস্ত প্রমাণদ্বারা ভগবানের বরাহাবতারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের—"প্রোবাচ রামো ভার্গবেয়ো বিশ্বান্তরায়ঃ" এবং ছান্দোগ্যোপনিষদের—"কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়" ইত্যাদি শ্লোকে ভগবানের পরশুরাম এবং কৃষ্ণাবতারেরও প্রমাণ পাওয়া যায়।

"পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রানাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনির্গতাঃ॥"

ব্রহ্মা সর্ব্বশাস্ত্রপ্রকাশের প্রথমেই পুরাণ স্মরণ করিয়াছিলেন; তদনন্তর তাঁহার মুখচতুষ্টয় হইতে বেদসমূহ বিনির্গত হয়।

এইরূপ বহু প্রত্যক্ষ প্রমাণসত্ত্বেও যাঁহারা পুরাণকে উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহারা নিতান্তই জ্ঞানদরিদ্র।

যখন ভারতে ধর্ম্মমূলক শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল—তখন, এরূপ আক্ষেপের বিষয় ঘটিত না। কিন্তু কালস্বভাবে--আজ—সেই পুণ্য ঋষিগণের বংশধর হইয়াও আমরা ধর্ম্মবিহীন শিক্ষার দোষে এতই অধঃপতিত হইয়াছি যে, আমাদের সেই জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদিগের বাক্যে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাসের বীজ বপন করিতে কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচবোধ করিনা। ইহা অপেক্ষা আর অধোগতি কি হইতে পারে - তাহা সেই আদি-মধ্যান্ত-হীন জগৎস্রষ্টাই জানেন!

শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠাতা, জগৎ-কল্যাণ-ব্রতধারী শ্রীমদ্ স্বামীজী মহারাজের শ্রীচরণ-সরোজে উপবিষ্ট হইয়া—স্বামী শ্রীমদ্ দয়ানন্দজী মহারাজ যে সময় বেদের জ্ঞান-বিজ্ঞানময় তত্ত্বকথার উপদেশ গ্রহণ করিতেন, সেই সময়ে তাঁহার মনে ঐ সকল তত্ত্বের গভীর বিজ্ঞানার্থ প্রচার করিয়া—ভারতবাসীকে পূর্ব্বতন ভারতের মহনীয় কীর্ত্তিকলাপ ও গৌরবগরিমার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিবার প্রবল বাসনা উপস্থিত হইত। সংসার-পারাবার-নিস্তারণ শ্রীগুরুমহারাজের আদেশে তাঁহার হৃদয়মধ্যে অঙ্কুরিত বাসনার ফলস্বরূপ এই "পুরাণতত্ত্ব"—আজ বঙ্গীয় সুধীগণের নিকট উপহারস্বরূপ অর্পিত হইল।

স্বামী শ্রীমদ্ দয়ানন্দজী এই পুরাণতত্ত্বে আধুনিক শিক্ষিতগণের পুরাণবর্ণিত

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ঘটনাসমূহের উপর যে সমস্ত সন্দেহ উপস্থিত হয়—সেই সমস্ত সন্দেহের নিরাকরণ করিয়া—সমগ্র হিন্দুজাতির অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বত্রই উদার ও নিরপেক্ষভাবে পুরাণ-তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের বঙ্গপ্রান্তীয় সভা শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের শাস্ত্র-প্রকাশ বিভাগ—ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচার দ্বারা বঙ্গদেশে ধর্ম্ম ও সৎসাহিত্য প্রকাশে কৃতপ্রযত্ন হইয়া এই দুরূহভার স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমেই শ্রীমদ্ দয়ানন্দজীর লিখিত গ্রন্থাবলী "ধর্ম্মকল্পদ্রুম-গ্রন্থমালা" নামে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। "পুরাণ-তত্ত্ব" ঐ গ্রন্থমালার দ্বিতীয় পুস্তক।

এই পুস্তক সম্পাদনের ভার আমার ন্যায় অকৃতীর উপর অর্পিত হওয়ায়—আমার বিশ্বাস ইহাতে অনেক ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে। সে সকল ত্রুটী সম্পাদনের—গ্রন্থকারের নহে।

পরিশেষে নিবেদন—যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও অধুনা আবিষ্কৃত মুদ্রাকররূপী ষষ্ঠভূতের কৃপায় পুস্তকে উল্লিখিত সংস্কৃত শ্লোকেও কয়েকটা ভুল থাকিয়া গিয়াছে। উহার একটী সংশোধনী প্রস্তুত করিয়া দিলাম। পাঠকবর্গ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সংশোধনী অনুযায়ী মিলাইয়া—পুস্তকপাঠে অগ্রসর হইবেন।

"সাধ্নোতি পরকার্য্য মিতি সাধুঃ"—জগৎকল্যাণকর কার্য্যানুষ্ঠানই একমাত্র কর্ত্তব্যকার্য্য বলিয়া স্বামীজীর এ প্রযত্ন। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার এই সাধু চেষ্টার ফলে—পাশ্চাত্যশিক্ষিতাভিমানী ভারতবাসীর হৃদয়ে—পুরাণবর্ণিত ঘটনাসমূহের উপর যে সন্দেহের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে—তাহা সমূলে উন্মূলিত হইয়া পুরাণের অপূর্ব্ব পুণ্য-জ্যোতিতে তাঁহাদের হৃদয়মন্দির উদ্ভাসিত হইবে। ইতি।

নিবেদক

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন।

সহযোগী সম্পাদক, শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল।

অক্ষয়তৃতীয়া।

১৯শে বৈশাখ, সন ১৩২৬।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

বিষয়-নির্ঘণ্ট।

বিষয়	পৃষ্ঠা
পুরাণের নিত্যতা ও বেদ-প্রামাণ্য	১ হইতে ৪
পুরাণের লক্ষণ, ভেদ ও সংখ্যানির্ণয়	৪—৭
পুরাণ আধুনিক গ্রন্থ বা প্রাচীন, এতদ্বিষয়ক সন্দেহের নিরাকরণ	৭—১১
বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগই পুরাণ, তদতিরিক্ত পুরাণ নামে যে সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহা সাম্প্রদায়িক কল্পনামাত্র, এই সন্দেহের নিরাকরণ	১১—১৫
পুরাণে বিজ্ঞান, ভূগোল ও যুক্তি-বিরুদ্ধ এবং বীভৎস-রস-প্রধান বাক্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, ইত্যাদি সংশয়ের অপনোদন	১৫—৩৫
পুরাণের ত্রিবিধ ভাষাগত পূর্ণতা	৩৫—৫২
পুরাণের ত্রিবিধ ভাবগত পূর্ণতা	৫২—৫৬
রাসলীলার আধিভৌতিক স্বরূপ বর্ণন	৫৬—৮৫
শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের পূর্ণতা ও অপূর্ব্বতা	৮৫—১১১
গোপীগণের অপূর্ব্ব চরিত্র-বর্ণন	১১১—১২২
রাসলীলার আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক স্বরূপ বর্ণন	১২২—১২৮
দেবাসুর-সংগ্রাম ও গঙ্গা-মহিমা বর্ণনপ্রসঙ্গে পৌরাণিক ত্রিভাবের স্বরূপ কথন	১২৮—১৩৬
পুরাণের সর্ব্বতোমুখী পূর্ণতা	১৩৬—১৫২

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

সংশোধনী

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	শ্লোক-পংক্তি	শুদ্ধ
ভবোহি	১২	১	ভবো হি
অস্থজন্ত	২২	১	অস্থজন্ত
মথোস্বঃ	২৩	১	মথো স্বঃ
শ্রুয়ন্তে	২৮	২	শ্রূয়ন্তে
ধর্ম্মং	২৮	১	ধর্ম্ম্যং
গুরুণাং	২৮	২	গুরূণাং
ধর্ম্ম	২৮	৪	ধর্ম্মং
কর্ম্মণাতে	৩২	১	কর্ম্মণা তে
হেমকিরীট মালিনঃ	৩২	১	হেমকিরীটমালিনঃ
পাবকাদিত্য বর্ণান্	৩২	২	পাবকাদিত্যবর্ণান্
পীড়াংশ্চার	৩২	৩	পীড়াংশ্চারু
প্রীতোরাজা	৩২	৩	প্রীতো রাজা
মাংস চক্ষুভিঃ	৪৮	৪	মাংসচক্ষুভিঃ
যথাভুজঙ্গাঃ	৪৮	১	যথা ভুজঙ্গাঃ
কুৎসিৎ পথে	৫৩	২	কুৎসিৎপথে
তাপত্রয়োন্মীলনম্	৫৫	২	তাপত্রয়োন্মূলন
হৃদ্যবরুধ্যতে	৫৫	৪	হৃদ্যবরুধ্যতে হত্র
দ্রব সংযুতম্	৫৫	২	দ্রবসংযুতম্
গোপীজনপ্রিয়ঃ	৫৬	২	গোপীজনপ্রিয় ।
হৃ হহতাগমন	৬৬	২	হৃতা হহ গমন
ভ্রাতরঃ	৬৬	৫	ভ্রাতরঃ
পায়ত	৬৬	৮	পায়য়ত
অপ্যঅনুমন্যতে	৬৯	২	অপ্যনুমন্যতে
পাদমুলম্	৭০	২	পাদমূলম্ ।
স্তুয়ি	৭৪	২	স্থয়ি
সব্ব	৮০	২	সর্ব্ব
গুরুদ্রহঃ	৮১	৬	গুরুদ্রুহঃ
দক্ষিণশোত্তরেণ	৮৪	১	দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ
দোবাষ	৯৩	২	দোবায়
তির্ণ্যগ্মর্ত্ত্য	৯৩	৭	তির্য্যঙ্মর্ত্ত্য
অকুশলনাম্বয়ঃ	৯৩	৮	অকুশলাম্বয়ঃ
মন্বান্তরান্তে	১২৩	১৩	মন্বন্তরান্তে
দেবাশ্চাহস্থরাশ্চ	১২৮	১	দেবাশ্চাহসুরাশ্চ
অহিঃসা	১২৮	৩	অহিংসা
—ভুতশরণ্য	১৪৯	৪	—ভূতশরণ্য

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ধর্ম্মকল্প-দ্রুম-গ্রন্থমালা।

পুরাণতত্ত্ব।

পুরাণ বেদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং সর্ব্বাংশে বেদানুকূল। বেদে যে সকল সমাধিগম্য কঠিন কঠিন বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই পুরাণে কোথাও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, কোথাও ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এবং কোথাও ভিন্ন ভিন্ন অলঙ্কার অথবা উপাখ্যানে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণের একটী শব্দ বা বিষয়ও বেদবিরুদ্ধ নহে। কোথাও কোনওবিষয় বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইলে সেস্থলে অধ্যেতার বুদ্ধির দোষ বুঝিতে হইবে, পুরাণের নহে। ভগবান্ অজ, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণপুরুষ; সুতরাং তাঁহার নিশ্বাসরূপ বেদ এবং বেদব্যাখ্যারূপ পুরাণও নিত্য ও পুরাতন। পুরাতন বলিয়াই ইহার নাম পুরাণ। বাজসনেয়িব্রাহ্মণোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে,—

অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো
যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং।

মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক চারি বেদ, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি মহান্ পুরুষ পরমেশ্বরের নিশ্বাসস্বরূপ। নিশ্বাস শব্দে দুই অর্থ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। প্রথমতঃ নিশ্বাস যেমন প্রাকৃতিকরূপে স্বতঃই নির্গত হয় সেই প্রকার বেদ ও পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র পরমেশ্বর হইতে অনায়াসে উৎপন্ন হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নিশ্বাস শব্দ দ্বারা বেদ পুরাণাদির নিত্যতা এবং পূর্ণতা সিদ্ধ করা হইয়াছে। জীব-শরীরে দুই প্রকার যন্ত্র আছে। এক শ্রেণীর নাম স্বেচ্ছাসেবক এবং অপর শ্রেণীর নাম পরেচ্ছাসেবক। হস্তপদাদি যন্ত্র পরেচ্ছাসেবক; কারণ জীবের ইচ্ছা

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

অনুসারেই ইহাদের কার্য্য হয়। হস্ত স্বয়ং গ্রহণ করে না, পদ স্বয়ং চলে না, জীবেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই ইহারা স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করে; সুতরাং হস্তপদাদি পরেচ্ছাসেবক। কিন্তু জীবশরীরে শ্বাসযন্ত্র, পাকযন্ত্র প্রভৃতি কয়েকটি যন্ত্র আছে যাহাদের কার্য্য জীবের ইচ্ছা ব্যতিরেকেও সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয়। শ্বাসকে চলিবার নিমিত্ত বলিয়া দিতে হয় না, সমস্ত সংসার সুষুপ্তির ক্রোড়ে নিদ্রামগ্ন হইয়া গেলেও শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া অবিরাম চলিতে থাকে। শ্বাসযন্ত্র জীবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ক্ষণকালের জন্যও বিশ্রাম না লইয়া আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকে। এই জন্য এই সকল যন্ত্র স্বেচ্ছাসেবক। ইহাদের সহিত জীবের জীবত্ব সম্বন্ধ অধিক ঘনিষ্ঠ। হস্ত বা পদ ছিন্ন হইলেও মনুষ্য জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু শ্বাসযন্ত্রে সামান্য বিকার উৎপন্ন হইলেই জীবের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। অতএব শ্বাসের সহিত জীবের যাবদ্‌দ্রব্যভাবিত্ব সম্বন্ধ। বেদ ও পুরাণ প্রভৃতিকে ভগবানের নিশ্বাসরূপে বর্ণন করা হইয়াছে সুতরাং বেদ পুরাণাদির সহিত ভগবানের যাবদ্‌দ্রব্যভাবিত্ব সম্বন্ধ অর্থাৎ নিত্যসম্বন্ধ বিদ্যমান। অতএব যখন জ্ঞানের উৎপত্তি ও নাশ নাই, ভগবান্ নিত্য তখন তাঁহার নিশ্বাসরূপ বেদ এবং পুরাণও নিত্য। নিশ্বাস বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য। বেদ ও পুরাণকে ভগবানের নিশ্বাস বলায় আরও একটী বিষয় সূচিত হইতেছে যে, শ্বাসযন্ত্রের সঙ্গে জীবের যে প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তদ্রূপ বেদপুরাণাদির সহিতও ভগবানের স্বাভাবিক সম্বন্ধ। এই জন্য ভগবানের স্বাভাবিক গুণসমূহ পুরাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। ভগবান্ নিত্য অতএব পুরাণও নিত্য। বেদের ন্যায় পুরাণও জীবের কর্ম্মানুসারে যুগে যুগে প্রকাশিত হয়। যে প্রকার, ভারতবাসিগণের দুর্ভাগ্য, সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি এবং পাপের ফলে বেদের সহস্র সহস্র গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে সেইরূপ বিশ্বাস, আস্তিকতা প্রভৃতির অভাব হওয়ায় পুরাণের অনেক গ্রন্থ অতীতের অভেদ্য অন্ধকারে আবৃত হইয়া গিয়াছে এবং বহুস্থলে অংশবিশেষ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। ভগবানের অপর গুণ পূর্ণতাও পুরাণে পূর্ণরূপে পরিলক্ষিত হয়। পুরাণের এই পূর্ণতা, ত্রিবিধ ভাষায়, ত্রিবিধ ভাবে, ত্রিগুণানুসারে ত্রিবিধ অধিকারবর্ণনে, বিভিন্নরূপ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী সকল প্রকার মনুষ্যের কল্যাণসাধনে, কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞানের যথার্থ তত্ত্বনিরূপণ করিয়া জ্ঞানের

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

গভীরতা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপযোগিতা, ভক্তির মধুরতা এবং কর্ম্মযোগের আত্মোৎসর্গতা প্রদর্শনে, পরমোৎকৃষ্ট আস্তিকতায়, বিভিন্নপ্রকার ভাবের সমন্বয় পূর্ব্বক চিত্তবিনোদনে, ধর্ম্মসঙ্কট সমূহের মীমাংসায়, প্রাচীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধার্ম্মিক আচার এবং বিধিব্যবস্থা বর্ণনে এবং আদর্শ চরিত্র চিত্রিত করিয়া সংসারের উন্নতিসাধনে সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই জন্যই পুরাণের প্রামাণ্য বিষয়ে বেদে এত প্রমাণ পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে যে,—

ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং
সামবেদমথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং
পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং।

আমি ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি এবং পঞ্চমবেদ ইতিহাস পুরাণও অবগত আছি। গোপথ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে,—

এবমিমে সর্ব্বে বেদা নির্ম্মিতাঃ সকল্পাঃ
সরহস্যাঃ সব্রাহ্মণাঃ সোপনিষৎকাঃ সেতিহাসাঃ
সান্বয়াখ্যাতাঃ সপুরাণাঃ সস্বরাঃ সসংস্কারাঃ
সনিরুক্তাঃ সানুশাসনাঃ সানুমার্জ্জনাঃ
সবাকোবাক্যাস্তেষাং যজ্ঞমভিপদ্যমানানাং
ছিন্ততে নামধেয়ং যজ্ঞমিত্যেবাচক্ষতে।

এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, নিরুক্ত, কল্প, ও ইতিহাস প্রভৃতির সঙ্গে পুরাণের নামও উল্লিখিত হইয়াছে এবং এই মন্ত্রে, ব্রাহ্মণ এবং পুরাণের পৃথক নামোল্লেখ থাকায় আধুনিক সম্প্রদায় বিশেষের ব্রাহ্মণভাগকে পুরাণরূপে কল্পনাও মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল। অথর্ব্ববেদে লিখিত আছে,—

স বৃহতীং দিশমনুব্যচলৎ তমিতিহাসশ্চ
পুরাণঞ্চ গাথাশ্চ নারাশংসীশ্চানুব্যচলন্
ইতিহাসস্য চ বৈ সপুরাণস্য চ গাথানাঞ্চ
নারাশংসীনাঞ্চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ।

ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইল যে বেদের সংহিতা ভাগেও স্বতন্ত্ররূপে পুরাণের উল্লেখ আছে। মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে,—

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্র্যে ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণান্যখিলানি চ॥

শ্রাদ্ধের সময় পিতৃগণকে শ্রবণ করাইবার উদ্দেশ্যে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, আখ্যান, ইতিহাস এবং সমস্ত পুরাণশাস্ত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য।

পুরাণ ভারতবাসী হিন্দুগণের অতিশয় প্রিয় বস্তু। এখনও ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা পুরাণের অধিক প্রচার দেখা যায়। এবম্বিধ ধর্ম্মগ্রন্থের আদর কেবল ভারতবর্ষেই নহে পৃথিবীর অন্যান্য সকল ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যেই এই শ্রেণীর গ্রন্থ প্রচলিত এবং জনসাধারণ এই প্রকার গ্রন্থেরই অধিক সম্মান করিয়া থাকে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে প্রতীত হয় যে, অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত সাধারণ লোক গভীর ভাবপূর্ণ ধর্ম্মগ্রন্থ অপেক্ষা সরল ইতিহাসযুক্ত ধর্ম্মগ্রন্থের পঠন পাঠনে সমধিক রুচিসম্পন্ন। খৃষ্টধর্ম্মে যদিও যিশুখৃষ্ট বিরচিত এরূপ কোন পুরাণ-গ্রন্থ দেখা যায় না তথাপি তাঁহার দেহান্তের পর তাঁহার শিষ্যদের দ্বারা এই শ্রেণীর অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এখনও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে ঐ সকল গ্রন্থের বিশেষ আদর দৃষ্ট হয়। মুসলমান ধর্ম্মে কোরাণই প্রধান গ্রন্থ; কিন্তু মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিরচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থও উক্ত ধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়াছে। বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায় মধ্যেও তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থের অধিকাংশ গ্রন্থই আমাদের পুরাণের অনুকরণে প্রণীত হইয়াছিল এবং এই সকল গ্রন্থেরই প্রচার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

শাস্ত্রকার পুরাণের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন,—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশ্যানাং বংশচরিতং পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি, ভৌতিক চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি, বংশাবলী, মন্বন্তর বর্ণন এবং প্রধান প্রধান বংশের ব্যক্তিবর্গের ক্রমিক বিবরণ, পুরাণের এই পাঁচটি লক্ষণ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মহাপুরাণের লক্ষণ লিখিত আছে,—

সৃষ্টিশ্চাপি বিসৃষ্টিশ্চ স্থিতিস্তেষাঞ্চ পালনম্।
কর্ম্মণাং বাসনাবার্ত্তা মনূনাঞ্চ ক্রমেণ চ॥

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

বর্ণনং প্রলয়ানাঞ্চ মোক্ষস্য চ নিরূপণং।
উৎকীর্ত্তনং হরেরেব দেবানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥

মূল সৃষ্টি, বিশেষ বিস্তৃত সৃষ্টি, জগতের স্থিতি ও পালন, কর্ম্মবাসনার বিবরণ, মনুদিগের প্রকাশক্রম, প্রলয়বর্ণন, মোক্ষনিরূপণ, বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্ত্তন, এবং দেবতাগণের পৃথক্ পৃথক্ গুণ বর্ণন, মহাপুরাণের এই দশটী লক্ষণ। লক্ষণ দেখিলেই বোধ হয় যে কোন্ কোন্ অত্যাবশ্যকীয় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ পুরাণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। চিরজীবী পুরাণশাস্ত্র চিরকাল আমাদের সনাতন ধর্ম্মের রক্ষা করিয়া আসিতেছে এবং বর্ত্তমান, আপৎকালেও সকল প্রকার অধিকারিগণকে পিতৃবৎ পালন করিতেছে। ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন যে, মহাপুরাণ অষ্টাদশ এবং তাহাদের নাম নিম্নলিখিত প্রকার,—

অষ্টাদশ পুরাণানি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতন্তথা॥
তথান্যং নারদীয়ঞ্চ মার্কণ্ডেয়ঞ্চ সপ্তমম্।
আগ্নেয়মষ্টমং চৈব ভবিষ্যং নবমং স্মৃতম্॥
দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্।
বারাহং দ্বাদশঞ্চৈব স্কান্দঞ্চৈব ত্রয়োদশম্॥
চতুর্দ্দশং বামনঞ্চ কৌর্ম্মং পঞ্চদশং স্মৃতম্।
মাৎস্যঞ্চ গারুড়ঞ্চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরম্॥

ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, ভাগবত, নারদপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বরাহপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বামনপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, এই অষ্টাদশ মহাপুরাণ। এইরূপ উপপুরাণও অষ্টাদশ। বেদব্যাস বলিয়াছেন,—

আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমথাপরম্।
তৃতীয়ং বায়বীয়ঞ্চ কুমারেণানুভাবিতম্॥
চতুর্থং শিবধর্ম্মাখ্যং সাক্ষান্নন্দীশ ভাষিতম্।
দুর্ব্বাসসোক্তমাশ্চর্য্যং নারদীয়মতঃ পরম্॥

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

নন্দিকেশ্বরযুগ্মঞ্চ তথৈবোশনসেরিতম্।
কাপিলং বারুণং শাম্বং কালিকাহ্বয়মেব চ॥
মাহেশ্বরং তথা দেবি! দৈবং সর্ব্বার্থসাধকম্।
পরাশরোক্তমপরং মারীচং ভাস্করাহ্বয়ম্॥

সনৎকুমারোক্ত আদ্য, নারসিংহ, কুমারোক্ত বায়বীয়, নন্দীশভাষিত শিবধর্ম্ম, দুর্ব্বাসা, নারদীয়, দ্বিনন্দিকেশ্বর, উশনা, কাপিল, বারুণ, শাম্ব, কালিকা, মাহেশ্বর, দৈব, পারাশর, মারীচ এবং ভাস্কর, এই অষ্টাদশ উপপুরাণ। এই সকল মহাপুরাণ এবং উপপুরাণের মধ্যে কোন কোন পুরাণের নাম সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক মতভেদ দৃষ্ট হয়। যেমন শক্তি উপাসকগণ দেবী ভাগবতকে মহাপুরাণ বলেন এবং বিষ্ণু উপাসকগণ সেই স্থলে বিষ্ণুভাগবতকে মহাপুরাণ বলেন। উপর্য্যুক্ত ষট্‌ত্রিংশৎ পুরাণ ব্যতীত আরও অনেক পুরাণের নাম পাওয়া যায়, তাহাদিগকে ঔপপুরাণ বলে। ঔপপুরাণের সংখ্যাও অষ্টাদশ। এইরূপে পুরাণশাস্ত্র—মহাপুরাণ, উপপুরাণ, ঔপপুরাণ, ইতিহাস এবং পুরাণসংহিতা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত। পুরাণশাস্ত্রও অনেক লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং এক বিশেষ অসুবিধা এই হইয়াছে যে, নানা কারণবশতঃ এই শাস্ত্রে স্থানবিশেষ অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ দ্বারা বর্দ্ধিত করা হইয়াছে এবং তাহা বর্ত্তমান সময়ে অবস্থাভেদে বিশেষ হানিকারক হইয়া পড়িয়াছে। পুরাণাতিরিক্ত ইতিহাস গ্রন্থ, মহাভারত ও রামায়ণও পুরাণ-শাস্ত্রের অন্তর্গত। পুরাণ ও ইতিহাস শাস্ত্রকে কোন কোন আচার্য্য এইরূপে বিভাগ করিয়াছেন। যথা, কর্ম্মবিজ্ঞান প্রধান মহাভারত, জ্ঞানপ্রধান রামায়ণ এবং পঞ্চোপাসনা প্রধান অন্যান্য পুরাণ। বাস্তবিক অন্য পুরাণে প্রধানতঃ পঞ্চোপাসনাই প্রপঞ্চিত হইয়াছে। জগদুৎপত্তির আদি কারণরূপে কোথাও বিষ্ণু, কোথাও সূর্য্য, কোথাও ভগবতী, কোথাও গণপতি এব কোথাও সদাশিবের উপাসনা সমর্থিত হইয়াছে। ইতিহাসে প্রাচীন আখ্যায়িকা অধিক এবং সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতির বর্ণন অল্প থাকে কিন্তু পুরাণে সৃষ্টি প্রভৃতির তত্ত্ব অধিক এবং প্রাচীন ইতিবৃত্ত কম বর্ণিত হয়, ইহাই ইতিহাস এবং পুরাণের সাধারণ পার্থক্য। কিন্তু ইতিহাসেও পুরাণের অংশ এবং পুরাণেও ইতিহাসের অংশ অনেক থাকে। যেমন মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ভীষ্মদেবের উপদেশে পুরাণের

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

অংশ এবং শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি ইতিহাসের অংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব ইতিহাসে কোন্ অংশ পুরাণের এবং পুরাণে কোন্ অংশ ইতিহাসের তাহা সম্যক্ অবগত হইয়া পুরাণ ও ইতিহাস পাঠ করা কর্ত্তব্য, অন্যথা ভ্রান্তি সম্ভব।

আধুনিক লোকেরা পুরাণের তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সন্দেহজালে বিজড়িত হইতেছে। বহুসংখ্যক পাশ্চাত্য এবং এতদ্দেশীয় পণ্ডিত এ সম্বন্ধে নানাপ্রকার সন্দেহ করেন। তাঁহাদের সন্দেহগুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা :—(১) পুরাণ প্রাচীন গ্রন্থ নহে, আধুনিক গ্রন্থ ; (২) বেদের ব্রাহ্মণভাগই পুরাণ, তদতিরিক্ত যে সকল পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহা সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিবর্গের স্বকপোলকল্পিত এবং (৩) পুরাণে আধুনিক পণ্ডিতেরা এমন অনেক কথা প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছেন যাহা বিজ্ঞান ও ভূগোলবিরুদ্ধ এবং এরূপ বীভৎসরসের অবতারণা করা হইয়াছে যদ্দ্বারা লোকের অনিষ্ট হয়। অতএব ইহাদের মতে পুরাণ সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। এখন এই সমস্ত সন্দেহের এক একটী করিয়া নিরসন করা যাইতেছে।

(১) প্রথম সন্দেহ—পুরাণ নবীন গ্রন্থ। এসম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়া থাকে তন্মধ্যে মুখ্য বিষয় এই যে, যখন পুরাণে অনেক আধুনিক ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় তখন একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে পুরাণ ঐ সকল ঘটনা সংঘটিত হইবার পরবর্ত্তী কালের রচিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রায়শঃ এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়াই পুরাণের আধুনিকত্ব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, যখন সকল পুরাণেই বুদ্ধদেবের বিবরণ পাওয়া যায়, তখন সমস্ত পুরাণই বুদ্ধদেবের জন্মের পরে রচিত হওয়া আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এবং পদ্মপুরাণে আধুনিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বর্ণনা রহিয়াছে সুতরাং যখন বৈষ্ণবসম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহার পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঐ পুরাণত্রয় রচিত হইয়া থাকিবে। কাহারও মতে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের কথা লিখিত আছে বলিয়া স্কন্দপুরাণ আধুনিক। এই প্রকার অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

পরন্তু বিচার করিলে শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষের নিকটে এই সকল যুক্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে অনেক রাজার উপাখ্যান বর্ণিত দেখিয়া সেই সকল রাজার জন্মের পরে ব্রাহ্মণভাগ রচিত হইয়াছে সুতরাং ব্রাহ্মণভাগ ঈশ্বর বাক্য নহে এইরূপ কল্পনা কিরূপ হাস্যাস্পদ তাহা বেদের অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। পুরাণেও কোন ইতিহাস দেখিয়া সেই ইতিহাসের পরে পুরাণ রচিত হইয়াছে এইরূপ কল্পনা কিরূপ যুক্তিহীন ও হাস্যাস্পদ তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। যদি পুরাণের অন্তর্গত ইতিবৃত্ত দেখিয়া পুরাণের কালনির্ণয় করিতে হয়, তবে পুরাণোৎপত্তির কাল নির্ণয় অসম্ভব হইবে। যেহেতু পুরাণে এরূপ অনেক কথা লিখিত আছে যাহা অদ্যাপি সংঘটিত হয় নাই—ভবিষ্যতে হইবে। যেমন,—কলির লক্ষণ, কল্কি অবতারের জন্ম ইত্যাদি। যে সকল পুরাণে এই সমস্ত কথা লিখিত আছে সেই সকল পুরাণের জন্মকালনির্ণয় কি প্রকারে হইবে? পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে ঐ সকল পুরাণের এখনও জন্মই হওয়া উচিত নহে, কারণ উহাতে লিখিত ঘটনাবলী এখনও সংঘটিত হয় নাই; কোন কোন ঘটনা ঘটিতেছে তাহা দেখিয়া ভবিষ্যতের ঘটনা সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ উৎপন্ন হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, ভবিষ্যতের ঘটনা সকল যখন ঘটিয়া যাইবে, তখন তাহার পরবর্ত্তী কালের লোকেরা কি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবে যে ঐ সকল ঘটনার পরে সেই সমস্ত পুরাণ রচিত হইয়াছে? এবং তাহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইবে না কি? যদি তাহা মিথ্যা হয়, তবে যাহারা পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্তি অবলম্বনে পুরাণের আধুনিকত্ব সপ্রমাণ করিতে সচেষ্ট, সেই সকল অদূরদর্শী লোকের সিদ্ধান্ত ও সম্পূর্ণ মিথ্যা, বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানের উন্নতির দিনে জ্যোতিষ গণনাদ্বারা অবধারিত হয় যে কোন্ বর্ষে, কোন্ সময়ে, কোন্ দেশে কি প্রকার চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্য্যগ্রহণ হইবে, পঞ্জিকায় এই সকল কথা প্রথমেই লিখিত থাকে। ইহাদ্বারা কি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে জ্যোতিষগণনা এবং পঞ্জিকা চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্য্যগ্রহণের পরে হইয়াছে? যদি সাধারণ মনুষ্যের গণনা এবং সাধারণ বিজ্ঞান অবলম্বনে আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সহায়তায় ভবিষ্যতের ঘটনা যথাযথ নিরূপিত হয়, তবে ঋষিগণের যে জ্ঞানরূপী দূরবীক্ষণ

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

যন্ত্রের দ্বারা চতুর্দ্দশ ভুবন ভেদ করিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান করতলামলকবৎ প্রত্যক্ষীভূত হইত তদ্দ্বারা ভবিষ্যতের দু' একটী বৃত্তান্ত দেখিয়া লওয়াও কি,যোগী এবং জ্ঞানী ঋষিগণের পক্ষে অসম্ভব? আজকাল যোগের শক্তি লুপ্তপ্রায়; যে জ্ঞানের সহায়তায় ঋষিগণ ভবিষ্যৎ দর্শন করিতেন সেই জ্ঞানও কলি-কল্মষ-দূষিতান্তঃকরণে প্রতিফলিত হয় না। সেই জন্য ঋষিগণের কি শক্তি ছিল তাহার কল্পনাও আজ কাল অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের শক্তি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া ঋষিগণের জ্ঞান মিথ্যা হইতে পারে না। মহর্ষিগণ ত্রিকালদর্শী ছিলেন, তাঁহাদের জ্ঞাননেত্রের সম্মুখে ভারতের ভবিষ্যতের যে সকল বিষয় আসিয়াছে, তাহা তাঁহারা পুরাণে লিখিয়া গিয়াছেন এবং সেই সকল স্থানে ভবিষ্যতের ঘটনাসমূহ ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াদ্বারা সূচিত করিয়াছেন। সুতরাং পুরাণের আধুনিকত্ব শাস্ত্র ও যুক্তিবিরুদ্ধ। এক্ষণে কি প্রকারে ঋষিগণ ভবিষ্যৎদর্শন করিতেন তাহা বলা যাইতেছে। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনে লিখিয়াছেন—

সংস্কারসংযমাৎ পরচিত্তজ্ঞানম্।

সংস্কারের উপর সংযম করিলে অপরের চিত্তের জ্ঞান জন্মে। অপরের মনের কথা বলিতে পারেন এমন লোক আজকালও দেখা যায়। চিত্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণের শক্তি অসীম। সেই শক্তিকে বিষয়ব্যাপারে প্রয়োগ করিয়া বিষয়িগণ বিষয়ের অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারেন। কিন্তু সেই শক্তিকেই বহির্বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত, করিয়া চিত্তকে অন্তর্মুখীন করিলে অন্তররাজ্যের অনেক বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। যোগী এবং ঋষিগণ জিতেন্দ্রিয় হইয়া চিত্তের শক্তিকে অন্তররাজ্যে নিয়োগ করিয়া এইরূপে অন্তররাজ্যের অনেক বিষয় অবগত হইতেন। চিত্তবৃত্তিকে অন্তর্মুখীন করিয়া যোগী যেমন আপন অন্তররাজ্যের সকল তথ্য বিদিত হইতে পারেন, সেইরূপ সংযম দ্বারা পরচিত্ত-জ্ঞান প্রাপ্ত হইবারও উপায় আছে। যেমন স্থূল পঞ্চভূত হইতে বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ উদ্ভূত হওয়ায় সকলের মৌলিক উপাদান একই সেইরূপ সূক্ষ্ম পঞ্চতত্ত্বে অন্তঃকরণ নির্ম্মিত হওয়ায় সমস্ত জীবের অন্তঃকরণের উপাদানও একই প্রকার। সুতরাং সমস্ত অন্তঃকরণের ভূমি এক। কিন্তু এক জীবের অন্তঃকরণের সহিত অপর জীবের অন্তঃকরণের ভূমি অভিন্ন হইলেও

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

বহির্দৃষ্টিতে যে ভেদ প্রতীত হয়, তাহার কারণ অন্তঃকরণস্থ সংস্কারের বিভিন্নতা। কোনও ক্ষেত্রে ধান্য, কোনও ক্ষেত্রে যব, এবং কোনও ক্ষেত্রে তিল বপন করা হইলে, সেই সকল ক্ষেত্রে যখন শস্য উৎপন্ন হয়, তখন ধান্য, যব ও তিলের ভেদ বশতঃ উপরে ভেদ প্রতীত হইলেও সকল ক্ষেত্রের মৃত্তিকায় যেমন কোনই ভেদ নাই, সেইরূপ কর্ম্মানুসারে কোনও মনুষ্যের চিত্তে একপ্রকার সংস্কার এবং অন্যের চিত্তে অন্য প্রকার সংস্কার বশতঃ বাহ্য দৃষ্টিতে অন্তঃকরণের ভেদ উপলব্ধি হইলেও অন্তঃকরণের ভূমিতে কোনই ভেদ নাই। অতএব প্রত্যেক চিত্তের সহিত অপর চিত্তের স্বাভাবিক সম্বন্ধ রহিয়াছে, কেবল সংস্কারের ভেদহেতু সকল চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং কোনও ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তির চিত্তের জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে প্রথমতঃ মহর্ষি পতঞ্জলির সিদ্ধান্তানুসারে চিত্তকে একাগ্র করিয়া আপন চিত্তের সমস্ত সংস্কার চিত্তক্ষেত্রে বিলীন করিয়া দিতে হইবে; তাহা হইলে তাহার চিত্তের ভূমি অপরের চিত্তভূমির সহিত মিলিত হইয়া যাইবে। এইরূপে চিত্তভূমির একীকরণ হওয়ায় অপরের অন্তঃকরণে কর্ম্মানুসারে যে সকল সংস্কার বিদ্যমান রহিয়াছে, সে সমস্তই সংযমী যোগী এক এক করিয়া দেখিতে পাইবেন। সুতরাং মহর্ষি পতঞ্জলির নিয়মানুসারে সংস্কারের উপর সংযম করিলে পরচিত্তের জ্ঞান লাভ হয়। ইহাই যোগদর্শনের সিদ্ধান্ত। যেমন কোন ব্যষ্টি অন্তঃকরণের অর্থাৎ একটীমাত্র জীবের অন্তঃকরণের সংস্কারের উপর সংযম করিলে কেবল সেই অন্তঃকরণেরই জ্ঞান লাভ হয় সেই প্রকার সমষ্টি অন্তঃকরণ অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃকরণে অবস্থিত সংস্কারের উপর সংযম করিলে ব্রহ্মাণ্ড অন্তঃকরণের জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ভবিষ্যতে যে সকল জীব উৎপন্ন হইবে তাহাদেরই সমষ্টি সংস্কার-রাশি ব্রহ্মাণ্ড অন্তঃকরণে বিদ্যমান থাকে। ঐ সমষ্টি সংস্কার অনুসারেই ব্রহ্মাণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন যুগ, তদনুরূপ মনুষ্যের উৎপত্তি, যুগধর্ম্মানুসারে মনুষ্যের ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তি, সুখ দুঃখাদি ভোগ এবং অবতারের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঋষিগণ সংযম পূর্ব্বক আপন অন্তঃকরণের ভূমিকে ব্রহ্মাণ্ড অন্তঃকরণের ভূমির সহিত মিলিত করেন এবং ব্রহ্মাণ্ড অন্তঃকরণস্থিত যুগানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার সমূহকে এক এক করিয়া দেখিয়া লন, তাহাতেই তাঁহাদের ভূত,

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের জ্ঞান লাভ হয়। এইরূপেই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ পুরাণে ভবিষ্যতের অনেক ইতিবৃত্ত এবং কোন্ যুগে কি প্রকার ধর্ম্ম হইবে, কিরূপ মনুষ্য উৎপন্ন হইবে, তাহাদের আচরণ কিরূপ হইবে ইত্যাদি বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং পুরাণের আধুনিকত্ব কল্পনা যোগশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক।

(২) দ্বিতীয় সন্দেহ—বেদের ব্রাহ্মণভাগই পুরাণ, এতদতিরিক্ত অন্যান্য পুরাণ ব্রাহ্মণ ও সাম্প্রদায়িক পুরুষগণের কপোলকল্পনামাত্র। ব্রাহ্মণভাগ পৌরুষেয় কিম্বা পুরাণ নহে, পরন্তু অপৌরুষেয় ও ভগবদ্বাক্য এবং উহা মন্ত্র-ভাগের ন্যায় বেদের এক অংশ। বেদের অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে অনেক যুক্তি দেওয়া হইয়াছে; তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণভাগকে পুরাণ বলিবার ভ্রম অপনোদিত হইবে। এক্ষণে পুরাণকে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত এবং কপোলকল্পনা হইতে উৎপন্ন বলিয়া আধুনিক অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে তৎসম্বন্ধে বিচার করা যাইতেছে। পুরাণকে সাম্প্রদায়িক কল্পনা বলিবার এই কারণ দেওয়া হয় যে, শিবপুরাণে মহাদেবকে পরমেশ্বর এবং বিষ্ণু, গণেশ প্রভৃতিকে তাঁহার ভৃত্যরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। এইরূপ বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুকে পরমাত্মা এবং শিব, গণেশ প্রভৃতিকে তাঁহার দাস বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে; দেবী ভাগবতে মহাদেবী কালীকে পরমেশ্বরী এবং বিষ্ণু, গণেশ প্রভৃতিকে তাঁহার দাসরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। এবম্প্রকার পরস্পর-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত একই ব্যক্তিদ্বারা প্রতিপাদিত হইতে পারে না কিম্বা হইলেও তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে না। অতএব অবশ্যই শিবপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক পুরুষগণের পক্ষপাতপূর্ণ কপোলকল্পনা, ইহাই আধুনিক অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সন্দেহ। বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে, এই প্রকার অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণ পুরাণের উপর কটাক্ষ করিবার স্পর্দ্ধা করিতে বিন্দুমাত্রও সংকুচিত হন না, কিন্তু পুরাণের স্বরূপ অবগত হইবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা বিবেচনা করেন না। এই প্রকার পুরাণের নিন্দা করিবার পূর্ব্বে পুরাণ কি বস্তু তাহা তাঁহাদের জানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। পুরাণ ইতিহাস নহে ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পুরাণে ইতিহাসের অংশ থাকিলেও তাহা অল্প। পুরাণ ভাবপ্রধান গ্রন্থ, ভাবের মহিমা পুরাণে পূর্ণরূপে কীর্ত্তন করা

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

হইয়াছে। ভাবের মহিমা কি প্রকার, একই পদার্থ ভাবের পার্থক্যে কেমন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয় তাহা একটী দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে। একই স্ত্রী সাত্ত্বিক পুরুষের নিকট জগদম্বারূপে, রাজসিক পুরুষের নিকট সৌন্দর্য্যের আধাররূপে, তামসিক পুরুষের নিকট কামের যন্ত্ররূপে, পিতার নিকটে কন্যারূপে, পুত্রের নিকটে মাতারূপে, পতির নিকটে পত্নীরূপে, ভ্রাতার নিকট ভগিনীরূপে কেবল ভাবের ভিন্নতায় প্রতীত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে কথিত আছে,—

ভবোহি ভাবনামাত্রো ন ভবঃ পরমার্থতঃ।

সংসার ভাবনামাত্র, পরমার্থতঃ সংসার বলিয়া কোন পদার্থ নাই। এই জন্য ভাবময় সংসার হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত পুরাণকর্ত্তা ভগবান্ বেদব্যাস পুরাণে ভাবময় ভাবগ্রাহী ভগবানের বিবিধ ভাবানুসারে নানারূপ মূর্ত্তি এবং উপাসনা বর্ণন করিয়াছেন। সগুণ উপাসনার জন্য বিষ্ণু, শিব, শক্তি প্রভৃতি যে পঞ্চমূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে তাহা বিষ্ণু ও শিবাদি পৃথক্ পৃথক্ দেবতার মূর্ত্তি নহে, তাহা সগুণব্রহ্ম ঈশ্বরেরই পঞ্চভাবানুসারে পাঁচ প্রকারের মূর্ত্তি। বিশ্ব-সংসার ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চতত্ত্বে নির্ম্মিত সুতরাং এক এক তত্ত্বের প্রাধান্য অনুসারে মনুষ্যের প্রকৃতিও পাঁচটী শ্রেণীতে বিভক্ত। এই জন্য এক ভগবানের পঞ্চ মূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়াছে। যেমন,—আকাশতত্ত্ব প্রধান মনুষ্যের জন্য বিষ্ণুর উপাসনা, পৃথিবীতত্ত্বপ্রধান মনুষ্যের জন্য শিবের উপাসনা, অগ্নিতত্ত্বপ্রধান মনুষ্যের জন্য দেবীর উপাসনা ও বায়ুতত্ত্বপ্রধান মনুষ্যের জন্য সূর্য্যের উপাসনা এবং জল তত্ত্বপ্রধান মনুষ্যের জন্য গণপতির উপাসনা। এইরূপে তত্ত্বের প্রাধান্য বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিযুক্ত সাধকের অধিকার অনুসারে সাধনের সুবিধার নিমিত্ত এক ঈশ্বরেরই পঞ্চভাবময় মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহারা পাঁচ জন একই সগুণব্রহ্ম ঈশ্বর, ইহাদের মধ্যে কেবল ভাবেরই ভিন্নতা, তাত্ত্বিক ভিন্নতা কিছুই নাই। এই পঞ্চভাব কি প্রকার তাহা মন্ত্রযোগ অধ্যায়ে পূর্ণরূপে বলা হইবে। এস্থলে মাত্র ইহাই বলা হইল যে বিষ্ণু, শিব, শক্তি প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ দেব দেবী নহেন পরন্তু এক ঈশ্বরেরই পঞ্চমূর্ত্তি। পুরাণ ভাব ও উপাসনা প্রধান গ্রন্থ, এই জন্য যে পুরাণে ভগবানের যে ভাবকে প্রধান রাখিয়া উপাসনা বিহিত

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

হইয়াছে, সেই পুরাণে সেই ভাবের মূর্ত্তিকেই ঈশ্বর বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। যেমন শিবপুরাণে শিবের এবং বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই পঞ্চমূর্ত্তি এক ভগবানেরই মূর্ত্তি এই জন্য এইরূপ বর্ণনে কোনও প্রকার দোষ হইতে পারে না। কারণ এই প্রকার বর্ণনে বস্তুর ভেদ কিছুই হয় না। কেবল অধিকারানুসারে ভাবেরই প্রভেদ হয়। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে মায়াময় ব্যবহারিক জগতে তাত্ত্বিক সত্য কিছুই নাই, মায়াতীত নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মই পরমার্থতঃ সত্যবস্তু। ব্রহ্মাতিরিক্ত মায়ার রাজ্যে যাহা কিছু সত্যরূপে পরিগণিত, সে সমস্তই ব্যবহারিক কিম্বা আপেক্ষিক সত্য। যেমন, দ্রুতগামী বাষ্পীয় শকটারোহী ব্যক্তির তুলনায় পদব্রজে গমনশীল মনুষ্য নিশ্চল পক্ষান্তরে সেই ব্যক্তিই পথপার্শ্বে উপবিষ্ট মনুষ্য অপেক্ষা সবল। আবার পৃথিবীর ঘূর্ণন এবং গমনের সহিত চলনশীলও সেই উপবিষ্ট ব্যক্তি পৃথিবী অপেক্ষা অল্প গতিশীল গ্রহস্থিত জীবের তুলনায় সচল। এইরূপে যতই বিচার করা যায়, ততই উপলব্ধি হয় যে ব্যবহারিক জগতের সকল পদার্থই আপেক্ষিক সত্য। উপর্য্যুক্ত দৃষ্টান্ত মনে রাখিয়া বিচার করিলে পুরাণোক্ত পঞ্চোপাসনার রহস্য সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। কোন মনুষ্য যদি আকাশতত্ত্ব প্রধান হয় তবে তাহার প্রকৃতি স্বভাবতঃই বিষ্ণুর উপাসনা আকাঙ্ক্ষা করিবে। সেই বিষ্ণু দেবতা নহেন, তিনি সগুণব্রহ্ম ঈশ্বর সুতরাং বিষ্ণুপরাণে যদি এবম্বিধ সাধকের কল্যাণের নিমিত্ত ভগবানের শিব, শক্তি, গণপতি প্রভৃতি অন্যান্য ভাব গৌণরূপে এবং বিষ্ণুভাব মুখ্য পরব্রহ্মরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে তাহা হইলে ব্যবহারিক সত্যজগতে পুরাণকর্ত্তার কি অপরাধ? এইরূপ বর্ণনায় সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত নাই। ইহাতে ভাবের প্রাধান্য, অধিকার বিচার এবং উপাসনার তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই দেবী ভাগবতে দেবীর প্রাধান্য এবং শিবপুরাণে শিবের প্রাধান্য প্রমাণিত হইয়াছে। এইরূপ বর্ণনায় পুরাণের দোষ হয় নাই বরং উদারতা ও সমদর্শিতাই প্রদর্শিত হইয়াছে। যদিও সকল গুরুই ভগবানের রূপ (যেহেতু ভগবানেরই জ্ঞানশক্তি কোন মনুষ্য কেন্দ্রদ্বারা প্রকাশিত হইয়া শিষ্যকে জ্ঞানরাজ্যে উন্নত করে, শ্রুতিও বলিয়াছেন "স দীক্ষয়া আচার্য্যমূর্ত্তিস্থঃ" সেই পরমাত্মা দীক্ষাদ্বারা আচার্য্যমূর্ত্তিস্থ

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

হন) তথাপি যাহার যিনি গুরু সেই সাধকের আপন গুরুকেই অন্য সকল গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করা কর্ত্তব্য। অন্যথা আপন গুরুর প্রতি পূর্ণ ভক্তি ও নির্ভর-বুদ্ধি আসিবে না এবং পূর্ণ নির্ভরতা না আসিলেও সাধকের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। ঠিক সেইরূপ যে সাধকের স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে ভগবানের যে মূর্ত্তি উপাস্য তাহাতেই মুখ্যব্রহ্মবুদ্ধি এবং অন্যান্য মূর্ত্তিতে গৌণভাবনা সেই সাধকের পক্ষে কল্যাণপ্রদ এবং ব্যবহারতঃ সত্য। এই নিমিত্তই পুরাণে বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন সাধকগণের স্ব স্ব অধিকার অনুসারে ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির উপাসনা বিহিত হইয়াছে এবং অন্যান্য সকল মূর্ত্তির গৌণতা ও একের মুখ্যতা প্রতিপাদন করিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। পুরাণের এই রহস্য না জানিয়া বিচারবিহীন ব্যক্তিগণ পুরাণের প্রতি নানা-প্রকার দোষারোপ করিয়া থাকে। কাহারও মতে সমস্ত পুরাণের রচয়িতা এক বেদব্যাস নহেন; যখন বিভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তখন ঐ সকল পুরাণ সাম্প্রদায়িক পুরুষগণের রচিত অধিকন্তু একই ব্যক্তি কোনও স্থানে একজনের অপরিসীম মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া অন্যত্র তাহারই নিকৃষ্টতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক অন্যের অতুলনীয় শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত করিলে তাহাকে প্রকৃতিস্থ বলা যাইতে পারে না। যদি একই বেদব্যাস ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে একই সগুণ ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্তুতি করিতে পারেন এবং সাধকের অধিকার অনুসারে এক ভাবের মুখ্যতা দেখাইয়া দ্বিতীয়ের গৌণতা এবং দ্বিতীয়ের মুখ্যতা দেখাইয়া তৃতীয়ের গৌণতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সামঞ্জস্য করিয়া ভগবানের সকল ভাবের বর্ণনা করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তাহাতে বেদব্যাসের পূর্ণতার পরিচয় হয় কিম্বা তাঁহার মস্তিষ্কবিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায়? অল্পজ্ঞ সাম্প্রদায়িক পুরুষ স্বীয় মতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া অপর সকল মতের নিন্দা করেন; কিন্তু পূর্ণজ্ঞানী পুরুষ, সকল সম্প্রদায়েরই অধিকারানুসারে ব্যবহারিক সত্যতা জানিয়া সকল মতেরই পৃথক্ পৃথক্ স্তুতি পূর্ব্বক সমস্ত সম্প্রদায়ের অতীত অদ্বৈতভাবের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। ভগবান্ বেদব্যাসও ঠিক এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে পৃথক্ পৃথক্ ভাবানুসারে ভগবানের পঞ্চমূর্ত্তির স্তুতি করিয়া অবশেষে বেদান্তে আসিয়া অদ্বৈতভাবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি সগুণব্রহ্মের ব্যবহারিক

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

সত্যতা এবং নির্গুণব্রহ্মের তাত্ত্বিক সত্যতা অবগত ছিলেন বলিয়াই এইরূপ বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি নির্গুণব্রহ্মের মূর্ত্তিকল্পনা করিয়াছেন বলিয়া ক্ষমাও প্রার্থনা করিয়াছেন,—

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং,
স্তত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো! দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ, তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥

হে ভগবন্! আমি যে ধ্যানদ্বারা রূপবিরহিত তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি, স্তত্বিদ্বারা তোমার অনির্ব্বচনীয় ভাব নষ্ট করিয়াছি এবং তীর্থযাত্রার বিধান করিয়া তোমার যে ব্যাপকতা নষ্ট করিয়াছি, আমার এই অপরাধত্রয় তুমি ক্ষমা কর। বিচারবান্ পুরাণ পাঠক ভগবান্ বেদব্যাসের এই নিরপেক্ষপাতপূর্ণতার লক্ষণ পুরাণের প্রত্যেক অক্ষরে অক্ষরে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। বেদরূপ মনোহর সরোবর মধ্যে পুরাণ প্রফুল্ল কমলস্বরূপ; বিদ্বান্ ভ্রমর তাহাতে সুমধুর মধু পান করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করেন, কিন্তু মূর্খ মণ্ডুক কমলের অস্তিত্বই বিনাশ করিয়া থাকে।

(৩) অর্ব্বাচীন পুরুষগণের তৃতীয় সন্দেহ এই যে—পুরাণে আধুনিক পণ্ডিতগণ এমন অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন যাহা বিজ্ঞান, ভূগোল এবং সাধারণ বুদ্ধিরও বিরুদ্ধ। এই প্রকার সন্দেহ, পুরাণের প্রতি মনন না করা এবং পুরাণের বর্ণনপ্রণালী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতারই পরিচায়ক। এ বিষয়ে দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

আধুনিক ভূগোলে লিখিত আছে যে পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ আট হাজার মাইল। ভূগোলবেত্তাগণ ইহা মাপিয়া দেখিয়াছেন সুতরাং ইহা অভ্রান্ত সত্য। কিন্তু পুরাণে লিখিত আছে যে পৃথিবীর পরিমাণ ৫০০০০০০০০ পঞ্চাশ কোটি যোজন। এবম্বিধ বৈসাদৃশ্য দর্শনে অর্ব্বাচীন লোকেরা পুরাণকর্ত্তার অভ্রান্ত অভিজ্ঞতা বিষয়ে সন্দিগ্ধ। বিচার করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, এই উভয় গ্রন্থের উভয় প্রকার বর্ণনাই সত্য, কেবল পরিমাণের প্রণালী পৃথক্ পৃথক্। ভূগোলবেত্তাগণ পৃথিবীর যে মাপ করিয়াছেন তাহা পৃথিবীর ব্যাস বা মধ্যরেখার পরিমাণ। কিন্তু পুরাণে সমস্ত পৃথিবীর ভূমির মাপ বা ঘনফল

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

লিখিত হইয়াছে। কোনও গোল বস্তুর উপরিভাগস্থ ভূমির পরিমাণ করিতে হইলে উক্ত পদার্থের ব্যাসকে তিনবার গুণ বা ঘন করিয়া তাহাকে (২) দুই দ্বারা ভাগ করিতে হয়। ২ মাইলে এক ক্রোশ এবং ৪ ক্রোশে এক যোজন হয়; সুতরাং পৃথিবীর পরিমাণ ৮০০০ মাইলে এক হাজার যোজন হইবে। অতএব পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সমস্ত পৃথিবীর ভূমির পরিমাণ $\frac{১০০০ \times ১০০০ \times ১০০০}{২}$ = ৫০০০০০০০০ অর্থাৎ পুরাণবর্ণিত পঞ্চাশ কোটি যোজন সিদ্ধ হইল। সুতরাং পুরাণে আপাততঃ অসামঞ্জস্য দেখিয়া পুরাণের দোষ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ। ভূগোলে লিখিত আছে যে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রে পড়িলে এবং চন্দ্র, সূর্য্যের দর্শনপথ অবরুদ্ধ করিলে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে। কিন্তু পৌরাণিকগণ লিখিয়াছেন, রাহু নামক এক অসুর যখন চন্দ্রকে এবং সূর্য্যকে গ্রাস করে তখনই চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্য্যগ্রহণ হয়। যখন ভৌগলিক বৃত্তান্ত দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা যথাযথরূপে দেখিয়া লওয়া হইয়াছে তখন পৌরাণিক কল্পনা কি প্রকারে স্বীকার করা যায়? রাহুর গ্রাস এবং ছায়াপাত একই কথা। ভেদ কেবল আস্তিকতা এবং নাস্তিকতায়। আস্তিক পুরাণকর্ত্তা দৈবশক্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া ছায়াকে রাহুরূপে বর্ণন করিয়াছেন। আর ভূগোলবেত্তাগণ উক্ত সম্বন্ধ উপেক্ষা করিয়া কেবল ছায়ারই বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ব্বে বেদাঙ্গ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে প্রকৃতি জড় বলিয়া প্রাকৃতিক যাবতীয় বস্তুই জড় সুতরাং সেই সকল জড় বস্তুকে যথানিয়মে সঞ্চালন করিবার জন্য নিয়ামক চেতনশক্তি প্রয়োজন এবং সেই সকল চেতনশক্তি, ঈশ্বরীয় শক্তির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। যে প্রকার কোন বৃহৎ রাজ্য সুশৃঙ্খলরূপে শাসন করিবার নিমিত্ত রাজশক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, কোতোয়াল প্রভৃতিতে বিভক্ত করিয়া সেই সেই বিভাগের এক একজন পরিচালক নিযুক্ত করিতে হয়, সেইরূপ বিরাট প্রকৃতিরাজ্যের রাজা ভগবানের শক্তি লইয়া, প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অধিষ্ঠিত দেবতাগণ সুশৃঙ্খলরূপে প্রকৃতিরাজ্যের কার্য্য পরিচালনা করেন। কোনও জড় বস্তু কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নহে। চেতনশক্তিময় দেবতাদ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই জড়পদার্থ যথানিয়মে আপন আপন

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। যেমন সমগ্র বিশ্বে যত জল আছে তাহার সঞ্চালক চেতনশক্তির নাম বরুণ; অধিষ্ঠাতৃরূপে বরুণের বিদ্যমানতায় জল সুনিয়মে জগতের কল্যাণসাধন করিতে সমর্থ হইতেছে; তাঁহার অভাব হইলে জলের যাবতীয় কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইত। এইরূপ বায়ুর অধিষ্ঠাতৃ চেতন-শক্তির নাম পবন দেবতা; তিনি আছেন বলিয়াই বায়ুর কার্য্য যথানিয়মে সম্পাদিত হইতেছে। এইরূপ প্রকৃতির প্রত্যেক জড়বস্তুর উপরে যে এক এক চেতনশক্তি বিদ্যমান, তাহাদের দ্বারাই জড় বস্তু সমূহ পরিচালিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি অনাদি অনন্ত ও অসীম হওয়ার জন্য প্রকৃতি মধ্যগত জড় বস্তুসমূহের সংখ্যাও অনন্ত এবং সেই সমস্ত জড় বস্তুগণের পরিচালক দৈবী চেতনশক্তির সংখ্যাও অনন্ত, সুতরাং দেবতা ও অনন্ত। পুরাণ মধ্যে যে তেত্রিশ কোটী দেবতার বর্ণন পাওয়া যায়, এস্থলে তেত্রিশ কোটী শব্দ অনন্ত শব্দের পর্য্যায়-বাচকমাত্র। বেদের মধ্যে চিদানন্দঘন ভগবানের বিরাট স্বরূপ বর্ণনপ্রসঙ্গে "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" বলিয়া কীৰ্ত্তন করা হইয়াছে। ভাষ্যকার-গণ এস্থলে সুস্পষ্টভাবে সহস্র শব্দ অনন্তার্থে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সাধারণতঃ লৌকিক ব্যবহারেও "সভাস্থলে সহস্র সহস্র ব্যক্তি সমুপস্থিত হইয়াছিলেন", এরূপ প্রয়োগ বিরল নহে। এইরূপে তেত্রিশ কোটী শব্দে মাত্র তেত্রিশ কোটী দেবতা নহে কিন্তু অনন্ত, অসংখ্য দেবতারই অস্তিত্ব উপলব্ধি হইতেছে। দেবতা অনন্ত হইলেও তেত্রিশ কোটী বলিয়া বর্ণন করিবার তাৎপর্য্য এই যে "প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি" প্রধানের হিসাবেই অর্থাৎ মুখ্যকে লক্ষ্য করিয়াই গণনা হইয়া থাকে। এই অনন্ত দেবতার মধ্যে অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র, প্রজাপতি এই তেত্রিশ দেবতা প্রধান এবং এই তেত্রিশ হইতে অনন্ত দেবতা প্রকৃতির অনন্ত জড় বিভাগের উপর চেতন পরিচালকরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন।

প্রকৃতির এইরূপ অনন্ত বিভাগ প্রতিপাদিত হইলেও উহাকে সাত্ত্বিক ও তামসিক ভেদে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই বিভাগকে জ্ঞান ও অজ্ঞান অথবা প্রকাশ ও অন্ধকারও বলা যাইতে পারে। দৈবীশক্তি যেমন অনন্তরূপে প্রকৃতির সাত্ত্বিক বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত ঐ

৩

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

প্রকার প্রকৃতির তামসিক বিভাগের উপর যে অনন্ত চেতনশক্তি অনবরত কার্য্য করিতেছে, তাহারই নাম আসুরীশক্তি বা অসুর। দেব ও অসুরের ইহাই পার্থক্য। দেবতাগণ সাত্ত্বিক বিভাগে, অসুরগণ তামসিক বিভাগে। দেবতারা প্রকাশময় জ্ঞান রাজ্যে এবং অসুরেরা অন্ধকারময় অজ্ঞান রাজ্যে চেতনশক্তিরূপে বিরাজিত। পূর্ব্ব সিদ্ধান্তানুসারে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি চেতনদেবতার প্রকাশ ব্যতিরেকে যেমন সাত্ত্বিক প্রকাশময় জড়বস্তু কোনও কার্য্য করিতে পারে না, তদ্রূপ আসুরীশক্তি ব্যতিরেকে অন্ধকার বা ছায়া দ্বারাও কোনও কার্য্য হইতে পারে না। আসুরীশক্তি সম্বলিত অন্ধকার বা ছায়াদ্বারাই সময়ে সময়ে সূর্য্যমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। শাস্ত্র-মধ্যে ইহাকেই রাহুরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। আধুনিক ভৌগলিক পণ্ডিতগণ কেবল জড় ছায়ারই ক্রিয়া স্বীকার করেন, তন্মধ্যে যে এক অভিনব চেতন-শক্তি বর্ত্তমান থাকিয়া সর্ব্বদা জড়বস্তুকে সঞ্চালিত করিতেছে তাহা স্বীকার করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হয়েন; সেইজন্য তাঁহাদের মতে জড় পৃথিবীর ছায়া যখন সূর্য্যাদি মণ্ডলের উপর পতিত হয় তখনই গ্রহণ হয়। স্থূল দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্যে ইহার অধিক উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব। সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিগণ জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা ছায়ামধ্যবর্ত্তী আসুরীশক্তির অচিন্ত্যনীয় চেতন সত্তা উপলব্ধি করিয়া তাহাকেই পুরাণমধ্যে রাহুরূপে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ ভাস্করাচার্য্যও ছায়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে রাহু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। "রাহুকুভামণ্ডলগঃ শশাঙ্কং শশাঙ্কচ্ছাদয়তী ন বিম্বম্"। রাহু সূর্য্য বা চন্দ্রমণ্ডলকে গ্রাস করিয়া ফেলে না; কিন্তু তমো বা ছায়ার দ্বারা আচ্ছাদন করে মাত্র। ঋগ্বেদ সংহিতার দ্বিতীয়াষ্টকে—"যত্বা সূর্য্যং স্বর্ভানুস্তমসাহবিধ্যদাসুরঃ" এবং বেদের অন্য স্থলেও "যং বৈ সূর্য্যং স্বর্ভানুস্তমসাহবিধ্যদাসুরঃ ইতি" এইরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাণ ও ভূগোলের মধ্যে ইহাই পার্থক্য। ইদানীন্তন ভৌগলিক পণ্ডিতগণের বিচার আস্তিকতা বিহীন এবং প্রাচীন পৌরাণিক ঋষিগণ আস্তিকতার উপরেই পুরাণের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। যথার্থরূপে পুরাণ ও ভূগোলের এই তাত্ত্বিক ভেদ অবগত হইয়া পুরাণ পাঠ করিলে পুরাণের অপূর্ব্ব মহিমা পাঠকমাত্রেই দেখিতে পাইবেন ও সফলতা লাভ

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

করিতে পারিবেন। দেবী ভাগবতে জলন্ধর নামক এক অত্যাচারী অসুরের বিবরণ পাওয়া যায়। দেবতাগণ তাহার ভয়ে স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশে ভূমণ্ডল মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। কত কুলবতী সতী পাপিষ্ঠের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া নিজ জাতি, কুল, এমন কি অমূল্যনিধি সতীত্বরত্ন পর্য্যন্ত হারাইয়া আকুলক্রন্দনে দিগদিগন্ত কম্পিত করিত। ত্রিলোকবাসী সর্ব্বদা তাহার ভয়ে ভীত, চকিত ও কম্পিত হইত। বৃন্দা নামক তাহার এক সতীকুলবরেণ্যা সাধ্বী ভার্য্যা ছিল। তাহার পাতিব্রত্য মহিমায় মহিমান্বিত জলন্ধরকে কেহ কোনরূপে পরাজয় করিতে পারিত না। এদিকে অসুরের প্রবল অত্যাচারে সৃষ্টির মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। সৃষ্টিরক্ষক ভগবান বিষ্ণু, বৃন্দার সতীত্ব হরণ করিয়া দুরাচার অসুরের বিনাশ সাধন করিলেন। জগতের মধ্যে পুনরায় শান্তিরাজ্য সংস্থাপিত হইল। এই আখ্যান উল্লেখ করিয়া অনেকে বিষ্ণুকে সতীত্বাপহারী বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু ধীরভাবে সাত্ত্বিক বুদ্ধি লইয়া বিচার করিলে তিনি যে সম্পূর্ণ নিরপরাধী ও নিষ্পাপী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন, ইহা নিঃসন্দেহ।

প্রথমতঃ এই আখ্যানের দ্বারা সতীর অপার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। সতীর এত তেজ যে, তাহার নিকট দেবশক্তির কথা ত দূরের কথা বিষ্ণুশক্তি পর্য্যন্ত নিষ্প্রভ। ধর্ম্মাধর্ম্মের সুগূঢ় রহস্যখ্যাপন ইহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

ব্যবহারিক জগতে লঘুগুরুভেদে ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয় হইয়া থাকে। নিশ্চয় করিয়া কোনও কার্য্যকেই ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম কার্য্য বলা যাইতে পারে না। একই কার্য্য ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে ধর্ম্ম আবার ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে অধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। তবে যাহার সম্বন্ধে অথবা যে ভূমিতে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রয়োগ হয়, তাহার সম্বন্ধে কিংবা সেই ভূমি অনুসারে ধর্ম্মাধর্ম্মের সিদ্ধান্ত নির্ণীত হইয়া থাকে। যেমন কোনও মনুষ্যকে হত্যা করিলে পাপ হয়, আবার সহস্র ব্যক্তির রক্ষার জন্য যদি এক ব্যক্তিকে বিনাশ করিতে হয়, তবে এক ব্যক্তির হত্যার দ্বারা অধিক সংখ্যক ব্যক্তির প্রাণরক্ষা রূপ ধর্ম্ম হইবে। সকল স্থানেই তারতম্যানুসারে ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয় হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্য লইয়াই বিষ্ণু-বৃন্দা-সংবাদ রচিত হইয়াছে। সতীর সতীত্ব নাশ করা মহাপাপ

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

একথা সত্য ; কিন্তু যদি এক সতীর সতীত্ব নাশের দ্বারা সহস্র সহস্র কুলবতী সতীগণের সতীত্ব রক্ষা হয়, দেবগণ যথানিয়মিত স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন, ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হয়, জীবমাত্রেই শান্তির সুবিমল ছায়ায় বিশ্রাম সুখ লাভ করিতে পারেন, জগৎ সংরক্ষক বিষ্ণুর কথা দূরে থাকুক, যে কেহ যদি এরূপ সতীর সতীত্ব নাশরূপ কার্য্য করিতেন তাহাকেও পাপভাগী হইতে হইত না। এরূপ কার্য্যে পুণ্যই হইয়া থাকে, না করিলেই পাপভাগী হইতে হয়। এতদ্ব্যতীত যেরূপ বিচারের দ্বারা আমরা সাধারণ জীবকে পাপ পুণ্যের দায়ী করি, সেরূপে ভগবানের উপর পাপ পুণ্যের আরোপ করা অসঙ্গত। জীব অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তি ; মায়ার করাল-কবল নিপতিত ও পরাধীন। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ; মায়ার অধীশ্বর ও স্বাধীন। পরমার্থ বিচারে উভয়ের বস্তুগত ঐক্যত্ব সম্পাদিত হইলেও অপরমার্থিক অবস্থায় তাহাদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। পাপ বা পুণ্য অল্পজ্ঞ জীবকেই স্পর্শ করিতে পারে, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানকে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রকৃতি প্রবাহে অনুকূল আঘাত করিলে যে অনুকূল প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয় তাহারই নাম পুণ্য, আর প্রতিকুল আঘাতের দ্বারা যে প্রতিকুল প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয় তাহারই নাম পাপ। জীবমাত্রেই প্রকৃতির অনুকূল প্রবাহে অঙ্গ ঢালিয়া ক্রমোন্নতির দ্বারা যথাক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অতএব যে জীব প্রকৃতির অবস্থায় স্থিত, তাহাকে সেই অবস্থা হইতে বিচ্যুত করিলেই পাপকার্য্য করা হয়, এজন্য জীবহিংসা করা মহাপাপ। আর জীবের কোনরূপ উন্নতির প্রতিবন্ধকতাচরণ না করিয়া তাহার উন্নতির অনুকূলাচরণের নাম পুণ্য কার্য্য। এজন্য সাত্বিক দানাদি পুণ্যকর্ম্ম। সাত্বিক দানাদিদ্বারা দাতা প্রকৃতি প্রবাহে অনুকূল আঘাত প্রদান করে, সত্বগুণাবলম্বি-ব্যক্তিগণ পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমেই উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হন ও প্রকৃতির গতি নির্ব্বিবাদে উর্দ্ধগামিনী হইতে থাকে। তামসিক দানের দ্বারা ইহার বিপরীত ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সংসার মধ্যে পশুপ্রকৃতির লোক বর্দ্ধিত হইয়া দেবতা, ব্রাহ্মণগণকে হিংসা করিতে থাকে, নানারূপ কুক্রিয়াসক্ত হইয়া নিজের জীবন কলুষিত করিতে থাকে, প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হইয়া যায়, এজন্য ইহা পাপ কর্ম্ম।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

অভিমানে মত্ত হইয়া জীব যতদিন পর্য্যন্ত জীবত্বের ভূমিতে বিচরণ করে ততদিনই সে স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করে, আর যখন জীবত্বের ভূমি অতিক্রম করিয়া লীলাময়ী প্রকৃতির বন্ধন ছাড়াইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারে, তখনই জীবন্মুক্ত হইয়া যায়, সে অবস্থায় পাপপুণ্য তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।

হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

আমি করিতেছি এরূপ অহঙ্কারের ভাব যাহার নাই, যাহার বুদ্ধি কমল-দলস্থিত জলের মত নির্লিপ্ত এরূপ ব্যক্তি নিখিল লোককে বধ করিলেও ঘাতক হইবে না, অথবা হত্যাজনিত পাপের দ্বারাও বদ্ধ হইবে না। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ প্রারব্ধ বশতঃ অথবা বিরাট ভগবানের ইচ্ছায় সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন; বদ্ধ জীবের ন্যায় নিজের ইচ্ছায় কোনও কার্য্য করেন না; সেজন্য তাঁহার কৃতকর্ম্মের দ্বারা যে সমস্ত অনুকুল বা প্রতিকুল ক্রিয়া উৎপন্ন হয় তাহা তাঁহাকে স্পর্শ না করিয়া বিরাট পুরুষকে স্পর্শ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ জীবন্মুক্ত পুরুষকে যখন পাপপুণ্য স্পর্শ করিতে পারে না, তখন যিনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব পরমপুরুষ, পাপপুণ্য তাঁহাকে কিরূপে স্পর্শ করিতে পারে? তিনি নিজের জন্য কোনও কার্য্য করেন না; প্রকৃতি প্রবাহের অনুকুলেই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যের ফল ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিকে আশ্রয় করে, তাঁহাকে আশ্রয় করে না। অতএব বৃন্দার সতীত্ব-হরণরূপ কার্য্য ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতির অনুকুল হওয়ায় ইহা যথার্থরূপে ধর্ম্মকার্য্যই হইয়াছিল। ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতির বিচারে তিনি অধার্ম্মিক কার্য্যের আচরণ করেন নাই, ধার্ম্মিক কার্য্যই করিয়াছিলেন।

স্থূল দৃষ্টিতে যাহাকে আমরা পাপ কার্য্য বলিয়া থাকি, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সদাশয় মহজ্জনের পক্ষে তাহাই ধর্ম্মকার্য্যরূপে পরিণত হয়। ধর্ম্মাধর্ম্মের তত্ত্বনির্ণয় করা সাধারণের পক্ষে এইরূপই দুর্জ্ঞেয়। তাই মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—

ধর্ম্মস্যতত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।

তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী পুরুষই ইহার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইতে পারেন। পক্ষপাতী, দোষদৃষ্টিসম্পন্ন, কলুষিত চিত্ত ব্যক্তিগণ কিছুই বুঝিতে পারেন না।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ভাগবতের মধ্যে কশ্যপ, দিতি, অদিতি, বিনতা, সরমা প্রভৃতি নরনারীগণ হইতে দৈত্য, দানব, পক্ষী, সর্প, হস্তী, ঘোটক প্রভৃতির উৎপত্তি বর্ণিত আছে। বর্ত্তমানকালীন পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী, স্থূল বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন যে ইহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান বিরুদ্ধ। মানবীর উদরে জীবজন্তুর জন্ম হওয়া অসম্ভব। বস্তুতঃ সৃষ্টির গূঢ়তম রহস্য অবগত না হইয়া স্থূলদৃষ্টিতে বিবেচনা করিলে এরূপ আশঙ্কার উৎপত্তি হওয়া অসঙ্গত নহে। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টি সহকারে সৃষ্টির লয়বিলয় ক্রমের তাত্ত্বিক রহস্য উদ্ভেদ পূর্ব্বক যদি বিচার করা হয়, তাহা হইলে সূক্ষ্মদর্শী, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ঋষিগণের বাক্য যে উন্মত্তের প্রলাপ নহে, ইহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন এবং এরূপ অমূলক আশঙ্কারও নিরাস হইয়া যাইবে।

কেবল যে রজঃ এবং বীর্য্যের সংযোগেই সৃষ্টি হয় এমন নহে। বৈজী ও মানসী—দুই প্রকারের সৃষ্টি শাস্ত্রমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সৃষ্টিবিজ্ঞানের উপর বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীশক্তি ও পুরুষশক্তি, এই উভয় শক্তির সম্মেলনের দ্বারাই সৃষ্টির বিস্তার হইয়া থাকে। মানসিক শক্তি অনুসারে এরূপ সম্মিলন স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দুই প্রকারের হইতে পারে—

মনসা সাধু পশ্যতি
মানসাঃ প্রজাঃ অসৃজন্ত। ইত্যাদি।

এই সমস্ত শ্রুতি বচন দ্বারা মানসিক সৃষ্টি প্রতিপন্ন হয়। জৈব স্থূল শরীর ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত হইতে সমুদ্ভূত। এই পঞ্চভূতের উপর অধিকার জন্মিলে যোগী ইচ্ছানুসারে পঞ্চভূতের সমীকরণের দ্বারা নানারূপ শরীর নির্ম্মাণ করিতে পারেন। জীবের সূক্ষ্ম শরীর যতদিন পর্য্যন্ত স্থূল শরীরের সহিত বাসনা-বদ্ধ হইয়া থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত জীবের মধ্যে এরূপ শক্তি উৎপন্ন হয় না। জীব যখন বাসনা বিরহিত হইয়া সূক্ষ্ম শরীরকে স্থূল শরীর হইতে পৃথক করিতে পারে, তখনই এরূপ শক্তির অধিকারী হয়। মৃত্যুর পরে জীব যখন প্রেতযোনি লাভ করে তখন স্থূল শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীর পৃথক হওয়ার জন্য মানসিক তীব্রতা অনুসারে প্রেতের মধ্যেও স্থূল শরীর ধারণের যোগ্যতা

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানোন্নত আমেরিকা প্রভৃতি দেশবাসী মনীষিবৃন্দ যন্ত্রাদি দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত করিতেছেন। অধিক কি, ফটোগ্রাফের দ্বারা কোন কোন প্রেতের ফটো পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্চভূত হইতেই স্থূল শরীরের কারণীভূত রজঃ এবং বীর্য্যের উৎপত্তি হয়। অতএব যিনি শরীরের জন্য পঞ্চভূত হইতে রজোবীর্য্যের কারণীভূত পদার্থ সংগ্রহণের শক্তিসঞ্চয় করিতে পারেন তাঁহাকে মৈথুনী সৃষ্টি করিতে হয় না। প্রলয়ের সময় যখন স্থূল বস্তু কিছুই ছিল না, তখন প্রলয়াবসানে সৃষ্টির সময় যে সমস্ত স্ত্রী পুরুষের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা যে মানসিক সৃষ্টিরই ফলস্বরূপ এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে এবিষয়ে একটী প্রমাণ পাওয়া যায় যে,

আদিদেবসমুদ্ভূতা ব্রহ্মমূলাঽক্ষয়াব্যয়া।
সাঽসৃষ্টি মানসী নাম ধর্ম্মতন্ত্রপরায়ণা॥

সর্ব্বপ্রথম ঋষিগণের সৃষ্টি ব্রহ্মার মানসসৃষ্টি। বেদাদি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে—

"যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষ মথোস্বঃ।"

স্বয়ম্ভুব ব্রহ্মা পূর্ব্বকল্পানুসারে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন। প্রবাহরূপে সৃষ্টি অনাদি, এজন্য চিরদিন পূর্ব্বকল্পানুসারেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। পূর্ব্বকল্প অনুসারে যাহাদের সংস্কার ঋষি হইবার উপযুক্ত ছিল, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা সেই সংস্কার অনুসারে সূক্ষ্ম শরীরের উপর মানসিক বল প্রয়োগ পূর্ব্বক পঞ্চভূতের সমীকরণের দ্বারা ঋষিগণের স্থূল শরীর নির্ম্মাণ করিলেন। সত্যযুগের প্রথমে এই সমস্ত ঋষিগণের আবির্ভাব হওয়ায় ইঁহারা সকলেই জিতেন্দ্রিয় ও মানসিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। সুতরাং তৎকালে তাঁহাদের কর্ত্তৃক যে সমস্ত জীব সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহারা সকলেই মানসিক সৃষ্টির অন্তর্গত। ঋষিগণ অমানুষিক মানসিক শক্তিসাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন জীবের সূক্ষ্ম শরীরের উপর পঞ্চভূতের একীকরণের দ্বারা স্থূল শরীরের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইরূপে সত্যযুগের প্রথম প্রভাতে বৈজী সৃষ্টির পরিবর্ত্তে ঋষিগণ মানস সৃষ্টির প্রচার করিয়াছিলেন। তৎকালে বৈজী সৃষ্টির বর্ণন কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না এবং হওয়াও সম্পূর্ণ যুক্তি ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ভাগবতের মধ্যে যে সমস্ত বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাও উক্তরূপ মানসিক সৃষ্টির ফল। এই প্রকার মানসিক

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

সৃষ্টিতে দিতি, অদিতি প্রভৃতি স্ত্রীগণের প্রয়োজনীয়তা এই যে, শক্তি সংযোগেই সৃষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই হেতু মানসিক সৃষ্টি করিতেও ঋষিগণের স্ত্রীরূপিণী শক্তিগণের সহায়তা লইতে হইয়াছিল।

পরে পরিণামশীলা প্রকৃতি প্রবাহের গতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে শক্তিও নষ্ট হইল। সূক্ষ্মভাবে মানসিক শক্তি সম্মিলনের দ্বারা আর সৃষ্টি হইল না। অগত্যা ঋষিগণ যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা স্বীয় অনুকূল দৈবশক্তি লাভ করিয়া নানারূপ সৃষ্টি করিলেন। যজ্ঞোত্থিত চরু, ঘৃত প্রভৃতি গ্রহণ করিবামাত্রই স্ত্রীগণ গর্ভবতী হইতে লাগিলেন। দৈবীশক্তির দ্বারা পাঞ্চভৌতিক পরিবর্ত্তন হওয়ার জন্য চরু, ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্যে এরূপ দৈবশক্তি উৎপন্ন হইত, যাহাতে ঐ সমস্ত দ্রব্যে রজোবীর্য্যের পূর্ণ গুণ প্রকটিত হইত। সুতরাং তাহার দ্বারা সন্তানোৎপত্তি হওয়া অসম্ভব হইত না। বিশ্বামিত্র, পরশুরাম ও রামচন্দ্র প্রভৃতির জন্মও এই প্রকারেই হইয়াছিল। ইহা দ্বিতীয় কালের কথা।

তৃতীয় কালে যজ্ঞ করিবার শক্তিও ক্রমে তিরোহিত হইতে লাগিল। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের তপস্যা, যজমানগণের সংযম, জিতেন্দ্রিয়তা প্রভৃতি নষ্ট হইয়া বৈষয়িক বুদ্ধি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এজন্য যজ্ঞাদি দ্বারা সে সময় বিশেষ ফল হইল না, অগত্যা যাজ্ঞিক সৃষ্টি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গেল। সর্ব্বশেষে অন্তিম উপায় মৈথুনী সৃষ্টি বর্ত্তমান থাকিল। কিন্তু তখনও আচার্য্যকুলে বাস, যথারীতি ব্রহ্মচর্য্য পালন, পরস্ত্রীতে মাতৃবুদ্ধি, সত্যভাষণ প্রভৃতি সদনুষ্ঠান সম্পাদিত হইত বলিয়া পুরুষগণ অমোঘবীর্য্য হইতেন, তাহার ফলে ধার্ম্মিক সৎপুত্র উৎপন্ন হইয়া পিতৃপিতামহের বংশ উজ্জ্বল করিত, গুণবান্ পুত্রকে অঙ্কে ধারণ করিয়া ভারতজননী গৌরবান্বিতা হইতেন এবং স্বীয় বসুন্ধরানামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। এখন আর সে সময় নাই, ঘোর কলিকাল উপস্থিত। চারিদিকে পাপের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। পরস্ত্রীর উপর কামদৃষ্টি, ব্যভিচার, অপ্রাকৃতিক বীর্য্যনাশ, ব্রহ্মচর্য্যহীনতা, ধাতুদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি সমস্ত পাপ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। সেই জন্য বর্ত্তমান সময়ে বীর্য্যের মধ্যে মৈথুনী সৃষ্টির শক্তিও লোপ পাইতেছে। স্ত্রী পুরুষের সংসর্গ হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী বন্ধ্যা, পুরুষ জননশক্তি হীন হইয়া পড়িতেছেন। কতশত যুবক যুবতী অযথা অত্যাচারে অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইয়া

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

সুখময় সংসারকে বিভীষিকাময় নরকসদৃশ করিয়া তুলিতেছেন। সৃষ্টির ইহাই নিগূঢ় সারতত্ত্ব। ঋষিগণ ইহাকেই পুরাণ মধ্যে নানা স্থলে নানা ভাবে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

কোনও কোনও অর্ব্বাচীন পুরুষ, যোগিগণ জ্ঞেয় ভাগবতাদি পুরাণের যথার্থতত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া স্বকপোলকল্পনার সাহায্যে নানারূপ সন্দেহ-মূলক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া থাকেন; অধিক কি অজ্ঞান এবং অবিশ্বাসের দ্বারা তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি এত বিমলিন, যে তাঁহারা সময়ে সময়ে মিথ্যা-কথার অবতারণা করিয়া পুরাণাদি শাস্ত্রকে উপহাস করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। যেমন "হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে মাদুরির মত গুটাইয়া শিরোদেশে উপাধান স্বরূপে গ্রহণ করিয়া শয়ন করিলেন" "হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে উত্তপ্ত স্তম্ভের সহিত আলিঙ্গন করিতে বলিলেন, প্রাণের ভয়ে বিকল হইয়া প্রহ্লাদ ভয় পাইলেন, ভগবান স্তম্ভের উপরে পিপীলিকা ছাড়িয়া দিয়া প্রহ্লাদকে উৎসাহিত করিলেন।" "পবনবেগগামী রথারোহণ করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দুই ক্রোশ রাস্তা গমন করিলেন" ইত্যাদি নানারূপ মিথ্যাকল্পনামূলক ঘটনা বর্ণন করিয়া আশঙ্কা করিয়াছেন। পুরাণের মধ্যে এসমস্ত ঘটনা কোনও স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়না। এতদ্ভিন্ন কোনও কোনও স্থলে বিষয় এবং শ্লোকের যথার্থভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া শ্লোকার্থ রচনা করিতে গিয়া অনর্থ উৎপন্ন করিয়াছেন। বিচারশীল মাত্রেই সদ্‌গুরুকর্ত্তৃক সমুপদিষ্ট হইয়া যথারীতি মনোভিনিবেশসহকারে অধ্যয়ন করিলেই এইরূপ নির্মূলক কল্পিত আশঙ্কার নিরসনে সমর্থ হইতে পারিবেন এবং সত্য, সরল, সহজ, সুন্দর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন। উক্ত সম্প্রদায় বিশেষের ব্যক্তিগণ, ভক্তশিরোমণি ত্রিলোকপূজ্য ভাগবতোত্তম প্রহ্লাদ প্রভৃতি মহাত্মগণের উপর নানাবিধ কলঙ্ক আরোপ করিয়া সর্ব্বোত্তম ভক্তিশাস্ত্রের অপার অসীম মহিমাকে অগাধ-জলধির অতলজলে নিমজ্জিত করিয়া কত যে অনর্থোৎপাদন করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই সমস্ত বর্ত্তমান ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে।

পূর্ব্বে একথা বলা হইয়াছে যে পুরাণ ভাবপ্রধান গ্রন্থ। অতএব অনেক স্থলে উহাতে পূর্ণভাবে ভাব প্রকট করিবার জন্য অতিশয়োক্তির বর্ণন করিতে

৪

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

হইয়াছে।-সাধারণ চলিত কথাতেও অনেক স্থলে আমাদিগকে অতিশয়োক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কোনও তেজস্বী বীরপুরুষের বীরত্ব বর্ণন প্রসঙ্গে "তাহার তেজে সমস্ত সংসার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল" এইরূপ কাহারও রূপ বর্ণন প্রসঙ্গে "তাহার সৌন্দর্য্য সুষমা দেখিয়া সৌন্দর্য্যের আকর সুধাকরও মলিন হইয়া গেল" ইত্যাদি কথার তাৎপর্য্য এরূপ নহে যে কাহারও বীরতার দ্বারা বাস্তবিকই পৃথিবী কম্পায়মানা হইয়া গেল, চন্দ্র শুকাইয়া গেল, কিন্তু বীর্য্য ও সৌন্দর্য্যাধিক্যবর্ণনের জন্য এরূপ বাক্যের প্রয়োগ করিতে হয়। অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহা এক প্রকার অলঙ্কাররূপে কথিত হইয়াছে। প্রাচীন কবিগণ সংস্কৃত ভাষায় কাব্য লিখিবার সময় প্রায়ই স্থলে স্থলে অতিশয়োক্তির বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। পুরাণ রচয়িতাও এইরূপ পুরাণের মধ্যে রক্তবীজ প্রভৃতির আখ্যান বর্ণন সময়ে স্থূলভাবে রক্তবীজ নামক অসুর বধ ও সূক্ষ্মভাবে বাসনার শক্তির প্রভাব দেখাইবার জন্য এরূপভাবে বর্ণন করিলেন যে "সমস্ত সংসার রক্তবীজময় হইয়া গেল।" অতএব এই সমস্ত রহস্যময় পৌরাণিক বিষয়ে সন্দেহ না করিয়া ধৈর্য্য এবং বিশ্বাস সহকারে পুরাণ পাঠ করিলে ভগবদনুগ্রহে সমস্ত রহস্যের উদ্ভেদ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। যদি কোনও স্থলে কোনও বিষয় বুঝিতে না পারা যায় তাহা স্বীয় বুদ্ধির দোষ, পুরাণের দোষ নহে, এরূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

মহাভারতের মধ্যে দ্রুপদনন্দিনী দ্রৌপদীর পঞ্চপতির বর্ণন পাওয়া যায়। সতী শিরোমণি দ্রুপদদুহিতা সমভাবে পঞ্চপতির সেবা করিয়া ত্রিলোকপূজ্যা সতীগণবরেণ্যা ও প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া গিয়াছেন, অধিক কি, প্রাতঃকালে শয্যোত্থিত হইয়া তাঁহার নামোচ্চারণ করা হিন্দুমাত্রেরই ধর্ম্মরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা :—

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥

এই মহাপাতকনাশিনী দেবীর নাম হিন্দু মাত্রেই ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ঋষিগণও পুরাণমধ্যে সতীগণের শ্রেণীতে ইঁহার আসন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার ভক্তির গুণে বদ্ধ ভগবান্ সদাসর্ব্বদা বিপদে, সম্পদে, প্রতি পদে ছায়ার মত অনুগামী হইয়া তাঁহার রক্ষা করিতেন, কোপন-

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

স্বভাব দুর্ব্বাসার কোপ হইতে, কুরুসভামধ্যে ক্রূর দুঃশাসনের হাত হইতে, এইরূপে নানাস্থলে নানাভাবে ভগবান তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। সতীর কোপাগ্নিতে পতিত হইয়া কুরুকুল সমূলে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমানকালে স্থুলদৃষ্টিসম্পন্ন আধ্যাত্মিকজ্ঞান-বিহীন বিক্ষিপ্তচিত্ত মনুষ্য-গণ সাধুজনজ্ঞেয় সতীর পবিত্র চরিত্রে নানারূপ কলঙ্কারোপ করিয়া অপবাদ রটাইবার জন্য অথবা স্বীয় দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বিবিধভাবে সমা-লোচনা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ এই ঘটনাকে রূপক বলিয়া স্বকপোল কল্পিত অন্যরূপ অর্থ করেন, কেহবা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মূল ঘটনাকেই অস্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু যে কারণবশতঃ পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন, এবং যে ধর্ম্মপালনে দ্রৌপদী প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা লইয়া যদি নিরপেক্ষভাবে বিচার করা যায় তবে তাহার মধ্যে কোনও দোষ বা ত্রুটী দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা একটী অসাধারণ ঘটনা।

মহাবীর অর্জ্জুন লক্ষ লক্ষ নৃপতিবৃন্দকে পরাজিত করিয়া সভামধ্য হইতে দ্রুপদনন্দিনীকে লাভ করিলেন, পরে পঞ্চভ্রাতা একত্রে মিলিত হইয়া দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে মাতার নিকট গমন করিলেন। যুদ্ধাদির জন্য তখন অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে। পুত্রগণের অমঙ্গল আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিতা জননী মুহুর্মুহু পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন; ইত্যবসরে, পঞ্চভ্রাতা উপস্থিত হইয়া নিত্য নিয়মিত নিয়মানুসারে দ্বারদেশ হইতে সোল্লাসে ডাকিয়া বলিলেন মাতঃ! আজ আমরা একটী অপূর্ব্ব রত্ন লাভ করিয়াছি। তচ্ছ্রবণে গৃহমধ্য হইতে আনন্দো-চ্ছ্বাসিত কণ্ঠে চিরাভ্যস্ত শব্দের দ্বারা জননী উত্তর দিলেন "উত্তম বৎস! যাহা লাভ করিয়াছ পঞ্চভ্রাতা সমভাগে বণ্টন করিয়া খাও"। পরে জননী যখন জানিতে পারিলেন যে অদ্যকার লভ্য বস্তু দ্রুপদরাজার দুহিতা রমনীকুলরত্ন দ্রৌপদী; তখন তিনি বিস্ময়ে, নিজ বাক্য খণ্ডন ভয়ে ব্যাকুল হইয়া যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে তাকাইলেন। ধর্ম্মপুত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মাতার মনোগত দুঃখের কারণ বুঝিতে পারিয়া সহর্ষে বলিলেন, "মাতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য" মাতার বাক্য লঙ্ঘন হইতে পারে না। মাতা যেরূপ আদেশ করিয়াছেন তাহাই হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে যেমন আমরা একস্ত্রীর একপতি হওয়াই শাস্ত্রসঙ্গত ও যুক্তি-সঙ্গত মনে করি, একের অধিক দুই বা তিন পতি হওয়া সামাজিক, লৌকিক,

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

যৌক্তিক ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি, সেই সময়ের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ ছিল, বরঞ্চ তদানীন্তন অবস্থা বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ঋষিবাক্যের খণ্ডন মণ্ডন করিয়া স্বকপোলকল্পিত টীকা, ভাষ্য চালাইয়া অনেক স্থলে, একস্ত্রীর দুই বা ততোধিক পতির কথা শুনা যাইতেছে। সে সময়ে সেরূপ হওয়া অসম্ভব ছিল, বিধানকর্ত্তা ঋষিগণ সশরীরে সে স্থলে বর্ত্তমান ছিলেন। তাই এই ব্যাপার লইয়া ঋষিদের ও নরপতিগণের মধ্যে ঘোর আন্দোলন চলিতে লাগিল। অনেকে একার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধও করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনও ফল ফলিল না। মাতৃভক্ত পাণ্ডবগণ অচল অটল হিমাদ্রির মত স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকিলেন। চিন্তাজ্বরজর্জ্জরিত দ্রুপদরাজা বলিলেন—

একস্য বহ্ব্যো বিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন,
নৈকস্যা বহবঃ পুংসঃ শ্রূয়ন্তে পতয়ঃ ক্বচিৎ।
লোকধর্ম্মবিরুদ্ধং ত্বং নাধর্ম্মং ধর্ম্মবিচ্ছুচিঃ,
কর্ত্তুমর্হসি কৌন্তেয় কামাত্তে বুদ্ধিরীদৃশী॥

কুরুনন্দন! এক পুরুষ অনেক স্ত্রী বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু এক স্ত্রীর বহুপতি কখনও সম্ভবপর নহে। তুমি ধার্ম্মিক, পবিত্র, অতএব লোকধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন—কনিষ্ঠের পত্নীকে বিবাহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিরূপে করিবে? ইহা কোন্ ধর্ম্ম? ইহাতেও কি বর্ণ-সঙ্কর হইবে না?" বিমলহৃদয় যুধিষ্ঠির মৃদু মধুর স্বরে উত্তর করিলেন—

"গুরোর্হি বচনং প্রাহুর্ধর্ম্মং ধর্ম্মজ্ঞসত্তম
গুরুণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং মাতা পরমকো গুরুঃ।
সা চাপ্যুক্তবতী বাচং ভৈক্ষ্যবদ্ভুজ্যতামিতি
তস্মাদেতদহং মন্যে পরং ধর্ম্ম দ্বিজোত্তম॥"

হে ধর্ম্মজ্ঞসত্তম! গুরুবাক্য প্রতিপালন করার নামই ধর্ম্মাচরণ করা। সকল প্রকার গুরু অপেক্ষা মাতাই শ্রেষ্ঠতম গুরু। তিনি যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা প্রতিপালন করাই আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করি।

এইরূপ সকলের মধ্যেই নানারূপ আন্দোলন হইতে লাগিল, কেহ কোনও

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

সূক্ষ্ম মীমাংসার চরমসীমায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। সর্ব্বশেষে ভগবানের অবতার নারায়ণস্বরূপ ব্যাসদেব সমাগত হইয়া সবিস্তারে অতীত ঘটনা বর্ণন পূর্ব্বক সুমীমাংসা করিলেন।

তিনি বলিলেন, কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির যাহা বলিতেছেন, তাহা কখনও অধর্ম্ম হইতে পারে না। যেহেতু, তিনি ধার্ম্মিক, সত্যবাক্ ও জিতেন্দ্রিয়। তাঁহার হৃদয়ে কখনও অধর্ম্মের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সাধুগণ স্বীয় অন্তঃকরণের ভাব দ্বারাই ধর্ম্মাধর্ম্ম নিশ্চয় করিয়া থাকেন। একস্ত্রীর বহুপতি হওয়া শাস্ত্রবিগর্হিত হইলেও দ্রৌপদীর পক্ষে ইহা অধর্ম্মের কারণ হইবে না। বহুপূর্ব্ব হইতেই ইহা একরূপ স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যে দেবগণ মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই মহাযজ্ঞে বৈবস্বত যম পশুমারণ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন; তিনি ঐ কর্ম্মে দীক্ষিত থাকিয়া কোনও প্রজাকে সংহার করিতেন না, ইহাতে মনুষ্যেরা মৃত্যুবিহীন হইলে কিছুকাল বিলম্বে তাহাদের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অনন্তর দেবগণ ভুবন প্রণেতা প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং সকলে মিলিত হইয়া লোকগুরু পিতামহকে কহিলেন, মনুষ্যসংখ্যা বৃদ্ধিহেতু আমরা সকলে তীব্র ভয়ে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়াছি। এক্ষণে সুখার্থী হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। ভগবান কহিলেন, তপনতনয় এখন যজ্ঞহেতু ব্যাপৃত আছেন, এই নিমিত্ত মনুষ্যদিগের মৃত্যু হইতেছে না। পরন্তু তাঁহার সমস্ত যজ্ঞকার্য্য পরিসমাপ্ত হইলেই মানবগণের অন্তকাল উপস্থিত হইবে। তখন যমরাজের শরীর তোমাদিগের বীর্য্যেই বিভূষিত ও প্রবৃদ্ধ হইয়া জীবের সংহারক হইবে; মনুষ্যদিগের কোনও বীর্য্য থাকিবে না।

দেবগণ পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া নৈমিষারণ্যে যজ্ঞস্থানে গমন করিলেন। তাঁহারা সেইস্থানে সমাসীন আছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, ভাগীরথী জলে একটী হিরণ্ময় পদ্ম ভাসিয়া যাইতেছে; তাহা দেখিবামাত্র তাঁহারা বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর সেই সুবর্ণময় সরোজ কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে, এই অনুসন্ধানের নিমিত্ত তাঁহাদিগের মধ্যে শৌর্য্যসম্পন্ন ইন্দ্র তথা হইতে গমন করিলেন। যেস্থানে গঙ্গাদেবী নিয়ত উৎপন্না হইতেছেন সেই স্থলে তিনি উপনীত হইয়া পাবকপ্রভাসদৃশ কান্তিমতী এক কামিনীকে দেখিতে পাইলেন। সেই কামিনী রোদন করিতে করিতে জলার্থিণী হইয়া গঙ্গায়

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

অবগাহন করিতেছিলেন; তাঁহার অশ্রুবিন্দু গঙ্গানীরে নিপতিত হইয়া কাঞ্চনময় পঙ্কজ হইতেছিল। দেবরাজ তাদৃশ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন পূর্ব্বক তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "ভদ্রে! তুমি কে? কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ, বল, আমি ইহার তথ্য জানিতে ইচ্ছা করিয়াছি।" ললনা উত্তর করিলেন, "দেবরাজ! আমি অতি মন্দভাগ্যা। যদি তুমি আমার সহিত আগমন কর, তাহা হইলে আমি কে, ও কি নিমিত্ত রোদন করিতেছি সে সমস্ত জানিতে পারিবে।"

দেবরাজ রমণীর এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কিছুদূর যাইয়া নিকটে হিমালয় শিখরে দেখিলেন যে, এক পরম সুন্দর যুবাপুরুষ যুবতীর সহিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া অক্ষক্রীড়া করিতেছেন। সুরপতি তাঁহাকে অক্ষক্রীড়ায় প্রমত্ত দেখিয়া কহিলেন, হে বিদ্বন্! এই ত্রিভুবন আমারই বশবর্ত্তী জানিবে। তাহাতে ঐ পুরুষ কোন উত্তর না করাতে ইন্দ্র পুনর্ব্বার ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, আমি সমস্ত ভুমণ্ডলের অধীশ্বর। তখন সেই পুরুষরূপ উগ্রতেজস্বী ভগবান্ মহেশ্বর বজ্রগম্ভীর নিনাদে চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিয়া কহিলেন, হে শক্র! তোমার বলবীর্য্য পরিমিত; তুমি এই বিল দ্বার-রোধক বৃহৎ পর্ব্বত অপাবৃত করিয়া বিলের মধ্যে প্রবিষ্ট হও, সেখানে দেখিতে পাইবে যে তোমার মত সূর্য্যসদৃশ দীপ্তিশালী অনেক ইন্দ্র আছে। দেবরাজ অদ্রিরাজের সেই বিবরদ্বার বিবৃত করিয়া তন্মধ্যে আপনার অনুরূপ আর চারিজন ইন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে অবলোকন করিবামাত্র "আমারও ঈদৃশ দশা হইবে না!" এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন দেব দেব গিরিশ কুপিত হইয়া নয়ন বিস্তার পূর্ব্বক ইন্দ্রকে কহিলেন, শতক্রতো! চাপল্য জন্য আমাকে অবজ্ঞা করিয়াছ, এই সকল ইন্দ্রও পূর্ব্বে এতাদৃশ কর্ম্ম করিয়াই এই দরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, অতএব তুমিও এই দরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শয়ন কর। সুরপতি, বৃষভবাহন মহাদেবের এইরূপ সক্রোধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলি হইয়া নানারূপ স্তব করিতে লাগিলেন। আশুতোষ আশু সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন তোমাদের সকলেরই এইরূপ হইবে, সন্দেহ নাই; তোমরা পঞ্চজনেই মানব জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে বিবিধ দুর্ব্বিষহ কর্ম্ম করিয়া বহু প্রাণীকে

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

সংহার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পূর্ব্বজিত স্বর্গলোকে আগমন করিবে, এবং ভূলোকে বিবিধার্থযুক্ত আরও অনেক কর্ম্ম করিবে; আমি এই সমস্ত তোমাদিগের নিমিত্ত নিশ্চয় করিয়াছি। পূর্ব্বেন্দ্রগণ কহিলেন, আমরা পঞ্চজন সকলেই যে স্থলে মোক্ষ অতি দুষ্প্রাপ্য সেই মানবলোকে গমন করিব কিন্তু আমাদিগের প্রার্থনা এই যে যিনি আমাদিগের জননী হইবেন তাঁহাতে যেন ধর্ম্ম, বায়ু, মঘবান্ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই পঞ্চ দেবতা আমাদিগের নিমিত্ত গর্ভাধান করেন। ইন্দ্র দেবেন্দ্রদেবকে কহিলেন আমি স্বয়ং গমন না করিয়া কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত স্ব-বীর্য্যের দ্বারা এক পুরুষ উৎপন্ন করিয়া দিব। অনন্তর ভগবান্ পিণাকী সদয়-স্বভাব-প্রযুক্ত বিশ্বভুক, ভূতধাম, শিবি, শান্তি ও তেজস্বী, এই প্রতাপবান্ পঞ্চ ইন্দ্রের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন, এবং লোকমনোহরা স্বর্গস্ত্রী সেই ললনাকে মর্ত্ত্যলোকে তাঁহাদিগের ভার্য্যারূপে বিধান করিয়া দিলেন। সেই দিব্যরূপা স্বর্গলক্ষ্মী পরজন্মে কোনও এক মহাত্মা ঋষির দুহিতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যাবধি উগ্রতপস্যা দ্বারা শঙ্করকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। বরদদেব ঈশ্বর প্রীত হইয়া অভিলষিত বর প্রদানে সম্মত হইলে, কন্যা ব্যগ্রতা প্রযুক্ত পতিং দেহি, পতিং দেহি, এইরূপ পাঁচবার পতি প্রার্থনা করিলেন। দেবনাথ শঙ্কর বলিলেন ভদ্রে! তুমি পতি প্রদান কর বলিয়া পাঁচবার আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছ এই নিমিত্ত তোমার অন্য জন্মে পঞ্চপতিই হইবে, শিববাক্য লঙ্ঘন হইবার নহে। দ্রুপদ! সেই দেবরূপিণী অনিন্দিতা এই ত্বদীয়া কন্যা পাঁচজনের পত্নী হইবার নিমিত্ত বিবাহিতা হইয়াছেন। দেবগণের সেবিতা এই দেবী স্বকৃত কর্ম্মদ্বারাই একাকিনী পাঁচ জনের মহিষী হইবেন, এই অভিপ্রায়ে বিধাতা স্বয়ং ইঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যাঁহারা পূর্ব্বে গিরিবরগহ্বরাস্তরে নিবদ্ধ ছিলেন সেই ইন্দ্ররূপ বীর্য্যবান্ চতুষ্টয় এই মর্ত্ত্যলোকে পাণ্ডবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পাণ্ডব সব্যসাচী ইন্দ্রের অংশে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে, এই মনোজ্ঞা কন্যা একই পতির পত্নী, সুতরাং একপতিব্রতা, যেহেতু একই ইন্দ্রশক্তি পঞ্চশরীরে বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান হইতেছে মাত্র। ইহাতে পাতিব্রত্য ভঙ্গ হইবে না, বরং এই কন্যা জগতের মধ্যে আদর্শ সতীরমণী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন। ইনি দৈবযোগে উৎপন্ন হইয়াছেন। সাধারণ স্ত্রীর মধ্যে গণনা করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

কথং হি স্ত্রী কর্ম্মণাতে মহীতলাৎ
সমুত্তিষ্ঠেদন্যতো দৈবযোগাৎ ॥
যস্যা রূপং সোমসূর্য্যপ্রকাশং
গন্ধশ্চাস্যাঃ ক্রোশমাত্রাৎ প্রবাতি ॥

দেখ, যাঁহার রূপ চন্দ্রসূর্য্য প্রভা সদৃশ এবং যাঁহার সৌরভ একক্রোশ দূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়, সেই স্ত্রী দৈবযোগ ব্যতিরেকে কি প্রকারে যজ্ঞাবসানে মহীতল হইতে উত্থিতা হইতে পারেন ?

ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপে আমূল বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেও দ্রুপদের মনের সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইল না—হইতেও পারে না। জগতের রীতিই যে, যাবৎ পর্য্যন্ত কোনও বিষয় প্রত্যক্ষ না করা যায় তাবৎ সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায় না। সমস্ত জ্ঞানোপদেশ লাভ করিয়াও অর্জ্জুনের মনের সন্দেহ দূর হয় নাই। যখন বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন সমস্ত সন্দেহ তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া গেল।

দ্রুপদের অবস্থাও তাই। তিনি সব শুনিলেন—বুঝিলেন, ত্রিকালজ্ঞ ঋষির বাক্যে অবিশ্বাসও করিতে পারিলেন না ; ঋষি রাজার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া বলিলেন রাজন্ ! তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি, অতীত ঘটনা সমস্ত প্রত্যক্ষ দর্শন কর। উদারকর্ম্মা পবিত্র বিপ্রব্যাসের তপোবলে দিব্য নেত্র লাভ করিয়া রাজা পাণ্ডবদিগের সকলকে যথাবৎ পূর্ব্বদেহ-বিশিষ্ট দেখিতে পাইলেন।—যথা—

ততো দিব্যান্ হেমকিরীট মালিনঃ
শক্রপ্রখ্যান্ পাবকাদিত্য বর্ণান্।
বদ্ধা পীড়াংশ্চার-রূপাংশ্চ যুনো
ব্যূঢ়োরস্কাংস্তালমাত্রান্ দদর্শ ॥
তান্ পূর্ব্বেন্দ্রানভিবীক্ষ্যাভিরূপান্
শক্রাত্মজং চেন্দ্ররূপং নিশম্য।
প্রীতোরাজা দ্রুপদো বিস্মিতশ্চ
দিব্যাং মায়াং তামবেক্ষ্যাপ্রমেয়াম্॥

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

তাঞ্চৈবাগ্র্যাং স্ত্রিয়মতিরূপযুক্তাং
দিব্যাং সাক্ষাৎ সোমবহ্নিপ্রকাশাম্।
যোগ্যাং তেষাং রূপতেজোযশোভিঃ
পত্নীং মত্বা হৃষ্টবান্ পার্থিবেন্দ্রঃ ॥

তিনি হেমকিরীটী, মাল্যধারী, অগ্নি ও সূর্য্য তুল্য উজ্জ্বল বর্ণ, উপযুক্ত অলঙ্কারে মনোহর, তরুণ, বিশাল বক্ষঃস্থল ও কিঞ্চিদূন পঞ্চহস্ত পরিমাণ ইন্দ্ররূপী তাঁহাদিগকে অবলোকন করিলেন। পূর্ব্বেন্দ্রস্বরূপ সেই পাণ্ডবদিগকে আদিত্যগণের ন্যায় নিরীক্ষণ এবং ইন্দ্রতনয় অর্জ্জুনকে সাক্ষাৎ ইন্দ্ররূপ অবলোকন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। পরে সেই অপ্রমেয় দিব্য মায়া সন্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সোম ও বহ্নির ন্যায় প্রকাশমানা, লক্ষ্মীস্বরূপা পরম রূপবতী, শ্রেষ্ঠতমা সেই কন্যাকে তদীয় রূপ তেজ ও যশোদ্বারা তাঁহাদিগের ভার্য্যা হইবার যোগ্যা বিবেচনা করিলেন। দ্রুপদের সন্দেহ তিরোহিত হইল। সামাজিক বিপ্লব নিবারিত হইল। আনন্দ কোলাহলে দশদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। আড়ম্বরের সহিত বিধি বিধান ক্রমে এক সম্পূর্ণ নূতন পরিণয় ব্যাপার—আর্য্য ঋষিগণের সমক্ষে সম্পন্ন হইয়া গেল। মহর্ষি বেদব্যাস সকলের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিলেন। এইরূপে দ্রৌপদীর পঞ্চপতি হওয়া এবং পঞ্চভ্রাতার এক পত্নী হওয়া যে দোষাবহ হয় নাই, পৌরাণিক সিদ্ধান্তানুসারে তাহা সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধান্ত হইল।

যুধিষ্ঠিরের চরিত্র আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে এই বিবাহব্যাপারে তিনি মাতৃভক্তির মহিমা পূর্ণভাবে প্রকট করিয়াছেন। এই ঘটনা দ্বারা পাণ্ডবগণ যে আদর্শ—মাতৃভক্ত ছিলেন ইহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

হিন্দু শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, যেমন সামান্যমাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গও বিশাল বহ্নির মত বিশ্বদহনে সমর্থ হয়, ঠিক তদ্রূপ ধর্ম্মের যে কোনও অঙ্গ বা উপাঙ্গের সাহায্যে সাধক মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

পাণ্ডবগণের এই কার্য্যে মাতৃভক্তিরূপ ধর্ম্মাঙ্গের প্রাধান্য ছিল। মাতা যদিও ভ্রম প্রযুক্তই এরূপ আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, তথাপি মাতৃভক্তের তাহা বিচারের অধিকার নাই। যদিও ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মাতার ভ্রম সংশোধন

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

করিয়া দিলে অধর্ম্ম হইত না—মাতাও সন্তুষ্ট হইতেন, কিন্তু তাহা জ্ঞানমূলক ধর্ম্ম হইত, ভক্তিপ্রধান হইত না। ভগবদ্ভক্তগণ যেমন ভগবানের জন্য লৌকিক, সামাজিক, ব্যবহারিক ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ করিলেও পাপভাগী হয়েন না; মাতৃভক্তও তদ্রূপ মাতৃআজ্ঞা পালনের জন্য—লৌকিক, সামাজিক সমস্ত ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিতে পারেন। তাহাতে তাঁহার পাপ বা অনুচিত কর্ম্ম করা হয় না। সাধারণতঃ ভক্তি অনুরাগমূলক হইয়া থাকে। অনুরাগে বিচার বুদ্ধি থাকে না। মাতৃআজ্ঞা পালন করাই পুত্রের ধর্ম্ম। তজ্জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মের ভার মাতার উপরেই অর্পিত হয়। গুরুর আদেশ প্রতিপালন করাই শিষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহা হইতেই তাহার উন্নতি হইতে পারে। গুরু বিচারপূর্ব্বক কি অবিচার পূর্ব্বক আদেশ করিয়াছেন, তাহার বিবেচনা করিবার অধিকার শিষ্যের নাই। অধিকন্তু অজ্ঞানতা-বশতঃ শিষ্য যদি সেরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহার অবনতি ভিন্ন উন্নতি হইতে পারে না। গুরু আদেশ করিবার অধিকারী এবং তজ্জন্য পাপপুণ্যের দায়িত্বও তিনিই গ্রহণ করেন। ইহাই ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। পাণ্ডবগণ ভক্তিশাস্ত্রের এই সহজ সুন্দর বর্ত্মে গমন করিয়াছিলেন। এজন্য দৃষ্ট বা অদৃষ্ট উভয়বিধ কারণের সমবায় থাকায় তাঁহারা পাপভাগীও হয়েন নাই। ইহাই অসাধারণ বিবাহের গূঢ় রহস্য।

দ্বিতীয় আশঙ্কা, শাস্ত্রবিগর্হিত পঞ্চপতির উপাসনা করিয়াও দ্রৌপদী প্রাতঃ-স্মরণীয়া—সতী শিরোমণি হইলেন কিরূপে? ইহার উত্তর পূর্ব্বেই একবার বলা হইয়াছে। যাহার রূপ, গুণ, কাম, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার সমস্তই অলৌকিক—অসাধারণ—তাহাকে সাধারণ লৌকিক বিধি বিধানের দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না। শাস্ত্র মধ্যেও সাধারণ অসাধারণ ভেদে দুই প্রকার ধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে। বিধি বিধানও সাধারণতঃ সাধারণকে লক্ষ্য করিয়া ব্যবস্থিত হয়। নিম্নস্তরের সাধারণ সাধকের পক্ষে একই ইষ্ট দেবতার আরা-ধনা শ্রেয়স্কর। তাহার পক্ষে ব্যবস্থাও তাই—

একো দেবঃ কেশবো বা শিবোবা।

কিন্তু যদি কোনও উচ্চস্তরের সাধক সমস্ত দেবতাকে সমানভাবে উপাসনা করিতে পারেন, তবে তাহা তাঁহার হীনতা বা অধার্ম্মিকতার পরিচায়ক নহে

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

বরং উহা শ্রেষ্ঠ মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। সতী স্ত্রীর পক্ষে একমাত্র পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, স্বর্গভ্রষ্টা, আরূঢ়পতিতা দ্রৌপদীর মত রমণী যদি সমান-ভাবে পঞ্চপতির উপাসনা করেন তবে তাহাতে তাঁহার সতীত্বের হানি হইতে পারে না। প্রকৃতির বৈচিত্র্য নিবন্ধন প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ পরস্পর বিভিন্ন হইলেও বিশ্বপ্রেমী যেমন সমস্ত বস্তুতে একই পরম সত্তার পূজা করিয়া জগন্মান্য হইয়া থাকেন, সতীকুললক্ষ্মী দ্রৌপদীও তদ্রূপ আকৃতি-গত বিভিন্ন পঞ্চপতিতে একই ইন্দ্রশক্তির অর্চ্চনা করিয়া জগদ্বরেণ্যা হইবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি? তাহার মধ্যে আরও উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা এই যে, তিনি যতদিন একপতির সেবা করিতেন, ততদিন অন্য পাণ্ডবগণের প্রতি পতিভাব মনের মধ্যেও স্থান দিতেন না। বিচারশীল পুরুষ মাত্রেই বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, চিত্তের এরূপ মহীয়সী দৃঢ়তা ও অসাধারণ ধারণাশক্তি, দ্রৌপদী ভিন্ন অন্য স্ত্রীতে সম্ভব হইতেই পারে না। মানব মাত্রেই নিজ নিজ অধিকারানুসারে প্রত্যেক অবস্থাতেই ধর্ম্মকার্য্য করিতে পারেন। বিশেষতঃ পত্যন্তর গ্রহণে সতীধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্যের জন্য যথেষ্ট অবসর থাকিলেও শরীর এবং মনের দ্বারা যথাযোগ্য নিয়মানুসারে প্রত্যেক সময়ে সতীধর্ম্মব্রত প্রতিপালন করা অসাধারণ অধিকারীর পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে। এরূপ ধারণা যোগিগণের ও দুর্লভ। এইরূপে প্রত্যেক মানব যদি স্বীয় স্বীয় অধিকারানুসারে সাধারণ বিশেষ ও অসাধারণ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারে, তবে দ্রৌপদীও স্বীয় অধিকারানুযায়ী অসাধারণ সতীধর্ম্ম অক্ষুন্ন-ভাবে রক্ষা করিয়া জগতে আদর্শ সতীর সম্মান—যোগ্যপদ লাভ করিতে সমর্থা হইবেন, ইহাতে সন্দেহের কারণ কিছুই নাই।

অবশ্য এরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম দ্রৌপদীর পক্ষেই সম্ভব ছিল। সাধারণ জাতি এবং সমাজের পক্ষে এরূপ ধর্ম্ম ব্যবস্থিত হইলে সমাজ ও জাতি নষ্ট হইয়া যাইবে—শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তির ঘোর ঘনঘটা ভারতগগনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিবে। সাধারণ ধর্ম্ম বিশেষ ধর্ম্ম, ও অসাধারণধর্ম্মের বিষয় সময়ান্তরে বিশেষভাবে সমালোচিত হইবে।

পূর্ব্বে একথা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, পুরাণ ভগবানের নিঃশ্বাসস্বরূপ; সেজন্য ভগবানের সঙ্গে পুরাণের নিত্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। তদনুসারে

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ভগবান যেরূপ পূর্ণ, পুরাণ ও তদ্রূপ পূর্ণ। পূর্ণের লক্ষণ বর্ণন প্রসঙ্গে একথাও বলা হইয়াছে যে, পূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে ত্রিবিধ ভাষা ও ত্রিবিধ ভাবের পূর্ণতা থাকিবে এবং ত্রিবিধ অধিকারী বর্ণন ও নিখিল জীবের কল্যাণপ্রদ বিষয়-সমূহ বিশেষভাবে বর্ণিত থাকিবে। পুরাণের মধ্যে এই সমস্ত লক্ষণ কিরূপ-ভাবে বিদ্যমান আছে এক একটী করিয়া নিম্নে তাহারই আলোচনা করা যাইবে।

সর্ব্বপ্রথম পুরাণের ত্রিবিধ ভাষাগত পূর্ণতা। বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত কারণে শিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিগণের হৃদয়ক্ষেত্রে বিবিধ সন্দেহাঙ্কুর উৎপন্ন হইতেছে, পুরাণের ত্রিবিধ ভাষার যথার্থ তত্ত্ব অবগত না হওয়া তাহা-দের অন্যতম কারণ। পুরাণের মধ্যে তিন প্রকারের ভাষা বর্ণিত আছে। যথা—

সমাধিভাষা প্রথমা লৌকিকীতি তথাপরা।
তৃতীয়া পরকীয়েতি শাস্ত্রভাষা ত্রিধা স্মৃতা॥

পুরাণের মধ্যে সমাধিগম্যভাষা, লৌকিকী ভাষা এবং পরকীয়া ভাষা, এই ত্রিবিধ ভাষা বর্ণিত আছে। ঋষিগণ সমাধিদ্বারা বেদের অতিগম্ভীর সমাধি-গম্য তত্ত্ব অবগত হইয়া সূক্ষ্মভাবে সাঙ্কেতিক যে ভাষা দ্বারা সেই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার নাম সমাধিভাষা। লৌকিকভাবের সাহায্যে, লৌকিক রীতি অনুসারে, সকলপ্রকার ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য, রূপক অলঙ্কারের দ্বারা সহজ করিয়া যে ভাষার দ্বারা সেই সমাধিগম্য তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন তাহার নাম লৌকিকী ভাষা। সমাধিভাষা সুরলোক বিহারিণী মন্দাকিনী। দেবতাগণই তাহার সুপবিত্র সুশীতল বারি পান করিয়া মন্দ পবনান্দোলিত তরঙ্গ ভঙ্গের অপূর্ব্ব সুষমা, ভাববিহ্বল চিত্তে সন্দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়া থাকেন। মনুষ্যগণের ভাগ্যে ভগীরথের কৃপা ব্যতিরেকে তরল-তরঙ্গিনী মন্দাকিনীর শ্রান্তি, ক্লান্তি, পাপ, তাপ বিনাশক মধুর সুপবিত্র জল পানকরা অসম্ভব। এইজন্য পরহিতব্রত পবিত্রচিত্ত ঋষিগণ, যুগ যুগান্তর, অস-হনীয় ক্লেশ সহন পূর্ব্বক দুর্গম সমাধিগম্য মন্দাকিনীরূপ সমাধিভাষার ভাব-বিভবোচ্ছ্বাসিত জ্ঞানলহরী, মর্ত্ত্যলোক সঞ্চারিণী কলনাদিনী ভাগিরথী ধারারূপ লৌকিক ভাষার সাহায্যে প্রকাশিত করিয়া, কলিকলুষদূষিত মন্দমতি জীবগণের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

পৌরাণিক ইতিহাসের দ্বারা যে ভাষার সাহায্যে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকটিত করা যায় তাহার নাম পরকীয়া ভাষা। কেবল "সত্যং বদ", "ধর্ম্মঞ্চর", "সত্য বল, ধর্ম্মাচরণ কর" এইরূপ নীরস উপদেশের দ্বারা অল্পমাত্র লোকেরই উপকার হইয়া থাকে। খুব কমই লোক এইরূপ উপদেশের দ্বারা সত্যবাদী এবং ধার্ম্মিক হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু, যদি গল্পচ্ছলে সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই সমস্ত উপদেশ মূলক শিক্ষা প্রদান করা হয় তবে তাহার দ্বারা অনেকেরই কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। সরল, শ্রুতিমধুর, সুখবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী হওয়ার জন্য সকলেরই চিত্ত তাহাতে আকৃষ্ট হয় এবং সহজে হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে সেই সমস্ত কর্ত্তব্যপালনে যত্নশীল হইয়া অনেক পথভ্রষ্ট অসাধু ব্যক্তিও সৎপথাবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় ভবিষ্যজ্জীবন সুখে অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এই সদুদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই পুরাণের মধ্যে পরকীয়া ভাষার প্রচলন। বেদের মধ্যেও এই তিন প্রকার বর্ণনপ্রথা প্রথিত আছে। কেনোপনিষদে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণের দর্প চূর্ণ দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচয় প্রদান, ছান্দোগ্য উপনিষদে পরস্পর প্রাধান্যের জন্য ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বিবাদ এবং সর্ব্বশেষে সর্ব্বোপরি প্রাণের প্রতিষ্ঠা স্থাপন ইত্যাদি লৌকিক বর্ণনের অন্তর্গত। এইরূপে বেদের অনেকাংশ গল্পে পরিপূর্ণ। এই তিন প্রকারের বর্ণন স্বভাবসিদ্ধ। ত্রিগুণময় বিশ্বসংসারে সমস্ত জীবই এক বিষয়ের অধিকারী নহে। সকল সময়ে এক প্রকারের ভাব মনোরঞ্জকও হয় না; এই সমস্ত কারণবশতঃই পুরাণের মধ্যে এইরূপ ভাষার বিচিত্রতা।

সমাধিভাষা, লৌকিকীভাষা এবং পরকীয়াভাষা, এই ত্রিবিধ ভাষার যথার্থ রহস্য অবগত না হইয়া পুরাণশাস্ত্রের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, এবং উপদেশাদি কার্য্য করিলে সম্পূর্ণ ফললাভ হয় না এবং যথার্থ আনন্দও লাভ করিতে পারা যায় না। সূক্ষ্মদর্শি ঋষিগণ সকলপ্রকার অধিকারির কল্যাণেচ্ছু হইয়া কৃপাপূর্ব্বক পুরাণমধ্যে সর্ব্বজীব হিতকারিণী ত্রিবিধ ভাষা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের স্বভাবসুলভ অনুকম্পা লাভ করিয়াও অনেক অকৃতজ্ঞ মোহান্ধ মানব কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের পরিবর্ত্তে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত তাঁহাদের উপর অজস্র অকথ্য ভাষায় গালিবর্ষণ করিতেছেন এবং তাঁহাদের লিখিত রহস্যপূর্ণ ভাবময় বিষয়ের উপর বিবিধ সন্দেহারোপ করিতেছেন। ঋষিগণ যেস্থলে আলঙ্কারিক

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

লৌকিক ভাষার দ্বারা সমাধিগম্য বিষয় বিবৃত করিয়াছেন, সেস্থলে ভাষায় প্রতিপাদ্য অধ্যাত্মমূলক সত্যভাব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া উহাকে ইতিহাস বলিয়া জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ উপহাস করিয়া থাকেন এবং পুরাণের উপর অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। পাণ্ডুরোগ হইলে বিশ্বসংসারের সমস্ত দ্রব্যই পীতবর্ণের দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা একথা প্রতিপন্ন হয় না যে, সমস্ত সংসার একমাত্র পীতবর্ণের দ্বারাই রচিত, কিন্তু নেত্রে রোগ হইয়াছে ইহাই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। ঠিক এইরূপ, পুরাণের মধ্যে যাঁহারা নিত্য নূতন দোষোদ্ভাবন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বুদ্ধিরই দোষ ঘটিয়াছে বলিতে হইবে, সেজন্য ভ্রমপ্রমাদ রহিত পুরাণশাস্ত্র দোষদুষ্ট হইতে পারে না। বস্তুতঃ, অধ্যাত্মরাজ্যে বিচরণশীল মুনিগণ, জিতেন্দ্রিয় হইয়া সংযম, ধ্যান, ধারণা এবং সমাধি দ্বারা যে সমস্ত অনির্ব্বচনীয় পৌরাণিক তত্ত্ব স্থলবিশেষে সমাধিভাষা লৌকিকভাষা, এবং পৌরাণিক ভাষার সাহায্যে বর্ণন করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, শ্রদ্ধাহীন, বিষয়াসক্ত কলির রাজ্যের প্রজাগণ কোন সাহসে সেই দুরূহ তত্ত্ব অবগত হইতে স্পর্দ্ধা করিতে পারেন? সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বিশুদ্ধ ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আনন্দময় সচ্চিদানন্দঘন বিশ্বনিদান ভগবানের চরণারবিন্দ ধ্যান করিতে করিতে চঞ্চলবৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ হইয়া নির্ব্বাত দীপবৎ চিত্তের একাগ্রতা জন্মিলে পাপচিন্তানিরত চিত্তের মল কাটিয়া গিয়া শুদ্ধ স্ফটিকের মত নির্ম্মল হইয়া যায় এবং অধ্যাত্ম রাজ্যের ভাবসমূহ তাহার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়। তখন তাহার মধ্যে কোনও সংশয় থাকে না। পুরাণের নিগূঢ় বিষয়সমূহ সহজেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। ধর্ম্মবিহীন পাশ্চাত্য শিক্ষার মদে উন্মত্ত হইয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য পৌরাণিক বিষয়সমূহকে পাপের লীলা, ঋষির পাগলামি বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেই বিদ্বত্তা বা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হয় না, ইহা ভীরুতা দাম্ভিকতা এবং অহঙ্কারিতারই পরিচায়ক মাত্র। অবহেলার সহিত অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক এই সমস্ত বিষয়কে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা না করিয়া, যাহাতে পুরাণ মহোদধিকে মন্থন করিয়া অমূল্য মহানিধি সমূহের আবিষ্কার হইতে পারে তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। বিরুদ্ধ ঘটনাসমূহের সামঞ্জস্যমূলক তাত্ত্বিক তত্ত্বানুভূতির নিমিত্ত সদ্‌গুরুর চরণে শরণ লইয়া দেশহিতকর, জীবগণের কল্যাণপ্রদ কার্য্যে নিজ নিজ অমূল্য জীবনকে উৎসর্গীকৃত করিয়া জগতে শ্রদ্ধার ভাজন হইবার জন্য চেষ্টা করা বিধেয়।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

মনে রাখা উচিত যে, পরকীয়ভাষার সহিত ইতিহাসের সম্বন্ধ থাকিলেও লৌকিকভাষার সহিত সকলস্থানে ইতিহাসের সম্বন্ধ সমানভাবে থাকে না। লৌকিকভাষায় আলঙ্কারিক বর্ণন সমধিক দৃষ্ট হয়। সমাধিভাষাকে সরলভাবে প্রকাশিত করিবার জন্যই লৌকিকভাষার প্রয়োগ হয় এবং সমাধিভাষা-কথিত ধর্ম্মকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য পরকীয়ভাষার প্রয়োগ হইয়া থাকে। নিম্নে পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্ব্বক এই তিন ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা যাইতেছে।

সকলস্থলে আমরা পুরাণের সমস্ত বিষয়ের রহস্যোদ্ভেদ করিতে সমর্থ হই না, অধিকন্তু মীমাংসা করিতে গেলে আশঙ্কার উপর আশঙ্কা আসিয়া বিষয়কে এত জটিল করিয়া দেয়, যে তাহার সুমীমাংসা করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। ইহার কারণ এই যে, সমস্ত পুরাণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আমরা বিচারে প্রবৃত্ত হই-না, অধিকাংশ লোকেই ২।৩ খানি পুরাণ পড়িয়া সিদ্ধান্ত আবিষ্কারে যত্নবান্ হইয়া থাকেন, ফলও তাহার বিপরীত হয়। যাঁহারা ভাষাবিজ্ঞান অবগত হইয়া সদ্গুরুর নিকট হইতে পুরাণসমূহ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের হৃদয়ে আশঙ্কার উদ্রেক হওয়া অসম্ভব। কোনও এক পুরাণের মধ্যে সমূহ ভাষা ও ভাবের সমাবেশ নাই। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে একই তত্ত্ব বিবিধ ভাষা ও বিবিধ ভাবের সাহায্যে বর্ণিত আছে। অতএব কোনও এক পুরাণ পাঠ করিয়া যে আশঙ্কার উদ্রেক হয়, কোনও না কোনও পুরাণে তাহার সুমীমাংসা করা হইয়াছে। সেইজন্য সন্দেহ নিরাকরণপূর্ব্বক যথার্থ বিষয় পরিজ্ঞানের জন্য সমস্ত পুরাণশাস্ত্র অধ্যয়নের প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টী আরও একটু স্পষ্ট হইবে। বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাধ্যায়ে যে ভাষার দ্বারা সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে তাহাকে সমাধিভাষা বলা যাইতে পারে। সর্ব্বপ্রথম প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হইতে যথাক্রমে মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব, মন, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি বর্ণন করা হইয়াছে। সমাধিস্থ যোগিগণই যথার্থরূপে এই সমস্ত সমাধিগম্য তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন এবং ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন। ইহা সাধারণের বোধগম্য নহে। দেবী ভাগবতের মধ্যে এই সমাধিগম্য বিষয় নিখিল জীবের উপকারের নিমিত্ত লৌকিক ভাষার দ্বারা বর্ণন করা হইয়াছে। যথা—

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

স কৃষ্ণঃ সর্ব্বসৃষ্ট্যাদৌ সিসৃক্ষন্নেক এব চ।
সৃষ্ট্যুন্মুখস্তদংশেন কালেন প্রেরিতঃ প্রভুঃ॥
স্বেচ্ছাময়ঃ স্বেচ্ছয়া চ দ্বিধারূপো বভূব হ।
স্ত্রীরূপী বামভাগাংশো দক্ষিণাংশঃ পুমান্ স্মৃতঃ॥
দৃষ্ট্বা তান্তু তয়া সার্দ্ধং রাসেশো রাসমণ্ডলে।
রাসোল্লাসে সুরসিকো রাসক্রীড়াং চকার হ॥
অথ সা কৃষ্ণচিচ্ছক্তিঃ কৃষ্ণগর্ভং দধার হ।
শতং মন্বন্তরং যাবৎ জলন্তী ব্রহ্মতেজসা॥
শতং মন্বন্তরান্তে চ কালেঽতীতে চ সুন্দরী।
সুষাব ডিম্বং স্বর্ণাভং বিশ্বধারাঽলয়ং পরং॥

প্রলয়ের কালে বিশ্বস্রষ্টা আনন্দঘন সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা একই ছিলেন। কিন্তু যখন কালের প্রেরণা দ্বারা তাঁহার মধ্যে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইল, তখন সেই স্বেচ্ছাময় পুরুষ স্বকীয় ইচ্ছা দ্বারা নিজেকেই দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। দক্ষিণাঙ্গপুরুষ এবং বামভাগ স্ত্রী হইল। এই স্ত্রীই বিশ্বরচয়িত্রী প্রকৃতি। পরমাত্মা স্বীয় ইচ্ছাস্বরূপিনী সেই স্ত্রীকে সন্দর্শন করিয়া তাহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন; পরে স্ত্রীর গর্ভ হইল। সুন্দরী শত মন্বন্তর পর্য্যন্ত সেই গর্ভ ধারণ করিয়া সুবর্ণবর্ণ সদৃশ একটী ডিম্ব প্রসব করিলেন। সেই ডিম্ব হইতে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইল। ইহাই লৌকিক ভাষা। বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বিষ্ণু পুরাণের বর্ণিত সৃষ্টিতত্ব, এবং দেবী ভাগবৎ বর্ণিত সৃষ্টিতত্ব উভয়ের মধ্যে প্রতিপাদ্য বিষয়ে কোন অনৈক্য নাই, ভাব উভয়েরই এক কেবল ভাষার বিচিত্রতামাত্র ব্যবধান। শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে আংশিকরূপে ঠিক এই তত্ত্বেরই বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে প্রথমে ভগবানের দুরত্যয়া দৈবীমায়ার মহিমা বর্ণন করিয়া পশ্চাৎ শিবশক্তি সংযোগে সৃষ্টির বিষয় বর্ণন করা হইয়াছে। ব্রহ্মভাব মায়ার অতীত হইলেও ঈশ্বর ভাবের সহিত মায়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। মায়াতীত ব্রহ্ম মায়োপাধি উপহিত হইয়াই ঈশ্বররূপে অভিহিত হইয়া থাকেন। যে সময় তিনি মায়াসংশ্লিষ্ট হইয়া মায়াধীশরূপে বিরাজ করেন তখন তাঁহার চিত্তে সৃষ্টির ইচ্ছা উৎপন্ন হয়; তদনুসারে মায়াকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার বীর্য্যরূপা চেতনশক্তি

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

স্খলিত হইয়া যায়। তদ্দ্বারা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই আধ্যাত্মিক ভাবকে লৌকিক ভাষায় প্রকট করিবার অভিপ্রায়ে ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে বর্ণন করা হইয়াছে যে, মহাদেব মোহিনীনায়িকে অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং কামমদে উন্মত্ত হইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে তাঁহার বীর্য্য স্খলিত হইয়া গেল এবং তাহার দ্বারা রৌপ্য এবং সুবর্ণের খনি উৎপন্ন হইল। যথা ভাগবতে—

তস্যানুধাবতো রেতশ্চস্কন্দাঽমোঘরেতসঃ।
শুষ্মিণো যূথপস্যেব বাসিতামনুধাবতঃ॥
যত্র যত্রাপতন্মহ্যাং রেতস্তস্য মহাত্মনঃ।
তানি রূপ্যস্য হেম্নশ্চ ক্ষেত্রাণ্যাসন্ মহীপতে॥ ইতি

এইরূপ ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে সমাধি ভাষার দ্বারা পুরঞ্জনোপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম শরীর, স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীরান্তর্গত মন বুদ্ধি প্রভৃতি, স্থূল শরীরে ইন্দ্রিয়গণের নব দ্বার, পুরুষের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ, সম্বন্ধজনিত বন্ধনের আভাস এবং সৃষ্টি বিস্তার প্রভৃতি বর্ণন করা হইয়াছে। পরে এই সমাধিগম্য বিষয়কে উক্ত স্কন্ধের ২৫।২৬।২৭ এবং ২৮ অধ্যায়ে লৌকিক ভাষার সাহায্যে অলঙ্কার সমন্বিত করিয়া বিবৃত করিয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে শাস্ত্রোত্তম ভাগবত গ্রন্থের উক্ত স্থান অবলোকন করিয়া অদ্ভুত রহস্যের রসাস্বাদন করা কর্ত্তব্য। এইরূপে মহাভারতের স্ত্রীপর্ব্বে ভক্তশ্রেষ্ঠ বিদুর কর্ত্তৃক বিষয়ান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তে বৈরাগ্য আনয়নের জন্য সংসার গহন বর্ণিত হইয়াছে; তাহাও রূপকের সাহায্যে সমাধিগম্য বিষয়কে লৌকিক ভাষায় বর্ণন করা হইয়াছে মাত্র। সে স্থানে সংসারকে কান্তার, সংসারস্থিত রোগগণকে হিংস্র পশু, জরাকে ভীষণা স্ত্রী, দেহকে কূপ, কালকে কূপ-মধ্যস্থ সর্প, আশাকে কূপ-মধ্যগতা লতা, হস্তীকে সংবৎসর, তাহার ছয় বদনকে ছয় ঋতু, দ্বাদশ চরণকে দ্বাদশ মাস, মূষিককে দিবারাত্রি, কামকে মধুকর এবং মধুকে কামরসরূপে বর্ণন করিয়া, দুর্গম সংসার এবং তাহা হইতে মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঘটনাটী সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করা হইল।

কোনও সময় জনৈক ব্রাহ্মণ ঘটনাচক্রে হিংস্র-শ্বাপদসঙ্কুল এক অরণ্য মধ্যে গমন করিয়াছিলেন। বনমধ্যে ব্যাঘ্র, হস্তী, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র পশুগণের

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

জলদধ্বনিবৎ তুমুল গর্জ্জন শব্দে ভীত-কম্পিত-চকিত হৃদয়ে ব্রাহ্মণ পলায়ন-পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বহির্গমনের পথ না পাইয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে অরণ্যের চতুর্দ্দিকে জাল-বিস্তার-কারিণী এক ভীষণা রমণীকে দেখিতে পাইলেন। সেই বনমধ্যে লতা-গুল্ম-সমাচ্ছাদিত একটী কূপ ছিল। দৌড়াইতে দৌড়াইতে ব্রাহ্মণ সেই কূপের মধ্যে পড়িয়া গেলেন এবং পদদ্বয় লতা দ্বারা আবদ্ধ হইয়া যাওয়ায় অধোমুখ ও উর্দ্ধপদে ঝুলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, কূপের মধ্যে এক ভীষণ সর্প যেন তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদন করিয়া আছে। কূপের উপরিভাগ হইতে ষণ্মুখ, দ্বাদশ পদ বিশিষ্ট একটী মদমত্তমাতঙ্গ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে; লতা গুল্ম সমুহ যে বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়াছিল, দুইটী মূষিক সেই বৃক্ষের মূল কর্ত্তন করিতেছে। বৃক্ষের উপরিভাগে মধুমক্ষিকাগণ একটী মধুচক্র প্রস্তুত করিয়াছিল; সেই চক্র হইতে বিন্দু বিন্দু মধু ক্ষরিত হইতেছিল, ব্রাহ্মণ জিহ্বা দ্বারা সেই মধু লেহন করিতে লাগিলেন। সাংসারিক জীবগণ এইরূপ মধুপানেই উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছে। বিপদসঙ্কুল মধুপানের ক্ষণিক সুখে বিরত হইয়া জীব যখন সংসারকে দুঃখময় অনিত্যস্বরূপ বিবেচনা করিয়া প্রকৃত বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া স্ব স্বরূপানুসন্ধানে তৎপর হয়, তখনই মায়ার সমস্ত শৃঙ্খল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; অত্যুত্তম পুরুষার্থ মোক্ষ—জীবের করতলগত হইয়া থাকে। এইরূপে পৌরাণিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলিকে সুমধুর রীতিতে শ্রুতিমধুর করিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। দয়ালু ঋষিগণের অপূর্ব্ব অসীম কৃপার ফলেই আজ আমরা এই সমস্ত দুর্লভ রত্নের অধিকারী হইয়াছি, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

মৎস্যপুরাণের মধ্যে একটী ঘটনা বিবৃত হইয়াছে যে, সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা স্বীয় কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া কামাতুরের ন্যায় কামোপভোগ বাসনায় তাহার সহিত একত্রে কমল মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহারই ফলে মনু প্রভৃতির উৎপত্তি হইল। যথা—

ততঃ সংজপত শুস্ত ভিত্বা দেহমকল্মষম্।
স্ত্রীরূপমর্দ্ধমকরোৎ অর্দ্ধং পুরুষরূপবৎ॥

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

শতরূপা চ সা খ্যাতা সাবিত্রী চ নিগদ্যতে।
সরস্বত্যথ গায়ত্রী ব্রহ্মাণী চ পরন্তপ ॥
ততঃ স্বদেহসম্ভূতাং আত্মজামিত্যকল্পয়ৎ।
দৃষ্ট্বা তাং ব্যথিতস্তাবৎ কামবাণার্দ্দিতো বিভুঃ ॥
এতত্তত্ত্বাত্মকং কৃত্বা জগদ্বেধা অজীজনৎ।
সাবিত্রীং লোকসৃষ্ট্যর্থং হৃদি কৃত্বা সমাস্থিতঃ ॥

তপস্যা করিতে করিতে পিতামহ ব্রহ্মার অর্দ্ধাঙ্গ হইতে একটী রমণীর উৎপত্তি হইল। তাহার নাম শতরূপা, সরস্বতী, সাবিত্রী, গায়ত্রী এবং ব্রহ্মাণী। সর্ব্ব-ব্যাপক ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে কন্যারূপে গ্রহণ করিলেন। পরন্তু তাঁহাকে দেখি-বামাত্র কামবাণে প্রপীড়িত হইয়া সেই সাবিত্রী স্বরূপা দেবীকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন।

এই শ্লোক সমূহের মধ্যে "তপস্যা দ্বারা অর্দ্ধাঙ্গ হইতে যে স্ত্রীর উৎপত্তি, তাহাকে কন্যারূপে গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাহার সহিত কামভাব এবং তাহার সহিত মিলনে সৃষ্টি বিস্তার" এই কয়েকটী বিষয় বিশেষভাবে সমালোচনা যোগ্য। প্রথমতঃ সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা কামশব্দের যেরূপ অর্থ উপলব্ধি করিয়া থাকি, বেদ পুরাণাদিতে ঈশ্বর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতির বর্ণনপ্রসঙ্গে সেরূপ অর্থে কামশব্দের কোনও স্থানে প্রয়োগ করা হয় নাই। বেদাদিতে সর্ব্বত্রই সিসৃক্ষা (অর্থাৎ সৃষ্টি করিবার কামনা) অথবা স্বাভাবিকী ইচ্ছা; এই অর্থেই কাম শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যথা বেদে—

"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধিমনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ"।
"স তপস্তপ্ত্বা মৈথুনমৈচ্ছৎ"।
"স তদাঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয় ইতি"।

ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির বহু পূর্ব্বে যখন প্রকৃতিরও অস্তিত্ব উপলব্ধি হইত না, তাহারও পূর্ব্বে বিশ্বকারণ ভগবানের মধ্য হইতে এই কাম ভাবের সৃষ্টি হয়। এই কাম হইতেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিলয়। সুতরাং এই কাম শব্দকে মানব-জন-সুলভ কামে পর্য্যবসিত করা অসঙ্গত। যখন নিত্য, সত্য, সনাতন, অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের মধ্যে বহু হইবার কাম (অভিলাষ বা ইচ্ছা) হইল, তখন তিনি তপস্যা দ্বারা সৃষ্টি বিস্তার করিতে লাগিলেন। এ তপস্যাও সাধারণ লৌকিক তপস্যা নহে।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

তস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।

(মুণ্ডক)

তাঁহার তপস্যা জ্ঞানস্বরূপ। শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যমধ্যে বিষয়টীকে আরও একটু বিশদ করিয়াছেন। যথা—

জ্ঞানময়ং জ্ঞানবিকারমেব সার্ব্বজ্ঞলক্ষণং তপঃ।

সর্ব্বজ্ঞতা রূপ বিকারই তদীয় তপস্যা। এই ভাবকেই মুখ্য রাখিয়া বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ভাষা-বৈচিত্র্যে বিভিন্ন বিভিন্ন রূপ আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে। বিচারশীল পুরুষ সামান্য মাত্র বিচার করিলেই তাহা বুঝিতে পারেন। লোক-পিতামহ ব্রহ্মাও এইরূপ তপস্যার দ্বারা কন্যা সৃজন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের যথার্থ তত্ত্ব অবগত না হওয়াও এতদ্বিষয়ে ভ্রান্তির অন্যতম কারণ। অনেকানেক মহোদয় এরূপ ভাবও প্রকট করিয়া থাকেন যে, যিনি চারিবেদ পড়িবেন, তিনিই ব্রহ্মা হইবেন। পূর্ব্বেই এই বিষয়ে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, চেতনশক্তি ব্যতিরেকে জড় প্রকৃতি কোনও কার্য্য করিতে পারে না। চেতন শক্তির অধীন থাকিয়া জড় প্রকৃতি কার্য্য করিয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তানুসারে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ব্যাপ্ত, যে চালক শক্তির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডপ্রকৃতি হইতে সৃষ্টি ক্রিয়া হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী শক্তির নাম ব্রহ্মা। ঐরূপ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে পরিব্যাপ্ত স্থিতিকারিণী চেতন শক্তির নাম বিষ্ণু ও লয়কারিণী শক্তির নাম রুদ্র। তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহাদের অধিষ্ঠাতৃত্বে যে যে শক্তি যথাযথ ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে, তাঁহারাই সেই সেই শক্তির অধিদেব। শক্তি অনন্ত হইলেও মুখ্য এই তিন শক্তির সঞ্চালনের দ্বারাই প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টি, স্থিতি ও বিলয় যথাক্রমে হইয়া থাকে। এই শক্তিসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কার্য্য করিয়া থাকে। এই সমস্ত দেবতাগণ ভক্তগণের ভাবানুরূপ রূপ ধারণ করিয়া দর্শনও দিয়া থাকেন। ভাবানুসারেই তাঁহাদের রূপ হইয়া থাকে। ইহার বিশেষ বিবরণ মন্ত্রযোগ বর্ণন প্রসঙ্গে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে॥ * পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দ্বারাও ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সংসার মধ্যে যে কিছু রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই শক্তিসমূহের ঘনীভূতভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। শক্তিসমূহ ঘনীভূত হইয়াই স্থূলরূপে পরিণত হয়। যেমন বীজের মধ্যগত সূক্ষ্মশক্তির

* বঙ্গমণ্ডল হইতে প্রকাশিত মন্ত্রযোগ দেখ।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ঘনীভূতভাবের দ্বারা বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, ঠিক তদ্রূপ, জীবের চিত্তগত সূক্ষ্মশক্তি ঘনীভুত হইয়াই জীবের স্থূল শরীর উৎপন্ন করে। এইরূপ ভক্তের ভাবানুসারে সমস্ত দেবতাগণ (চেতন শক্তি সমূহ) স্থূলমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দর্শন দিয়া থাকেন। ভগবানের কোনও রূপ নিয়ত নাই। তিনি সর্ব্বরূপময়। ভক্ত স্বীয় ভাবানু-কুলে ব্যাকুলিত হইয়া যে রূপ দর্শনে আকাঙ্ক্ষা করেন, ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন সেই রূপই ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকেন এবং ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। প্রেতগণেরও কোনরূপ স্থূলশরীর নাই। কিন্তু তাহাদের সূক্ষ্ম শরীরে যে বাসনার তীব্র শক্তি নিহিত আছে, তাহাই সময়ে সময়ে ঘনীভূভ হইয়া তাহাদের স্থূল শরীর উৎপন্ন করে; সেই জন্য অনেক প্রেত মনুষ্যের দৃষ্টিগোচরও হইয়া থাকে। বিজ্ঞানোন্নত আমেরিকা দেশবাসী মনীষিবৃন্দ তাহাদের ফটো পর্য্যন্ত লইয়া থাকেন। সময়ান্তরে প্রেততত্ত্ব বিশেষ-ভাবে আলোচিত হইবে।

এখন বিবেচ্য এই যে, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকারিণী চেতনশক্তির অধিদেব যাহাকে ব্রহ্মা নামে অভিহিত করা যায়, তাহার সহিত সরস্বতীর সম্বন্ধ কি প্রকারে হইল এবং কেনই বা হইল? সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই যে—যে কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ থাকে না, সে কর্ম্ম ঠিক ঠিক নির্ব্বাহিত হয় না; জ্ঞানহীন কর্ম্ম, গীতোক্ত বিকর্ম্মেই পরিণত হইয়া যায়। জ্ঞানের দ্বারাই কর্ম্ম ঠিক ভাবে চলিতে পারে। অজ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়। সপ্তশতী চণ্ডীর মধ্যেও এই সত্য-সিদ্ধান্তপূর্ণ ভাবই আখ্যানরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে বর্ণন করা হইয়াছে যে, "ভগবান্ বিষ্ণু যোগনিদ্রাকে আশ্রয় করিয়া শয়ন করিয়া আছেন, পিতামহ ব্রহ্মা বেদের সহিত তাঁহার নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইলেন। কিয়ৎকাল পরে বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ নামক দুই দৈত্য উৎপন্ন হইয়া বলাৎকার পূর্ব্বক বেদ হরণ অভিপ্রায়ে ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিল। কমল-যোনি নিরুপায় হইয়া নিদ্রারূপিণী যোগমায়ার স্তুতি করিতে লাগিলেন। যোগমায়া সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুকে জাগ্রত করিলেন। বিষ্ণু কর্ত্তৃক অসুরদ্বয় বিনাশ প্রাপ্ত হইল, ব্রহ্মাও নিরাপদ হইলেন।" এ সমস্ত বর্ণনার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ বিষ্ণু চিৎ (অর্থাৎ জ্ঞান-প্রধান সত্তা)। বিষ্ণু যোগনিদ্রাতে শয়ন করিয়াছিলেন—এই জ্ঞান নিদ্রিত ছিল। জ্ঞানের অভাবে কর্ম্মের অধিদেবতা ব্রহ্মার

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

বিপদ হওয়া স্বাভাবিক। মধু ও কৈটভ বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হইলেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আকাশতত্ত্ব হইতে শ্রবণেন্দ্রিয় গঠিত এবং আকাশের গুণ শব্দ ; সুতরাং শব্দের স্থান শ্রবণেন্দ্রিয়। শ্রবণেন্দ্রিয়ে মলের আধিক্য হইলে সেই মল শব্দের বিরোধী হয়। এইজন্য ব্রহ্মরূপ বিষ্ণুর কর্ণমল, শব্দ-ব্রহ্মরূপী বেদের বিরোধী। অতএব কর্ণমল হইতে উৎপন্ন অসুরদ্বয় ব্রহ্মার উপর আক্রমণ করিয়া বলপূর্ব্বক বেদ অপহরণ করিতে লাগিল। যে সময় ব্রহ্মার স্তুতিতে বিষ্ণু জাগ্রত হইলেন, তখন কর্ম্মের অধিদৈব ব্রহ্মার সহিত জ্ঞানের অধিদৈব বিষ্ণুর মিলন হওয়াতে অসুরদ্বয় বিনাশ প্রাপ্ত হইল এবং পুনরায় ব্রহ্মাকর্ত্তৃক যথাযথভাবে সৃষ্টি চলিতে লাগিল। পুরাণ ইতিহাস নহে, উহা ভাব প্রধান গ্রন্থ। এইজন্য একই তত্ত্ব সামান্য মাত্র ভাবের বৈষম্যবশতঃ অনেক পুরাণে অনেকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তশতীর মধ্যে যে ভাবকে বিষ্ণুর যোগনিদ্রা, চতুর্ম্মুখের স্তুতি এবং মধু কৈটভের অত্যাচার ইত্যাদিরূপে বর্ণন করা হইয়াছে, মৎস্যপুরাণের মধ্যে সেই ভাবই তপস্যা দ্বারা সরস্বতীর উৎপত্তি, পদ্মাসনের সহিত সরস্বতীর মিলন এবং বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টি, ইত্যাদিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সরস্বতী বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং স্বয়ম্ভু কর্ম্মের অধিদেবতা। সুতরাং কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের অথবা সরস্বতীর সহিত ব্রহ্মার মিলন স্বাভাবিক। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

বিরিঞ্চির্যত্র ভগবাংস্তত্র দেবী সরস্বতী।
ভারতী যত্র যত্রৈব তত্র তত্র প্রজাপতিঃ ॥
যথাতপেন রহিত শ্ছায়া ন দৃশ্যতে ক্বচিৎ।
গায়ত্রী ব্রহ্মণঃ পার্শ্বং তথৈব ন বিমুঞ্চতি ॥
বেদরাশিঃ স্মৃতো ব্রহ্মা সাবিত্রী তদধিষ্ঠিতা।
তস্মান্ন কশ্চিদ্দোষঃ স্যাৎ সাবিত্রীগমনে বিভোঃ ॥

মৎস্য ৪ অ।

যে স্থানে ভগবান্ বিরিঞ্চি, সেই স্থানেই দেবী সরস্বতী ; আর যেখানে যেখানে সরস্বতী, সেই সেই স্থানেই প্রজাপতি। ছায়া যেমন আতপ পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ গায়ত্রী দেবীও ব্রহ্মার পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন না। ব্রহ্মা কর্ম্ম-প্রতিপাদক বেদরাশি বলিয়া কীর্ত্তিত, আর দেবী সাবিত্রী সেই বেদের অধিষ্ঠাত্রী

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

অর্থাৎ বেদাধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানস্বরূপিনী দেবী। অতএব সাবিত্রীগমনে বিভু ব্রহ্মাকে কলঙ্কিত হইতে হয় নাই। এই গোপ্যাতিগোপ্য নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ ভাবকে সাধারণ লোকের বোধগম্য করিবার জন্য, লৌকিক ভাষায় "ব্রহ্মার কন্যার সহিত মিলন" ইত্যাদিরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। কন্যারূপে বর্ণন করিবার তাৎপর্য্য এই যে, পদ্মযোনি তপস্যা দ্বারা স্বীয় অঙ্গ হইতে তাঁহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শাস্ত্র বলেন—

আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।

আত্মাই পুত্র-কন্যারূপে উৎপন্ন হয়। স্ত্রীকে অপরের গৃহ হইতে আনা হয়। সৃষ্টি-কর্ত্তা স্বীয় শরীর হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অন্য গৃহ হইতে আনয়ন করেন নাই।

অহচ্চ সর্ব্ববেদানামধিষ্ঠাতা চতুর্ম্মুখঃ।
গায়ত্রী ব্রহ্মণ স্তদ্বদঙ্গভূতা নিগদ্যতে।
অমূর্ত্তং মূর্ত্তিমদ্বাপি মিথুনং তৎপ্রচক্ষতে॥

মৎস্য ৪ অ।

চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বেদ সকলের অধিষ্ঠাতা। সুধীগণ গায়ত্রীকে তাঁহার অবয়ব-স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা মূর্ত্তিমান্ বা মূর্ত্তিহীন হইলেও দম্পতী বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব, কন্যা এবং স্ত্রী, এই দুই শব্দ লোকতঃ সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইলেও, উক্ত ভাবানুসারে দোষাবহ হয় নাই। আর এক কথা তিনি তপস্যা দ্বারা সৃষ্টি করিলেন; এ তপস্যা সাধারণ তপস্যা নহে "তস্য জ্ঞান-ময়ং তপঃ" তিনি জ্ঞান-বৰ্দ্ধনের জন্য জ্ঞানময় তপস্যা করিয়াছিলেন। জ্ঞান ব্যতিরেকে যথাযথভাবে সৃষ্টি হইতে পারে না। শ্রুতি বলেন—

"যথা পূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষ মথো স্বঃ॥"

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পানুসারে পৃথিবী এবং স্বর্গাদিলোকের সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রলয়ের সময় যে জীব যে যোনিতে থাকিয়া বিলীন হইয়াছিল, সৃষ্টির সময় সেই সংস্কার অনুসারে সেই যোনিতেই তাহাকে উৎপন্ন করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে যে মনুষ্য ছিল, পরকালে সে মনুষ্য হইয়াই জন্মগ্রহণ করিবে। এইরূপ, যে পশু ছিল—সে পশু হইয়াই আসিবে। যে বৃক্ষ ছিল—সে বৃক্ষ হইয়াই আসিবে। যখন ব্রহ্মার হৃদয়ে এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে—তখনই তিনি প্রাক্তন সংস্কারানু-সারে নিয়মিতভাবে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবেন। এই কারণ বশতঃ লোকগুরু

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

চতুরানন স্বীয় শরীর হইতে তপস্যা দ্বারা জ্ঞানময়ী সরস্বতী দেবীর সৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক সৃষ্টি বিস্তার করিলেন। ইহাই মৎস্য পুরাণের বর্ণনীয় বিষয়।

উন্নতি বীজ-বৃক্ষ ন্যায়ানুসারেই হইয়া থাকে। অর্থাৎ বীজের ভিতরে বৃক্ষের যে সমস্ত অঙ্গীভূত পদার্থ (পরমাণু) নিহিত থাকে, সেই সমস্ত পদার্থ বহির্ভাগে প্রকাশিত হইলেই বীজের উন্নতি হইল। এইরূপ প্রত্যেক চেতন পদার্থ জ্ঞানময় ভগবানের স্বরূপ হওয়ার জন্য, সমস্ত সত্তা প্রত্যেক বস্তুতেই বীজের মধ্যে বৃক্ষের ন্যায় প্রথম হইতেই বর্ত্তমান থাকে। সেই সমস্ত জ্ঞান প্রকটিত হইলেই তাহার উন্নতি হইল। অতএব সর্ব্বপ্রথম হইতেই ব্রহ্মার মধ্যে যে জ্ঞানশক্তি নিহিত ছিল, ব্রহ্মা স্বীয় অন্তর্ভাগ হইতে জ্ঞানময় তপস্যা দ্বারা সেই জ্ঞানশক্তিকে সরস্বতীরূপে বহির্ভাগে প্রকাশিত করিলেন। তদনন্তর সেই জ্ঞানের সাহায্যে সৃষ্টি করিলেন। এই সৃষ্টি নরনারীর মত মৈথুনসৃষ্টি নহে; কারণ ব্রহ্মাও সামান্য মানব নহেন—এবং সরস্বতীও সাধারণ মানবী ছিলেন না। এ সমস্ত বিষয় অতীন্দ্রিয়। যথা—

দিব্যেয়মাদি সৃষ্টিস্তু রজোগুণ সমুদ্ভবা।
অতীন্দ্রিয়েন্দ্রিয়া তদ্বদতীন্দ্রিয় শরীরিকা।
দিব্যতেজোময়ী ভূপ! দিব্যজ্ঞান সমুদ্ভবা।
ন মর্ত্ত্যৈরভিতঃ শক্যা বক্তুং বৈ মাংস চক্ষুভিঃ॥
যথাভুজঙ্গাঃ সর্পাণামাকাশং বিশ্বপক্ষিণাম্।
বিদন্তি মার্গং দিব্যানাং দিব্যা এব ন মানবাঃ॥ মৎস্য পুরাণ।

এই আদি সৃষ্টি রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। এই সৃষ্টি ইন্দ্রিয়গণের ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহে। অতীন্দ্রিয়দেহা, দীপ্ত তেজোময়ী ও দিব্যজ্ঞান-সমুদ্ভবা এই সৃষ্টি মাংস-চক্ষুষ্মান্ মানবদিগের বর্ণনীয় নহে। যেমন ভুজঙ্গগণ ভুজঙ্গদিগের এবং আকাশ পক্ষীসমুদয়ের মার্গ বিদিত আছে, তেমনি দেবগণই দেবতাদিগের মার্গ বিদিত আছেন। মানব কদাপি দেবমার্গ অবগত নহে। অতএব পৌরাণিক অতীন্দ্রিয় বিষয়সমূহকে প্রতিভা-প্রদীপ্ত কল্পনার সাহায্যে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া অথবা তাহাতে নানাবিধ দোষার্পণ করা বিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। ইহা সম্পূর্ণই অজ্ঞানের কার্য্য।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

এইরূপ শিবপুরাণে একটী ঘটনা বিবৃত হইয়াছে যে, "নারায়ণ সমুদ্রগর্ভে শয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাভিকমল হইতে পিতামহ ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল। তদনন্তর উভয়ের মধ্যে "কে শ্রেষ্ঠ" এই কথা লইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল। তাঁহাদের বিবাদ-ভঞ্জনের জন্য প্রচণ্ড জ্যোতির্লিঙ্গ উভয়ের মধ্যস্থলে উদ্ভূত হইলেন। কোথা হইতে কিরূপে অকস্মাৎ এই লিঙ্গের আবির্ভাব হইল, এই তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য ব্রহ্মা ঊর্দ্ধদিকে এবং বিষ্ণু নিম্নদিকে গমন করিলেন। কিন্তু কেহই লিঙ্গের শেষ সীমাস্থান পর্য্যন্ত যাইতে পারিলেন না। তখন উভয়ের হৃদয়েই এই ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হইল যে, আমাদের অতিরিক্ত আরও একজন তৃতীয় পুরুষ আছেন—যিনি আদ্যন্তহীন সর্ব্বময় কর্ত্তা এবং আমাদেরও সৃষ্টি-কর্ত্তা। উভয়ে বিবাদ হইতে বিনিবৃত্ত হইলেন।" ইত্যাদি ইত্যাদি। লৌকিক-ভাষা দ্বারা এই আখ্যান বর্ণনের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবানের অনাদ্যনন্ত বিরাট স্বরূপের অবগতির দ্বারাই তাঁহার অবাঙ্মনসগোচর অচিন্তনীয় বিরাট স্বরূপের অনুভূতি হইয়া থাকে। (অর্থাৎ) অনাদ্যনন্ত শরীরধারী বিরাটপুরুষই, সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের লিঙ্গ। লিঙ্গশব্দের অর্থ চিহ্ন। কোনও পদার্থের বিশেষরূপে পরিচয় লাভ করিতে হইলে, লক্ষণ বা চিহ্ন দ্বারাই তাহার সুস্পষ্ট বোধ হইতে পারে, লিঙ্গ উক্ত লক্ষণ বা চিহ্নেরই নামান্তর মাত্র। এই বিবরণ যখন শিব-পুরাণের মধ্যে বর্ণিত এবং পুরাণ সমূহ যখন ভাব-প্রধান গ্রন্থ, তখন পূর্ব্ব সিদ্ধান্তানুসারে শিবপুরাণের মধ্যে যে শিবের বর্ণনা আছে, সে শিব গুণাবতার রুদ্রমূর্ত্তি শিব নহেন—কিন্তু পরমাত্মা। পুরাণের বিশেষত্বই এই যে, পুরাণ-কর্ত্তা যখন যদ্বিষয়ক পুরাণ শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, সেই পুরাণে সেই দেবতারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং সেই দেবতাকেই আদ্যন্তহীন, নির্গুণ, নিত্য, নিরঞ্জন রূপে বর্ণন করিয়াছেন। তদনুসারে শিব পুরাণে যে শিবের বর্ণনা আছে—তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও বন্দিত। তাই ভক্ত গাহিয়াছেন—

বিধি-বিষ্ণু-শিব স্তুত পাদযুগং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও যাঁহার চরণপদ্ম বন্দনা করেন, সেই শিবকল্পতরু শিবকে প্রণাম করি। অতএব উক্ত পুরাণ বর্ণিত শিব, মনুষ্যের ন্যায় শরীরধারী নহেন; তাঁহার শরীর অন্য প্রকার। অনেকের ধারণা লিঙ্গ থাকিলেই শরীরধারী

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

লিঙ্গী কোনও পুরুষ অবশ্যই থাকিবে। অর্থাৎ যাহার লিঙ্গ (চিহ্ন) দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে সেই লিঙ্গী কখনও দৃষ্টি বহির্ভূত হইতে পারেনা। এরূপ ধারণা সঙ্গত নহে। ন্যায় দর্শনের মধ্যে বর্ণিত আছে যে "ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখ-জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গং"। ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, এই সমস্ত আত্মার লিঙ্গ। ইহা দ্বারা কখনও এরূপ প্রতিপন্ন হইতে পারে না যে, আত্মা মূর্ত্ত পদার্থ এবং তাহার উপরে মানবীয় ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় ইচ্ছা, দ্বেষাদির সন্নিবেশ হইয়াছে। যতই গবেষণা করা যাউক না কেন, ন্যায় দর্শনানুসারে ইচ্ছাদ্বেষাদি—আত্মার লিঙ্গ, চিহ্ন বা লক্ষণ; ইহার অধিক অর্থ বাহির হইতে পারে না। এইরূপ পরমাত্মার লক্ষণ কি? এবং কে সেই তত্ত্ব অবগত হইতে পারে—এই আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশের জন্যই শিবপুরাণে লিঙ্গের প্রকাশ। শিবপুরাণে শিবেরই শ্রেষ্ঠত্ব এবং তিনিই পরমাত্মস্বরূপ। কেবল জীব কেন, বিষ্ণু বিরিঞ্চিও যাঁহার অন্ত পান নাই, সেই পরব্রহ্ম বিভু সর্ব্বাত্মক শিবের লক্ষণ অনাদি ও অনন্ত। অতএব এই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার রাজ্যে কাহারও অহঙ্কার করা কর্ত্তব্য নহে। এই আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়েই এই ঘটনার উল্লেখ।

"বিষ্ণু সমুদ্রজলে শয়ন করিয়াছিলেন," এস্থলে যে জলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ইহা স্থূল জল নহে কিন্তু কারণ বারি (অর্থাৎ সমষ্টি জীবের কর্ম্মসংস্কার)। প্রলয়কালে যখন সমস্ত বিশ্বসংসার নষ্ট হইয়া যায়, তখন সমস্ত জীবের কর্ম্ম-সংস্কার প্রকৃতিগর্ভে বিলীন থাকে। পুনরায় সৃষ্টির প্রারম্ভে সংস্কারানুসারে সৃষ্টি মানসে চেতন শক্তি স্বরূপ ভগবান, সেই কর্ম্মসংস্কার সমূহকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। পুরুষের সংযোগে সংস্কারসমূহ ফলাভিমুখী হইলে অব্যাকৃত প্রকৃতির মধ্যে বিকার উপস্থিত হইয়া থাকে; ইহাই প্রকৃতির ব্যাকৃতাবস্থা। এই ব্যাকৃতাবস্থা প্রকৃতিকেই শাস্ত্রমধ্যে কমলরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। বিষ্ণু ভগবানের কেন্দ্রীভূত চেতনশক্তির (Central living Energy) ফলেই এই কমলের উৎপত্তি। সুতরাং বিষ্ণুর নাভি হইতেই কমলের উৎপত্তি এবং সেই কমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি এরূপ বর্ণনও সঙ্গত হইল। ইহাই লৌকিক ভাষার দ্বারা শিবপুরাণে বর্ণিত বিষয়ের আধ্যাত্মিক ভাব। এতদ্ভিন্ন অনেক অর্বাচীন ব্যক্তি স্বীয় অভীষ্ট সাধনের নিমিত্ত মিথ্যা-কল্পনা দ্বারা এই ঘটনাকে অন্যরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন। বিচারশীল তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

তত্ত্বপূর্ণ দৃষ্টিতে—উহা সর্ব্বথা উপেক্ষণীয় ও অনাদরণীয়।

বিচারক্ষম মানব পুরাণ বর্ণিত ঘটনাসমূহে এই সমস্ত লৌকিক ভাষার বর্ণন-প্রণালী অবলোকন করিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে, সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ অধ্যাত্মমূলক সুগভীর ভাবসমূহকে কি প্রকার সরলতা, মধুরতা ও মনোহারিতার সহিত লৌকিক ভাষা দ্বারা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। নিজ নিজ বুদ্ধিকে স্থির, ধীর এবং সংযত করিয়া বিচারশক্তির দ্বারা তত্ত্বসমুদ্র মন্থন পূর্ব্বক সুধাভাণ্ড আবিষ্কার করিয়া অমৃতপানে অমরত্ব লাভ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য এবং ইহাতেই বিদ্বানের বিদ্বত্তার পরিচয় দেওয়া হয়। অসম্ভব ও অসঙ্গত বলিয়া উপহাসপূর্ব্বক উড়াইয়া দিলে যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় না। সংসারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়েরও গঠন যতদূর কষ্টসাধ্য, তাহার রক্ষণ তদপেক্ষা অনেক অধিক আয়াসসাধ্য। নষ্ট করিতে কোনরূপ কষ্ট বা আয়াসের প্রয়োজন হয় না। পুরাণের মধ্যে এইরূপ লৌকিক ভাষার দ্বারা সংখ্যাতীত ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। সেই সমস্ত ঘটনাবলী হইতে পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে সামান্যমাত্র বিচারের দ্বারাই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ আবিষ্কৃত হইতে পারে। এই জন্য লৌকিক-ভাষা সমূহের উক্তরূপ তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া পুরাণের মহিমা বর্দ্ধিত করা প্রত্যেক সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণের মুখ্য ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বোধগম্য নহে বলিয়া পুরাণের দোষোদ্ঘাটন না করিয়া, স্বীয় বুদ্ধির দোষ—বিচার শক্তির অভাব—প্রকৃত সদুপদেশের অভাব বা তত্ত্ব জ্ঞানের অভাব বিবেচনা করিয়া ভগবানের নিকট স্বীয় অক্ষমতার ভাব প্রকট করিয়া প্রতিদিন নিয়মিত প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। নচেৎ কল্যাণ হইবার আশা খুবই কম।

তৃতীয় পরকীয়-ভাষা। ইহাতে দৃষ্টান্ত দ্বারা ধর্ম্মের কোনও না কোন অঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণের ইতিহাস অংশ বলিয়া এই সমস্ত দৃষ্টান্তও সত্য। যেমন সত্যমহিমা প্রচারের জন্য সত্যাবতার সূর্য্যকুলচন্দ্র মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের কথা, ভক্তমহিমা প্রচার উদ্দেশ্যে ভক্তশ্রেষ্ঠ ধ্রুব ও প্রহ্লাদের আখ্যান, সতীধর্ম্মের জ্বলন্ত মহিমা প্রচারকল্পে সীতা ও সাবিত্রীর ইতিবৃত্ত, পিতৃভক্তি এবং ব্রহ্মচর্য্যের গৌরব বিস্তারের নিমিত্ত ত্রিজগৎ বিখ্যাত গঙ্গানন্দন ভীষ্ম-দেবের চরিত্র বর্ণন এবং অতিথি সেবার মহিমা ঘোষণার জন্য, মহারাজ শিবি, ময়ূরধ্বজ প্রভৃতির কাহিনী ইত্যাদি। এই সমস্ত বিবিধ রসভাবোদ্দীপক ঘটনা

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

শ্রবণ করিতে করিতে নীরস হৃদয়েও রসের সঞ্চার হয়—পাষাণও বিগলিত হইয়া যায়; মরুভূমির মধ্যে স্বর্গ মন্দাকিনীর অপূর্ব্ব প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে। স্বর্গীয় নন্দনকাননের সুষমাকে পরাজিত করিয়া ধর্ম্মের অতুলনীয় শোভা প্রত্যেক জীবের হৃদয়কমলকে সুশোভিত করিতে থাকে। মনুষ্য প্রকৃতি সানন্দে মন্দ মন্দ গতিতে সংসার সিন্ধু মধ্যে আপনাকে ভাসাইয়া, অন্তে পরমানন্দময় ব্রহ্মানন্দ-মহোদধির সহিত মিলিত হইয়া যায়। ইহাই পরকীয়-ভাষার সুগভীর অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-পূর্ণ মহিমা এবং স্বতঃপূর্ণ ভগবানের নিঃশ্বাসরূপী পুরাণের ভাষাগত পূর্ণতা।

ত্রিবিধ ভাবের দ্বারা পুরাণের দ্বিতীয় পূর্ণতা। পূর্ব্বে অনেক স্থলে এ কথা বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মা ভগবানই এই কার্য্যস্বরূপ নিখিল বিশ্বপ্রপঞ্চের একমাত্র কারণ।

কারণ গুণা কার্য্যগুণমারভন্তে।

এই শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসারে কারণের গুণ ও ভাবসমূহ কার্য্যের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ কারণ হইতে কার্য্যের বিশেষ কোনও পৃথক সত্ত্বা নাই, কারণই বিস্তারিত হইয়া কার্য্যরূপে প্রকটিত হয় মাত্র। অতএব বিশ্বরচয়িতা পরমেশ্বরের মধ্যে যে সমস্ত ভাব বিদ্যমান আছে, তাঁহার লীলানিকেতন সংসার রাজ্যের প্রত্যেক পদার্থের মধ্যেও সেই সমস্ত ভাবের বিকাশ অবশ্যই পরিদৃষ্ট হইবে। অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত এই তিন ভাব পরমাত্মার মধ্যে বর্ত্তমান আছে। আধ্যাত্মিক ভাব প্রকৃতির অতীত নির্গুণ ব্রহ্ম; আধিদৈবিক ভাব মায়ার সঞ্চালক, মায়াধীশ, মায়োপাধি, সগুণ ব্রহ্ম ঈশ্বর এবং আধি-ভৌতিক ভাব স্থূলদৃশ্যমান্ বিরাট। অতএব ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে স্থূল হইতে স্থূলতম বস্তু এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম বস্তু প্রত্যেকের মধ্যেই এই ত্রিবিধভাবের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। এই ত্রিবিধভাবই নিত্য-সত্য-সনাতন পরমেশ্বরের স্বরূপ। অতএব এই ত্রিবিধভাবও নিত্য, সত্য ও সনাতন। যিনি এই ত্রিবিধভাবের পূর্ণ নিত্য-সত্য ভাব অবগত হইয়া সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক বস্তুসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহার দৃষ্টিই পূর্ণ দৃষ্টি। আর যিনি কোন এক ভাবের সত্যতা স্বীকার করিয়া অন্যান্য ভাবসমূহকে অস্বীকার করেন অথবা কোনও এক বস্তুতে ভাবসমূহের তত্ত্বাবধারণে যত্নবান হয়েন না, তাঁহার দৃষ্টি পূর্ণ দৃষ্টি নহে। ইহা সর্ব্বথা অপূর্ণদৃষ্টির

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

কার্য্য। পূর্ব্বে শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে—ভগবানের নিঃশ্বাস হইতে বেদ এবং পুরাণের সৃষ্টি। অতএব কারণের মধ্যগত ত্রিভাবের পূর্ণতা—কার্য্যস্বরূপ বেদ ও পুরাণের মধ্যেও অবশ্য থাকিবে। বেদের মধ্যে ত্রিভাবের পূর্ণতা কিরূপে হইতে পারে, বেদ বর্ণন প্রসঙ্গে "বেদাধ্যায়ে" তাহা সবিশেষ উল্লেখ করা হইবে। সংপ্রতি পুরাণের ত্রিবিধভাবের পূর্ণতা বর্ণন করা হইতেছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে বর্ণিত রাসলীলা, দেবাসুর সংগ্রাম, গঙ্গা-মাহাত্ম্য প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভাগবত শাস্ত্র রত্নের ভাণ্ডার। ইহার মধ্যে যে কতশত দুর্জ্ঞেয় অমূল্য তত্ত্ব নিহিত আছে, মনুষ্যের দ্বারা তাহার ইয়ত্তা করা দুরূহ ব্যাপার। ইহা আজন্ম-সঞ্চিত বৃদ্ধ বেদব্যাসের তপস্যার চরম ফলস্বরূপ। কথিত আছে যে, আজীবন শাস্ত্রসমুদ্রে নিমগ্ন থাকিয়া বেদের চতুঃপ্রকার বিভাগ ও বেদের জটিল অর্থ সর্ব্ব-সাধারণের অবগতির নিমিত্ত সরস, সুন্দর ও গদ্যপদ্যময়ী ভাষার দ্বারা অষ্টাদশ পুরাণ এবং বিবিধ উপপুরাণ রচনা করেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া ভাগবত শাস্ত্র প্রণয়নের দ্বারা বিমল শান্তিসুখ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। আবাল্যসঞ্চিত বিদ্বাবত্তা, জ্ঞান, ভক্তি ও তপস্যার দ্বারা তিনি অন্তিমে এই অত্যুত্তম শাস্ত্ররত্ন প্রণয়ন করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। ইহা কোনও সম্প্রদায় বিশেষের গ্রন্থ নহে। ইহাতে সকল প্রকার পন্থাই সুগম ও সরল ভাবে বর্ণিত আছে। জ্ঞানী, কর্ম্মী ও উপাসক, সকলেই নিজ নিজ অধিকারানুসারে এই শাস্ত্র হইতে আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এবম্বিধ পুস্তকের বহু প্রচার প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া, ঋষিবর স্বীয় জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ চিরকুমার সন্ন্যাসীপ্রবর পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। অবধূতাগ্রণী জীবন্মুক্ত শুকদেব মুমূর্ষু, বিষয়স্পৃহাশূন্য, ব্রহ্মশাপগ্রস্ত রাজা পরীক্ষিতকে উপদেশ করিয়া মুক্তিপ্রদান করেন। সেইজন্য মুক্তিপিপাসুগণেরও ইহা আরাধ্য। শাস্ত্র বলেন—

অসারে সংসারে বিষয়-বিষ-সঙ্গাকুল ধিয়ঃ,
কিমর্থং ব্যর্থং ভো ব্রজত কুপথে কুৎসিৎ পথে।
ক্ষণার্দ্ধং ক্ষেমার্থং পিবত শুক গাথাতুলসুধাং,

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

পরীক্ষিৎ সাক্ষী যৎ শ্রবণ-গত-মুক্ত্যুক্তিকথনে।

ভাগবত শ্রবণে যে মুক্তি হয়—ইহার সাক্ষী রাজা পরীক্ষিত। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিকেই শাস্ত্রকর্ত্তা ভাগবত শ্রবণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। অনেকে হয়তো উপহাস করিয়া বলিতে পারেন যে—শ্রবণের দ্বারা আবার মুক্তি হইতে পারে? বস্তুতঃ শ্রবণ ব্যতিরেকে মুক্তি হইতেই পারে না। শাস্ত্রে আছে—

জ্ঞানান্মুক্তিঃ।

জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়। পরন্তু সেই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে কি উপায় করিতে হইবে? তৎসম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন তত্ত্বদর্শিনঃ।

গুরুসেবা করিতে করিতে গুরু সন্তুষ্ট হইয়া তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিবেন। অতএব সকল স্থানেই উপদেশ শ্রবনানন্তর জ্ঞানলাভের দ্বারা মুক্তি হইয়া থাকে। বেদান্ত দর্শনেও সেইজন্য—

অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা

সূত্রে অথ শব্দে শ্রবণ মননাদির অনন্তর ব্রহ্ম—জিজ্ঞাস্য এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ভাগবত বেদব্যাস প্রণীত নহে; বোপদেব নামক কোনও কবি উহা রচনা করিয়াছেন। যাঁহারা এইরূপ ভ্রমমূলক অপসিদ্ধান্তের প্রচার করিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করিতেছেন, তাঁহারা ভাগবতের রসাস্বাদ হইতে সম্পূর্ণই বঞ্চিত। ভাগবতের রচনাপরিপাট্য, জ্ঞানের গভীরতা, জটিল কর্ম্মের মীমাংসা, ভক্তির অপূর্ব্ব দিব্যভাব, শ্লেষালঙ্কার ধ্বনির ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে রসের উৎস ও সরলতা, মধুরতা, গভীরতা,—একাধারে সমস্ত গুণের সামঞ্জস্য, ভাগবত ভিন্ন অন্য শাস্ত্রে খুব কমই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেইজন্য প্রচলিত কথা আছে যে "বিদ্যাবতাং ভাগবতে পরীক্ষা।" ঋষি ভাগবতের মহিমা নিজমুখে বর্ণন করিতে যাইয়া দ্বিতীয় শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো

নির্ম্মৎসরাণাং সতাং

বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

তাপত্রয়োন্মীলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে
কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতে কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।
ভাগবত ১ম অঃ ২ শ্লোক।

এই ভাগবতে মৎসররহিত ভূতানুকম্পি সাধুগণের কুটীল কপটতা শূন্য পরম ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। পরমার্থভূত বস্তুই ইহার প্রতিপাদ্য। শুভপ্রদ এই গ্রন্থ পঠন পাঠন করিলে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপের বিনাশ হইয়া থাকে। অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়নের পর শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়। আর এই গ্রন্থ শ্রবণ করিতে করিতে ভগবানের পরমসুখদ ত্রিভুবন মনো-মোহিনী মূর্ত্তি চিত্রপটে অঙ্কিত হইয়া যায়। অতএব এই শাস্ত্র সর্ব্বোত্তম। এইরূপে শাস্ত্রের সর্ব্বোৎকর্ষতা দেখাইয়াও ঋষি ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি যতই লিখিতে লাগিলেন ততই যেন সুমধুর সুধার ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাই তিনি আনন্দে উন্মত্ত হইয়া সুধাভিষিক্ত লেখনী মুখে প্রকাশ করিলেন—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রব সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।

ইহা বেদরূপ কল্পবৃক্ষের নিগলিত ফলস্বরূপ এবং জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ভাগবতোত্তম শুকদেবের মুখামৃত দ্বারা দ্রবীভূত। অতএব সুরসিক ভাবুক ভক্তগণ! রসাধার ভাগবত রস পান করিয়া মুক্তির আনন্দময় কোলে নিজেকে বিলীন করিয়া দিন। ভাগবত তর্কের বস্তু নহে—অনুভবের পদার্থ। রসিক ভাবুক ব্যক্তিই ভগবদনুগ্রহে ভাগবতের অমরবাঞ্ছিত সুধাপানে সমর্থ হইয়া থাকেন। নারায়ণাবতার মহামুনি ব্যাসদেব ভিন্ন—কবি বোপদেবের সামান্য শক্তিতে, অমরসেবিত বেদের ভাষ্যস্বরূপ ভাগবত শাস্ত্রের রচনা সম্পূর্ণই অসম্ভব। ইহা আর্ষ গ্রন্থ। বোপদেব হেমাদ্রি রাজার মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য নিত্যপাঠোপযোগী ভাগবতের সংক্ষিপ্ত শ্লোকবদ্ধ সুচীস্বরূপ একখানি পুস্তক রচনা করেন। সে পুস্তক এখনও

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

পাওয়া যায়। পূর্ব্বকথিত ত্রিবিধ ভাষা ও ভাবের সমন্বয় আর্ষগ্রন্থ ভিন্ন অন্য গ্রন্থে হইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞানেপ্সু ব্যক্তিগণ এইরূপ ত্রিবিধ ভাষা ও ভাবের তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া গুরূপদিষ্ট মার্গানুসারে যদি ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাহা হইলে ইহার গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

অনেক মহোদয় ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলার যথার্থ তাত্ত্বিক রহস্যের মর্ম্মোদঘাটন করিতে অসমর্থ হইয়া স্বকপোলকল্পিত কল্পনা জল্পনা সাহায্যে এই সুমহান গ্রন্থরত্নের উচ্ছেদসাধনে কৃতপ্রযত্ন হইয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—কৃষ্ণ দুইজন ছিলেন। মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের নেতা শ্রীকৃষ্ণ একজন—দ্বিতীয়—ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলার নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, ভাগবতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বর্ণিত নাই এবং মহাভারতে রাসলীলা বর্ণিত হয় নাই। অতএব রাসলীলাকারী কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ হইতে পৃথক্। বস্তুতঃ এরূপ কল্পনা সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণই যে গোপিকাসুত শ্রীকৃষ্ণ, এতদ্বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পাপমতি দুর্য্যোধনের আদেশে যে সময় পাপিষ্ঠ দুঃশাসন সভামধ্যে একবস্ত্র-পরিহিতা, সতীকুলবিভূষণা দ্রুপদ রাজনন্দিনীকে বিবস্ত্রা করিবার অভিপ্রায়ে বস্ত্রাকর্ষণ করিতেছিল—সতীত্বরক্ষা ভয়ে ভীতা, আলুলায়িতকেশা, পঞ্চপাণ্ডব গৃহিণী দ্রৌপদী, নিরুপায় হইয়া ব্যাকুলিত চিত্তে সেই সময় অনন্যশরণ ভক্তসখা শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন।

আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ।
গোবিন্দ! দ্বারিকাবাসিন্! কৃষ্ণ! গোপীজনপ্রিয়ঃ॥
মহাভারত সভাপর্ব্ব।

হে গোবিন্দ! হে দ্বারিকাবাসিন্! হে গোপীজনপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ এই ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা কর। ভক্তের আবাহনে ভগবানের আসন টলিল—সভামধ্যে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ হইল। এখন বিবেচ্য এই যে, যখন মহাভারতের দ্রৌপদী গোপীজনপ্রিয় সম্বোধনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিলেন, তখন শ্রীমদ্ভাগবতের গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ একই—দুই নহে। এই ভাবকে দৃঢ় করিবার জন্যই কলিপাবনাবতার, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ভগবান গৌরাঙ্গদেবের হৃদয়োচ্ছ্বসিত ভাব-পূরিত বচন—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিতঃ।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গম-সুখম্ ॥
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলী পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দী পুলিন-বিপিনায় স্পৃহয়তি ॥

শ্রীমতী রাধিকা কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন—কিন্তু তিনি বৃন্দাবনের সে সুখ অনুভব করিতে পারিতেছেন না। তাই খেদ করিয়া বলিতেছেন—সখি! সেই বৃন্দাবনের কৃষ্ণই আজ কুরুক্ষেত্রে; আমিও সেই শ্রীমতী রাধিকা। উভয়ের মিলনও একই প্রকার। তথাপি কেন আমার মন যমুনা-তটস্থিত কুঞ্জকাননের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে! অতএব শ্রীকৃষ্ণ যে একই ইহা নিঃসন্দেহ।

রাসলীলা ঘৃণিত কামের লীলা; ঋষিসত্তম সর্ব্বজ্ঞ ব্যাস কর্ত্তৃক শাস্ত্রোত্তম ভাগবতের মধ্যে ইহা নিবদ্ধ হইতে পারে না; ব্যাসদেবের পরবর্ত্তিকালীন কোনও অর্ব্বাচীন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উহা রচিত; বহু বিদ্বত্ত্বাভিমানী শিক্ষিতম্মন্য পণ্ডিতগণ এইরূপ প্রক্ষিপ্তবাদ স্ব স্ব হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন এবং যাহাতে ঐ অংশ বাদ দিয়া ভাগবতের নূতন সংস্করণ প্রস্তুত হয় তদ্বিষয়ে বহুল প্রযত্ন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত সূক্ষ্মদৃষ্টিতে যদি উপাসনাত্মক রাসলীলার গূঢ়রহস্যোদ্‌ঘাটন করিতে কেহ কৃতপ্রযত্ন হন, তবে তিনি দেখিতে পাইবেন যে—রাসলীলার মধ্যে কত অনির্ব্বচনীয় রসের ভাবপ্রবাহ বিদ্যমান। রাসলীলা সরলপ্রাণ ভক্ত ও ভগবানের মধুর মিলনচ্ছবি! জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার একত্বভাবের দ্যোতক! বিশ্বজননী প্রকৃতিমাতার সহিত মায়াধীশ পরমেশ্বরের অপূর্ব্ব—অচিন্তনীয়—মিলনানন্দের—আনন্দময়ী প্রতিকৃতি। পরমপুরুষ পূর্ণাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেই রাসলীলার নায়কত্ব সম্ভবপর। অন্যান্য অবতার-কেন্দ্রে বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানের পূর্ণাংশ প্রকটিত না হওয়ায়—তত্তৎস্থলে শক্তিরই প্রাধান্য থাকে। পূর্ণশক্তিমান্ পুরুষ ভিন্ন স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া শক্তিসমূহের সহিত ক্রীড়া করিতে পারেন না, এইজন্য অন্যান্য অবতারগণ রাসলীলার অধিকারী ছিলেন না। রাসলীলার অধিকারী কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানের সামঞ্জস্যমূলক গীতা-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বিশ্বপালক পূর্ণাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। রাসলীলা ইহাঁর স্বাভাবিক কর্ত্তব্যকর্ম্ম এবং রাসলীলাই ইহাঁর পূর্ণত্বের অন্যতম দৃষ্টান্ত।

এই বিষয়টী বিশেষভাবে বিবৃত করিতে হইলে প্রথমতঃ অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। এক সম্প্রদায়ের অভিমত এই যে, সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা ভগবানের, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শরীরের মধ্যে প্রকাশ হওয়া অসম্ভব। অপর সাম্প্রদায়িকগণ বলিয়া থাকেন যে, উর্দ্ধদেশে ভগবানের এক নিত্য-লোক বিরাজিত আছে, শরীরধারী ভগবান সেই স্থানে সর্ব্বদা বাস করেন, অবতরণের সময় উপস্থিত হইলে উপর হইতে নীচে নামিয়া আসেন মাত্র। ইহার বিস্তৃত আলোচনা অন্যস্থলে বিবৃত করা হইবে। পরন্তু এস্থলে এইটুকুমাত্র জানা আবশ্যক যে, ভগবান যখন সর্ব্বব্যাপক, তখন তাঁহার কোনও একদেশে অবস্থান বা একদেশ হইতে প্রদেশান্তরে গমন অসম্ভব। তবে সর্ব্বব্যাপক ভগবানের কেন্দ্রবিশেষে ভগবচ্ছক্তির বিকাশ হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ ভগবচ্ছক্তির বিকাশের দ্বারাই বিশ্ব-সংসার রচিত, চালিত এবং পরিবর্দ্ধিত। সশক্তিক পরমেশ্বরের শক্তিসমূহ জড় ও চেতনরূপে জগতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। জড়ের মধ্যে জড়শক্তিরূপে এবং চেতনের মধ্যে কলারূপে উহার বিকাশ হয়। জীবগণ যতই নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে, তাহাদের মধ্যে ততই চেতন-কলার অধিক বিকাশ হইয়া থাকে। এইজন্য উদ্ভিজ্জের মধ্যে এক কলা, স্বেদজে দুইকলা, অণ্ডজে তিনকলা ও পশুগণের মধ্যে চারিকলা পর্য্যন্ত বিকাশপ্রাপ্ত হয় এবং সামান্য মনুষ্য হইতে বিভূতি-সম্পন্ন মানবগণের মধ্যে পাঁচকলা হইতে আটকলা পর্য্যন্ত ভগবচ্ছক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। যাহার মধ্যে যেরূপ শক্তিধারণের যোগ্যতা থাকে তাহার মধ্যে তদনুযায়ী শক্তিরই বিকাশ হইয়া থাকে। আধার অপেক্ষা আধেয়-শক্তির গুরুত্ব হইলে আধার প্রায়ই নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য সাধারণ জীবশরীরে আটকলা পর্য্যন্ত শক্তির বিকাশই চরম ও তদতিরিক্ত শক্তিধারণের যোগ্যতা জীবগণের মধ্যে উৎপন্নই হয় না। কিন্তু যদি কোনও সময় ধর্ম্মের উপর প্রবল অত্যাচার হইতে থাকে, যে যুগে যতটুকু ধর্ম্ম থাকা প্রয়োজন, তাহা না থাকিয়া ধর্ম্মের হানি হইতে থাকে এবং সেই হানি আটকলা পর্য্যন্ত শক্তিমান পুরুষের দ্বারা পূরণ না হয়, তবে, সেই সময় প্রাকৃতিক প্রেরণাতে ও ভক্তগণের সকরুণ প্রার্থনায় আবশ্যকানুসারে নয়কলা হইতে ষোলকলা পর্য্যন্ত যে যে কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া ভগবচ্ছক্তির আবির্ভাব হয় ও তাহার দ্বারা ধর্ম্মের অভাব পূর্ণ হয়—সেই সেই কেন্দ্র ভগবানের অবতার-কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত। অংশাবতার কেন্দ্রে

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

পনর-কলা পর্য্যন্ত শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে ; পূর্ণাবতারেই কেবল ষোলকলার পূর্ণতা হয়। যে শরীরে ভগবানের পূর্ণশক্তি পূর্ণভাবে প্রকটিত হয়, শাস্ত্রমধ্যে তাঁহাকেই পূর্ণাবতার বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এইরূপ বিজ্ঞান-সিদ্ধ পূর্ণাবতার ছিলেন। ত্রিকালজ্ঞ ঋষি বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে তাহাই বর্ণন করিয়াছেন।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

অন্যান্য অবতারগণ সকলেই ভগবানের অংশাবতার কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণাবতার—অতএব সাক্ষাৎ ভগবান। এখন বিচার্য্য এই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যদি পূর্ণাবতার হন তবে তাঁহার মধ্যে পূর্ণাবতারের লক্ষণসমূহ অবশ্য বর্ত্তমান থাকিবে। পূর্ব্বে একথা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, ভগবানের বিশেষ বিশেষ শক্তিকেই আশ্রয় করিয়া অবতারগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব পূর্ণাবতারে ভগবানের পূর্ণশক্তি পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকিবে। ভগবান সচ্চিদানন্দঘন অতএব সৎশক্তি, চিৎশক্তি এবং আনন্দশক্তি, (বৈষ্ণবশাস্ত্রে যাহাকে সন্ধিনী, সংবিৎ এবং হ্লাদিনীশক্তি বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে) পূর্ণরূপে বর্ত্তমান থাকিবে। কর্ম্মের সহিত সৎসত্তার, জ্ঞানের সহিত চিৎসত্তার এবং উপাসনার সহিত আনন্দ-সত্তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এইজন্য যে অবতারের চরিত্রে কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব-সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইবে, যিনি এই তিন ভাবেরই আদর্শপুরুষ হইয়া জগতে রাগ-দ্বেষ-শূন্য অন্তঃকরণে পরস্পরের বিরোধভঞ্জন পূর্ব্বক সমানরূপে উক্ত তিন ভাবেরই প্রচার করিয়া জগৎ-কল্যাণকর কার্য্যে ব্রতী থাকিবেন—তিনিই পূর্ণাবতাররূপে আখ্যাত হইবেন। সচ্চিদানন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মধুময় জীবন এই ভাবত্রয়ের আদর্শে পূর্ণ ছিল। কর্ম্মের পূর্ণ আদর্শ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে—মহাভারতের ধর্ম্মযুদ্ধে ; জ্ঞানের পূর্ণ আদর্শ—ত্রিভাবপূর্ণ উপনিষদসার গীতার কল্যাণময় উপদেশে এবং উপাসনার পূর্ণ আদর্শ—শুকমুখামৃত-দ্রব-সংযুত অমৃতময় রস-পূরিত শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলায়। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যদি রাসলীলা না করিতেন তবে তাঁহাকে আমরা পূর্ণাবতাররূপে গ্রহণ করিতে পারিতাম না। ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ পূর্ণাবতারোচিত কর্ম্ম। মহাভারতের মধ্যে রাসলীলার বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া ইহা মিথ্যা বা কল্পনাপ্রসূত, এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। পূর্ব্বেই বিশদরূপে বর্ণন করা হইয়াছে যে, পুরাণ ভাব-প্রধান

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

শাস্ত্র। সুমহৎ শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র নিখিল ভাবের ভাণ্ডার। এইজন্য ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন ভাব লইয়া একই শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র বিভিন্নভাবে রচিত হইয়াছে। বিশেষতঃ মহাভারত কর্ম্মপ্রধান গ্রন্থ, তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মজীবনের ইতিহাসই বিশদ-রূপে বিবৃত করা হইয়াছে; আর ভাগবত উপাসনাপ্রধান গ্রন্থ বলিয়া তন্মধ্যে কর্ম্মজীবনের ইতিহাসকে গৌণ করিয়া উপাসনাত্মক মধুর চরিত্রেরই বিষয় মুখ্যরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। এইজন্য কর্ম্মপ্রধান মহাভারতাদি গ্রন্থ রচনা করিয়াও যখন মহামুনি বেদব্যাস আনন্দ পাইলেন না, তখন উপাসনাত্মক ভক্তিময় ভাগবত শাস্ত্রের রচনা করিয়াই পরম শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে একথা বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ আনন্দাংশেই উপাসনার স্থিতি। অতএব আনন্দ-লাভ করিতে হইলে উপাসনার আশ্রয় ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এজন্য কর্ম্ম-প্রধান মহাভারতে উপাসনাপ্রধান রাসলীলা অথবা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বাল্যলীলা বর্ণনের কোনও আবশ্যক ছিল না। ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ইহা বুঝিতে পারিয়াই রাসলীলার অংশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এতদতিরিক্ত অন্যবিধ কল্পনা করিয়া বিশ্বাসমূলক ধর্ম্মশাস্ত্রে অবিশ্বাসের ভাব আনয়ন করিয়া নিজেকে কলঙ্কিত করা ভিন্ন অন্য কোনও ফল দেখিতে পাওয়া যায় না। রাসলীলা যে কামের লীলা নহে—সরলপ্রাণা ভক্ত গোপীগণের ভক্তিময় জীবনের মধুরলীলা—রাসলীলার ত্রিবিধভাবের বর্ণণ দ্বারা ক্রমেই তাহা পরিস্ফুট হইবে।

প্রথমতঃ বিচার্য্য এই যে, যাঁহাদের সহিত এই রাসলীলা—সেই সমস্ত অবলা গোপবালা বাস্তবিকই সাধারণ স্ত্রীগণের ন্যায় কামুকা ছিলেন? অথবা তাঁহাদের স্ত্রীরূপধারণের অন্যতম কোনও কারণ আছে? পুরাণের মধ্যে এতৎসম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঋষিগণ, মূর্ত্তিমতী শ্রুতিগণ এবং বহু দেবদেবী তপ-স্যার দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করিয়া স্ত্রীরূপধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। যথা ব্রহ্মযামলে—

গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজা গোপকন্যকাঃ,
দেবকন্যাশ্চ বিপ্রেন্দ্র ন মানুষ্যঃ কথঞ্চন।

হে বিপ্রেন্দ্র! গোপীগণ শ্রুতি, ঋষিকন্যা এবং দেবকন্যা ছিলেন; তাঁহারা মানুষী ছিলেন না। ইহার বিস্তৃত বিবরণ অধ্যায়ান্তরে দেওয়া হইবে।

এই সমস্ত সংসার-বৈরাগ্যবতী ব্রজকুলবালা অবলা রমণীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

চন্দ্রের মনোহর বংশীরব শ্রবণে আকুল হইয়া লোকধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, গৃহধর্ম্ম ও সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"

গীতার সর্ব্বসার ভগবদ্ভক্তির আদর্শরূপিণী হইয়া সচ্চিদানন্দের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনোহর মূর্ত্তি সন্দর্শনের নিমিত্ত কতশত বাধা বিঘ্ন অক্লেশে সহ্য করিয়াছিলেন এবং অন্তে কি প্রকারে পরাভক্তির অধিকারিণী হইয়া পরম-পতি পরমাত্মার সহিত মিলনানন্দ-সম্ভোগে সাংসারিক সমস্ত সুখ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া অনির্ব্বচনীয় ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দসাগরে নিমগ্না হইয়াছিলেন, রাসলীলার মধ্যে তাহারই বর্ণন পাওয়া যায়। অতএব রাসলীলা কামের লীলা নহে, পরন্তু বৈরাগ্যপূর্ণ ভক্তির লীলা। এজন্য নিম্নে রাসলীলা প্রসঙ্গ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া রাসলীলার সহিত ভক্তের লীলার সামঞ্জস্য করা যাইতেছে। যথা—

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥

অনঙ্গবর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সুমধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া আকৃষ্ট-চিত্তা গোপীগণ পরস্পর পরস্পরকে গোপন করিয়া প্রিয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যেখানে গান করিতেছিলেন সত্বর সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে—

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই শ্লোকের মধ্যে যোগমায়ার আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের রমণ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যস্থানে "আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিয়াছিলেন" "সাক্ষাৎ মন্মথ শ্রীকৃষ্ণ দেখা দিয়াছিলেন" "যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বহুরূপ ধারণ করিয়াছিলেন" "আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরতঃ" (নিরুদ্ধবীর্য্য পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিয়াছিলেন) ইত্যাদি ইত্যাদি, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যতগুলি বিশেষণ পাওয়া যায় তদ্দারা বেশ প্রতিপন্ন হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা ছিলেন এবং তাঁহার মধ্যে কামভাবের কল্পনা কখনও হইতে

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

পারে না। এইরূপ রমণ-মানসে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বংশীবাদন করিলেন, ভাগবতে তাহাই বর্ণিত আছে।

"জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং"

তিনি রমণী-মনোমুগ্ধকর কলনাদ করিলেন। বিষ্ণুপুরাণে এই বিষয়কে সুস্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে "ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মধুর 'কল' গান গাহিয়াছিলেন।" এই "কল" পদের দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বংশীরাজ হইতে ক্লীং অর্থাৎ কামবীজ বহির্গত হইয়াছিল। টীকাকারগণও বামদৃক্ শব্দে ঈকার, মনঃ শব্দে চন্দ্র এবং হর শব্দে অৰ্দ্ধমাত্রা, সমস্তপদের এইরূপ অর্থদ্বারা উক্তার্থ স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সমস্ত কামনা ইহাতেই লয় হয় বলিয়া উহাকে কামবীজ নামে অভিহিত করা হয়। ভগবান রসস্বরূপ; তাঁহারই রস, বৈচিত্রময়ী প্রকৃতির দ্বারা কোথাও প্রেমরূপে, কোথাও কামরূপে, কোথাও স্নেহরূপে, কোথাও বা বাৎসল্যরূপে, কোনস্থানে শ্রদ্ধারূপে, আবার কোথাও বা ভক্তিরূপে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। অদ্বৈত এক ব্রহ্মরসকে বিভিন্নরূপে বিভক্ত করিয়া তদ্দ্বারা জীবগণকে আবদ্ধ করাই মায়ার কার্য্য। জীবগণ যতদিন পর্য্যন্ত মোহময়ী মহামায়ার কঠিন শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত থাকে, ততদিন—পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, পিতা, মাতা প্রভৃতির সহিত নানারূপ সম্বন্ধ-কল্পনা করিয়া স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রসে চিত্তকে ডুবাইয়া দেয় এবং সেই ক্ষণিক আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আপনাকে পরমসুখী বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। কিন্তু যখন তত্ত্ববিচার এবং ভগবদনুগ্রহে জীব বুঝিতে পারে যে, পৃথক্ পৃথক্ রসকল্পনা মায়াকল্পিত, বস্তুতঃ ইহার সত্যতা নাই—সমস্ত রসের মূলেই সেই রসস্বরূপ পরমাত্মার এক রস বিদ্যমান; তখন জীব—পিতা, মাতা প্রভৃতির সহিত দ্বৈতজগতের প্রেম ভুলিয়া মূলীভূত এক অদ্বিতীয় প্রেমরসের আস্বাদন করিয়া থাকে এবং সেই অদ্বিতীয় রসসাগরে নিমজ্জমান সাধক পিতা, মাতা, স্ত্রী প্রভৃতি দ্বৈতরসের অভিলাষশূন্য হইয়া সবিরাগচিত্তে প্রেমাধারের পরম-প্রেম-প্রবাহে আপনাকে ভাসাইয়া দেয় এবং অন্তে নিরবচ্ছিন্ন সদানন্দময় অনন্তরসের উপভোগ করিতে করিতে মুগ্ধ, চকিত ও বিস্মিত হইয়া ভগবানে সমস্ত কামনা—সমস্ত বাসনা অর্পণ করিয়া তাঁহারই ভজনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থাতেই ভক্ত কামবীজের অধিকারী হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহার সমস্ত কামনা তখন ভগবানের দ্যোতক উক্ত ক্লীং অর্থাৎ

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

কামবীজেতেই বিলীন হইয়া যায়। ইহাই ক্লীংরূপী কামবীজের প্রকৃত অর্থ। শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশীরবে কামবীজ গান করিলেন, তাহা শুনিবামাত্র প্রেমিকা গোপিনীগণ সংসারের সমস্ত সুখ ও প্রেম ভুলিয়া প্রকৃত বিরাগিণী হইয়া অন্তিম-সখা ভগবানের চরণারবিন্দে শরণগ্রহণ করিল। বিভিন্নস্বরের সম্মিলনেই বংশী হইতে এক মধুরস্বর বহির্গত হয়। অর্থাৎ বংশীতে কয়েকটী ছিদ্র থাকে এবং সেই প্রত্যেক ছিদ্র হইতে বিভিন্নরূপ স্বর বহির্গত হয়। কিন্তু সেই সমস্ত স্বরের সম্মিলন হইতে একটী মধুর সুন্দর স্বর উৎপন্ন হয়। তাহার ভাবার্থ এই যে, বিভিন্নরসের সমীকরণ হইতেই এক মধুর সুশ্রাব্য বংশীনিনাদ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। ঠিক এই প্রকার জীবগণ যে সময় সমস্ত বিক্ষিপ্ত-রসের মূলে এক অদ্বিতীয়-রসের অনুভব করিয়া থাকে, তখনই তাহাদের মধ্যে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় ও প্রত্যয় যতই দৃঢ় হইতে থাকে ততই সংসার-বন্ধন শিথিল হইয়া যায় এবং পরিশেষে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া "তত্ত্বং কিমেকং শিবমদ্বিতীয়ং" বলিয়া জীবগণ চিদ্‌ঘনানন্দরসে নিমগ্ন হইয়া যায়। এইজন্যই গোপীগণ বিশ্ববিমোহন মুরলী-ধরের মুরলীরব শ্রবণমাত্রেই সংসারপাশ ছেদন করিয়া তন্ময়তা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে সামান্য মানব বলিয়া বিবেচনা করি-তেন না। তাঁহার প্রকৃত-তত্ত্ব বহু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা অবগত ছিলেন। সেইজন্য যোগিজন-জ্ঞেয় ভগবৎ সন্দর্শনের নিমিত্ত তাঁহারা কাত্যায়নী ব্রত দ্বারা দেবীকে সন্তুষ্ট করিয়া ভগবানের অসীমকৃপার অধিকারিণী হইয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের মধ্যে অসাধারণ ভাব-ভক্তির বিকাশ, তাই তাঁহারা শরীর, মন, প্রাণ দ্বারা আনন্দময়ের পূর্ণানন্দ-রস সর্ব্বস্থলে সমভাবে ভোগ করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করাই ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীহরির স্বভাব। অর্থাৎ যে ভক্ত সাধনাদির দ্বারা যেরূপ অধিকারী হইয়া থাকেন তাঁহাকে সেইরূপ অধিকার প্রদান করা ভগবানের কার্য্য। তাই উন্নত গোপীগণকে বাসনামুক্ত করিবার জন্য ভগবান নন্দনন্দন ক্লীং নাদ গান করিয়া ভক্তের বাসনা পূর্ণ করি-লেন। পূর্ব্বশ্লোকে এই বীজকে কামবর্দ্ধক বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে; বস্তুতঃ ইহা যখন কামবীজ তখন ইহার দ্বারা কামের বৃদ্ধি হওয়াই সঙ্গত। পরন্তু এ কাম সাধারণ কাম-শব্দ-বাচ্য নহে—এখানে সমস্ত কামনার লয় হইয়া থাকে। ইহাতে বৈষয়িক কামনার স্থান নাই; পরন্তু ভগবৎপ্রাপ্তির কামনাই কাম-পদ-বাচ্য।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

বস্তুতঃ ইহা কামের স্বরূপ নহে—ইহার অপর নাম প্রেম। তাই বৈষ্ণব-কবি গাহিয়াছিলেন—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

অতএব অনঙ্গবর্দ্ধন শব্দে প্রেম-বর্দ্ধন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বহু টীকাকার ইহাই সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। গোপীগণ কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী হইয়া কিরূপে সংসার-বিরাগিণী হইয়াছিলেন পূর্ব্বশ্লোকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে—

"অন্যোঽন্য মলক্ষিতোদ্যমাঃ"

যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই পরস্পর পরস্পরকে গোপন করিয়া প্রেমময়ের বংশীনিনাদের সঙ্গে সঙ্গেই প্রিয়তমের দিকে ধাবিত হইলেন; কেহ কাহাকেও জানাইয়া গেলেন না। বস্তুতঃ সংসার-বিরাগী মুমুক্ষু যখন আনন্দকন্দ ভগবানের অন্বেষণের জন্য সংসারমার্গ হইতে বহির্গত হয় তখন এইরূপ গুপ্তভাবেই বহির্গত হয়। মিত্রগোষ্ঠীকে জানাইয়া, প্রীতিভোজ সম্পাদন করিয়া, পুত্রকলত্রের বিষয়-বিভাগ করিয়া বহির্গত হন না। শাস্ত্রও তাই বলেন—

"যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।"

যখনই বিরাগ উপস্থিত হয় তখনই সংসারত্যাগ করিয়া বহির্গত হইতে হয়। তাই প্রেমোন্মত্তা গোপীগণ কাহারও অপেক্ষা না করিয়া—সংসারবন্ধন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া পরমপতির চরণারবিন্দসমীপে উপস্থিত হইলেন। গোপীগণ কিরূপ অবস্থা হইতে কিরূপে সংসারত্যাগ করিলেন ভাগবতে তাহার সুস্পষ্ট বর্ণন আছে। যথা—

দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাঽপরা যযুঃ॥
পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্॥
লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ॥
তা বার্য্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাঽপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

কেহ দুগ্ধ দোহন করিতেছিলেন, দুগ্ধপাত্র ত্যাগ করিয়া ছুটিলেন; কেহ পায়স প্রস্তুত করিতেছিলেন, প্রস্তুত হইতে না হইতেই চলিয়া গেলেন; কেহ অন্ন পরিবেশন করিতেছিলেন, কেহবা সন্তানকে স্তন পান করাইতেছিলেন, কেহ বা পতিসেবা করিতেছিলেন, কেহ ভোজন করিতেছিলেন, কেহ বা অঙ্গে চন্দন লেপন করিতেছিলেন, কেহ অঙ্গ মার্জ্জন করিতেছিলেন, কেহ বা নেত্রে অঞ্জন ধারণ করিতেছিলেন, এইরূপে যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই চলিয়া গেলেন। কেহ বস্ত্র পরিধান করিতেছিলেন, বংশীরবে মন প্রাণ আকুল হওয়াতে এক অঙ্গের বস্ত্র অন্য অঙ্গে পরিধান করিয়াই দৌড়িলেন—পিতা, মাতা, পতি, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণের বহু নিষেধ সত্ত্বেও সর্ব্বচিত্তাকর্ষক পরমেশ্বরের আকর্ষণে স্থির থাকিতে পারিলেন না। সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গোপীগণ পরম-পতি সমীপে উপস্থিত হইলেন। এইরূপ বর্ণনার দ্বারা গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, মুমুক্ষু সাধকের হৃদয়ে যখন প্রবল বিরাগ উপস্থিত হয়, তখন সে জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম ও শরীর ধর্ম্ম সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বধর্ম্মাশ্রয় ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। গোপীগণ প্রথমে দুগ্ধ-দোহনাদিরূপ জাতিধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন; পরে বন্ধু, ভৃত্য, শিশু, পিতা, মাতা, পতি প্রভৃতি ত্যাগরূপ লোকধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন; পরে অশন, লেপন প্রভৃতি ত্যাগের দ্বারা ভোগত্যাগ দেখাইলেন। এইরূপ ভোগত্যাগের দ্বারা দেহের প্রতি উপেক্ষা স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়ে। পরিশেষে বিপরীত বসন ভূষণ ধারণের দ্বারা দেহবিস্মৃতি এবং বন্ধুবান্ধবের নিষেধ উপেক্ষা দ্বারা লাজ, মান ও অভিমান ত্যাগ দেখাইয়া গোপীগণ সর্ব্বশেষে প্রিয় দেবতার জন্য শরীর পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহারই নাম সংসার-বিরাগ, ইহাই ভক্তের ভগবানের প্রতি পরানুরক্তি। বিশেষতঃ বাসনার আদি নাই, ভোগের দ্বারা কখনও বাসনার পরিতৃপ্তি হয় না।

> ন জাতু কামঃ কামানা মুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ঃ এবাভিবর্দ্ধতে॥

উপভোগের দ্বারা কাম-বাসনা পরিতৃপ্ত হয়না। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় ইহা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কেহ যদি মনে করেন যে, সংসারের সমস্ত বাসনা

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

পূর্ণ হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিব, তাহা হইলে তিনি কখনও সন্ন্যাসী হইতে পারিবেন না। কর্ম্মের উপর কর্ম্মের তরঙ্গ উঠিবে—নব নব কর্ম্ম হইতে নব নব বাসনার উৎপত্তি হইবে; কর্ম্মের বা বাসনার সমাপ্তি কখনও হইতেই পারেনা। সেই জন্য গোপীরা যিনি যে-কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি সেকর্ম্ম পূর্ণ না করিয়াই চলিয়া গেলেন। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও গোপীরা চলিয়া গেলেন; ইহার দ্বারা ইহাও সূচিত হইতেছে যে, গোপীগণের বিষয়ের প্রতি মোহ আদৌ ছিল না। মোহগ্রস্ত বিষয়ী লোক বৈরাগ্যবান্ সাধককে সংসার ত্যাগ করিতে নিষেধই করিয়া থাকেন; কিন্তু মুমুক্ষু সে নিবারণে ভ্রূক্ষেপও করেন না।

এইরূপে গোপীগণ ভগবৎ-প্রাপ্তিকামনায় সংসার ত্যাগ করিলেন সত্য, কিন্তু ইহার পরে কত বাধা—কত বিঘ্ন—কত পরীক্ষার উপরে পরীক্ষা—ভাগবত তাহাই বর্ণন করিতেছেন ঃ—

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ।
ব্রজস্যাঽনাময়ং কচ্চিদ্ ব্রূতাগমন কারণম্॥
রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ॥
মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃষ্ণং বন্ধুসাধ্বসম্॥
তদ্‌যাত মা চিরং গোষ্ঠং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত॥
অথবা মদভিস্নেহাদ্ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ।
আগতা হ্যুপপন্নং বঃ প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ॥
ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ! প্রজানাঞ্চাঽনুপোষণম্॥
দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভি র্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী॥
অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র ঔপপত্যং কুলস্ত্রিয়ঃ॥

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানাৎ ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥

গোপীগণকে সমাগত দেখিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যেন একটু বিস্মিত হইয়া কহিলেন—গোপীগণ! তোমাদের সুখে আগমন হইল ত? বল, তোমাদের কি প্রিয়কার্য্য করিতে হইবে? ব্রজের সব কুশল ত? সহসা তোমাদের এখানে আসিবার কারণ কি? হিংস্রজন্তুসমাকুলা ভীষণা রজনী! এস্থলে তোমাদের অবস্থান করা কর্ত্তব্য নয়। ব্রজধামে ফিরিয়া যাও—তোমাদের পতি, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধুগণ তোমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া কতই চিন্তা করিতেছেন, গৃহে ফিরিয়া গিয়া তাঁহাদের সেবা কর; বালক ও গোবৎসগণ রোদন করিতেছে, তাহাদিগকে দুগ্ধ প্রদান কর। এস্থানে থাকা তোমাদের কোনরূপে কর্ত্তব্য নহে। অথবা আমার প্রতি সাতিশয় অনুরাগ বশতঃ যদি এখানে উপস্থিত হইয়া থাক তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। যেহেতু সাংসারিক জীব-মাত্রেই আমার (পরমাত্মার) প্রতি প্রেম করিয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক। তথাপি তোমাদের গৃহ-প্রত্যাগমন করা কর্ত্তব্য। এইরূপে দৃষ্টভয় অর্থাৎ হিংস্রজন্তু প্রভৃতির এবং বন্ধুগণের চিন্তা প্রভৃতির ভয় দেখান সত্ত্বেও গোপীগণ যখন প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না, তখন তাঁহাদিগকে অদৃষ্ট অর্থাৎ পরলোকাদির ভয় দেখাইয়া নিবৃত্ত করিতেছেন। অকপট ভাবে পতিসেবা করা এবং পতির বন্ধু ও অন্যান্য আশ্রিতগণের প্রতিপালন করাই স্ত্রীলোকের মুখ্য ধর্ম্ম। পতি দুঃশীল, ভাগ্যহীন, বৃদ্ধ, জড়, রোগী এবং নির্ধন হইলেও স্ত্রীর ত্যাগ করা উচিত নহে। একমাত্র পতিসেবার দ্বারাই স্ত্রী পরলোকে সুখ লাভ করিয়া থাকে। পরপতির সেবা করা কুলস্ত্রীগণের পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অধর্ম্মকর। ইহাতে ইহলোকে অকীর্ত্তি এবং পরলোকে ভয়াবহ নরক ভোগ হইয়া থাকে। আমার নাম শ্রবণ, মানসপটে আমার মূর্ত্তি দর্শন এবং ধ্যানাদি দ্বারা আমার উপরে যেরূপ প্রগাঢ় ভাবের উদয় হইয়া থাকে—আমার সমীপস্থ হইলে সেরূপ হয় না; অতএব গৃহে গমন করিয়া গৃহ হইতেই আমার ভজনা করা তোমাদের কর্ত্তব্য। ধর্ম্মমার্গ কত কঠিন হইতে কঠিনতর, কত বিপদসঙ্কুল, কত সহস্র সহস্র বাধা বিঘ্ন পরিব্যাপ্ত, প্রতি পদে পদে কত পরীক্ষার উপর

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ভীষণতম পরীক্ষা, চিত্তের কি প্রকার দৃঢ়তা থাকিলে, কত স্থৈর্য্য কত ধৈর্য্য কত প্রবল অনুরাগ থাকিলে সাধক ধীরে ধীরে দুশ্ছেদ্য—অভেদ্য মায়ার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, ইহাই এই সমস্ত শ্লোকের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। গৃহত্যাগ মাত্রেই পরাবৈরাগ্য বা মুক্তির অধিকারী কেহ হইতে পারেন না। মায়ারূপিণী রজনীতে হিংস্রজন্তুরূপ প্রবলতম ষড়রিপু বিদ্যমান; যাহাদের প্রকোপে কত সাধু, কত দেশমান্য, কতশত ক্ষণিক বিরাগী মহাত্মাও স্খলিত চরণে আপনার উর্দ্ধতন পথ রোধ করিয়া অধস্তন পথ পরিষ্কার করিতেছেন। "আমি বিবেচনা না করিয়া কেন গৃহত্যাগ করিলাম! আমার পিতা মাতা না জানি আমার বিরহে কতই ক্রন্দন করিতেছেন, সহধর্ম্মিণী পতিব্রতা মদেকজীবিতা সতী স্ত্রীর গতি কি হইবে—কে পুত্রের শিক্ষাভার গ্রহণ করিয়া সুশিক্ষিত করিবে—কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; পুনরায় গৃহে ফিরিয়া যাইব, অথবা উপায়ান্তর কি আছে?" এইরূপে বিশ্ববিমোহিনী মহামায়ার মোহিনীশক্তি অল্প-বিরাগী গৃহত্যাগীর চিত্তকে আন্দোলিত করিয়া পরিশেষে পুনরায় সংসার-সমুদ্রে ডুবাইয়া ক্রীড়াপুত্তলী করিয়া তুলে। কিন্তু যাহার প্রাণের বল আছে—জন্মজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে যাঁহার হৃদয়ে প্রবল বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে—তিনি মহামায়ার এই মায়ায় ভুলিয়া যান না; অজস্র বিপদকেও তিনি হেলায় অতিক্রম করিয়া ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হন এবং অন্তে পরমানন্দময় ব্রহ্মানন্দে বিলীন হইয়া অনন্ত সুখের অধিকারী হইয়া থাকেন। গোপীগণের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। ইহাঁরাও দুরত্যয় মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া মায়াতীত পরমেশ্বরের অন্বেষণে যাইতেছেন, তাই ভগবান তাঁহাদের দৃঢ় অনুরাগ পরীক্ষা করিবার জন্য ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক ভয় দেখাইলেন। প্রথমতঃ হিংস্রজন্তু ও অপত্য-পালনাদির ভয় এবং পশ্চাৎ পাতিব্রত্য ধর্ম্মের বর্ণন দ্বারা পরলোকাদির ভয় দেখাইয়া প্রত্যাগমনের আদেশ করিলেন। শেষোক্ত শ্লোকদ্বয়ের দ্বারা পরীক্ষার চরম পরাকাষ্ঠা দেখান হইল। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা জ্ঞানে ভজনা করিতেন। তাহা ভুলাইবার জন্য—শ্রীকৃষ্ণ সামান্য মানব, তাঁহার সহিত প্রেম করিলে উপপতির সেবা করা হয় এবং তাহাতে ঘোর অপযশ ও নরক লাভ হইবে—উপদেশ দেওয়া হইল এবং পরাভক্তিলভ্য সান্নিধ্য-

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

প্রাপ্তি-রূপ উপাসনা হইতে বিরত করিবার জন্য শ্রবণ কীর্ত্তনাদি গৌণ-ভক্তিতেই সন্তুষ্ট থাকিতে উপদেশ করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ঠিক এইরূপ একটী লীলা বর্ণিত আছে।

সখাগণের সহিত গোচারণ করিতে করিতে একদিন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অতি দূর বনে গমন করিয়াছিলেন। দিবা অবসন্নপ্রায়। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর গোপ-বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভোজনের প্রার্থনা করিলে, তিনি সন্নিহিত ব্রাহ্মণ-পল্লীতে ভিক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। যজ্ঞে ব্রতী থাকা প্রযুক্ত ব্রাহ্মণগণ ভিক্ষা প্রদান করিলেন না। বিফলমনোরথ হইয়া গোপ-বালকগণ প্রত্যাগত হইলে "ক্ষুধায় কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অন্ন চাহিতেছেন, এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের নিকটে যাচ্ঞা করিবে" এইরূপ উপ-দেশ দিয়া পুনরায় তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিবা-মাত্র ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ সিন্ধুগামিনী নদীর ন্যায় আকুলা হইয়া পতি, ভ্রাতা, পিতা প্রভৃতির বহু নিষেধ সত্ত্বেও বিবিধ ভোজ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং মুনিমনোমোহন মনোহর মূর্ত্তিদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চরণারবিন্দে নিজ নিজ অভিপ্রায় জানাইয়া দীনতার সহিত আত্মসমর্পণ করিলেন। ভগবানও গোপীগণের ন্যায় তাঁহাদিগকে স্বাগত প্রশ্নাদি করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। তাঁহারা ক্ষুব্ধচিত্তে শ্রীচরণাশ্রয়ে থাকিবার জন্য পুনঃ পুনঃ সকরুণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোপীগণকে যেরূপ উত্তর করিয়াছিলেন, তদ্রূপই বলিলেন—

পতয়ো নাভ্যসূয়েরন পিতৃভ্রাতৃসুতাদয়ঃ।
লোকাশ্চ বো ময়োপেতা দেবা অপ্যনুমন্যতে॥
ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ।
তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ॥

তোমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া পিতা, মাতা, পতি, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজন সকলেই কুপিত হইবেন, অতএব তোমরা শীঘ্রই গৃহে প্রত্যাগমন কর। তোমাদের এখানে থাকিবার কোনও প্রয়োজন নাই। আমার প্রতি

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

চিত্ত সমর্পণ করিয়া রাখিতে পারিলেই ভবিষ্যতে আমাকে পাইতে পারিবে। ভগবানের এইরূপ ধর্ম্মমূলক বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করিবার ক্ষমতা ছিল না। যদিও সামান্য বৈরাগ্যবশতঃ তাঁহারা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, কিন্তু লোকভয়, সমাজভয় ও ধর্ম্মভয় তাঁহাদের সে পথে কণ্টকস্বরূপ হইল। তাই সামান্য পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গোপীদিগের প্রাণে কিন্তু সে সমস্ত ভয় আদৌ ছিল না। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ-বাসনা বহু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা ত্যাগ করিয়াছিলেন; ধন-জন-যৌবন, মন-প্রাণ, শরীর সমস্তই তাঁহারা ভগবানে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিজের বলিতে কিছুই ছিল না। তাই ভগবানের ধর্ম্মমূলক বাক্যে নিবৃত্ত না হইয়া দুঃখিত চিত্তে অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া গদ্গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—

মৈবং বিভোঽর্হসি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং,
সন্ত্যজ্য সর্ব্ব বিষয়াংস্তব পাদমূলম্,
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ! মা ত্যজাঽস্মান্,
দেবো যথাঽঽদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্॥
যৎপত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ!,
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে,
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥
কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্!,
নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিম্।
তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর! মা স্ম ছিন্দ্যা,
আশাং ভৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র!॥

হে বিশ্বব্যাপক পরমাত্মন্! আমাদের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরবাক্য প্রয়োগ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আমরা যে সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তোমারই চরণযুগল অবলম্বন করিয়াছি। আদিপুরুষ ভগবান্ যেরূপ

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

মুমুক্ষুদিগকে ত্যাগ না করিয়া কৃপাপূর্ব্বক আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকেন, আপনিও তদ্রূপ আমাদিগকে ত্যাগ না করিয়া আপনার রাতুল চরণে শরণ প্রদান করুন। স্ত্রীলোকের পতি, পুত্র ও বান্ধবগণের সেবারূপ মুখ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে ধর্ম্মবান আপনি যাহা আদেশ করিয়াছেন, সে উপদেশ আপনারই চরণে সমর্পিত হইল। হে পরমাত্মন্! যেহেতু আপনি সমস্ত প্রাণীর আত্মা এবং বন্ধু, এই জন্যই আপনি প্রিয়তম। হে আত্মস্বরূপ! সুচতুর জ্ঞানিগণ আপনার প্রতিই প্রেম করিয়া থাকেন। পতি, পুত্র প্রভৃতি নিখিল সাংসারিক পদার্থই অনিত্য সুতরাং দুঃখপ্রদ। হে পরমেশ্বর! হে পদ্মপলাশলোচন! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। আমাদের যে আশালতা আপনার চরণযুগলকে আশ্রয় করিয়া আছে, তাহা ছিন্ন করিবেন না। বৈরাগ্যবান্ সাধক যে সময় সংসার ত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত বিশ্বমোহিনী মায়ার মোহিনীশক্তি দ্বারা পীড়িত হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়েন, "কেমন করিয়া প্রবলতম কামাদি রিপুকে দমিত করা যাইবে? অনাদি-বাসনা সংস্কার-জনিত সংসার-বন্ধন কিরূপে ছুটিবে?" ইত্যাদি নানাবিধ চিন্তায় যখন সাধকের চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, ইহাই ভগবানের পরীক্ষা গ্রহণের সময়। সে সময় যদি চিত্তের প্রবলতম দৃঢ়তা বা পূর্ণবিরাগ না থাকে, তবে ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের ন্যায় কোনও না কোনও প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া সাধকের পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যদি সৎপ্রারব্ধের প্রভাবে সাধকের হৃদয়ে পূর্ণভাবে প্রবল বিরাগ বদ্ধমূল হইয়া থাকে, সাধকের আপনার বলিতে যাহা কিছু আছে এমন কি স্বীয় অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভগবানে বিলুপ্ত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে সহস্র সহস্র পরীক্ষাও তাঁহার উন্নতিমার্গে বাধা প্রদান করিতে পারে না, তিনি অনায়াসে সমস্ত পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমশঃই ভগবদ্ভাব-বিহ্বল-চিত্তে প্রেমাশ্রু-পুলকিত হৃদয়ে সর্ব্বান্তর্য্যামীর চরণ-কমলে স্বীয় অন্তরাত্মাকেও বিলীন করিয়া দেন এবং অনুপমেয় ভগবৎকৃপার অধিকারী হইয়া থাকেন। গোপীগণও ঠিক এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়া-ছিলেন; সেই জন্য সামান্য পরীক্ষায় স্খলিত না হইয়া ভক্ত সাধুর মত কাঁদিতে কাঁদিতে কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বিভু, ব্যাপক, পরমাত্মা ইত্যাদি সম্বোধনে সম্বোধিত করিয়া-

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ছেন এবং ভগবান মুমুক্ষুগণকে যেরূপ কৃপা প্রদান করেন, তদ্রূপ কৃপা আমাদের প্রতি প্রদর্শন করা হউক ইত্যাদি দৃষ্টান্ত-মুখে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণে গোপীগণের পরমাত্মজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল এবং গোপীগণ সামান্য কাম-সুখের প্রার্থিনী ছিলেন না; কিন্তু মুমুক্ষুর প্রার্থনীয় দেবদুর্লভ কৃপার ভিখারিণী ছিলেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্লোকে গোপীগণ উপনিষদ্ এবং গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুযায়ী ধর্ম্মাধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, পতি পুত্রাদি স্বজন বান্ধবগণকে ত্যাগ করাতে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র পাপস্পর্শ হয় নাই। যে হেতু বৃহদারণ্যকোপনিষদে লিখিত আছে যে—

"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি, ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি, ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরো যদয়মাত্মা, আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ,তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥"

পতির আনন্দের জন্য পতি প্রিয় হ'য়েন না, কিন্তু আত্মার আনন্দের নিমিত্তই পতি প্রিয় হইয়া থাকেন। স্ত্রীর সুখের জন্য স্ত্রী প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার আনন্দের জন্যই স্ত্রী প্রিয় হইয়া থাকে। পুত্রের সুখের জন্য পুত্র প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার সুখের জন্যই পুত্র প্রিয় হইয়া থাকে। সংসারের জন্য সংসার প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার জন্যই সংসার প্রিয় হইয়া থাকে। এই জন্য পতি, পুত্র, ধন ও সংসার সকলের মূলীভূত এক আত্মা বিরাজমান; অতএব আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। এইরূপে আত্মা যখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম, তখন তাঁহাকেই দর্শন করা উচিত, তদ্বিষয়েই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন কর্ত্তব্য। আত্মাকে জানিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। দুঃখময় সংসার হইতে উদ্ধার হইবার অন্য কোনও উপায়ান্তর নাই। অতএব সংসারে আত্মা হইতে প্রিয়তম বস্তু যখন কিছুই নাই,

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

সাংসারিক সমস্ত প্রীতিই যখন আত্মপ্রীতির কার্য্যস্বরূপ, তখন সকল প্রাণীর মধ্যে ব্যাপক পরমাত্মাতে প্রীতিস্থাপন করিতে পারিলেই সমস্ত জীবের প্রতি প্রেম করা হইল। যেমন কোনও বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচন করিলে শাখা-প্রশাখায় পুনরায় জলসেক করিতে হয় না, তদ্রূপ সংসার-মহীরুহের মূলস্বরূপ নিত্যানন্দময় ভগবানের প্রতি প্রেম করিতে পারিলে অনিত্য পতি-পুত্রাদির সহিত প্রেম করিবার প্রয়োজন হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও সাধারণ মনুষ্য বা উপপতি ছিলেন না, তিনি সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা। জীবগণের অন্তরাত্মস্বরূপ, জাগতিক পতিগণের পরম-পতি, সর্ব্বাশ্রয় এবং সর্ব্বভূতস্থিত জগদীশ্বর। তাই গোপীগণের প্রেম ও আত্মসমর্পণ—পরমপতি পরমেশ্বরে সমর্পিত। সুতরাং সাধারণ গৃহস্থোচিত পতিপুত্রাদির প্রতি কর্ত্তব্যপালনও তাঁহাদের অবশিষ্ট ছিল না। যেহেতু ভগবান নিজ মুখেই প্রকাশ করিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহন্ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

লৌকিক সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অদ্বিতীয় একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও; সাধারণ ধর্ম্মত্যাগ হেতু যদি সামান্য পাপ হইয়া থাকে, তবে আমি তোমাদিগকে সে পাপ হইতে মুক্ত করিব। জগতের মধ্যে একমাত্র আদর্শ-রূপিণী নিষ্কলঙ্কচরিত্রা গোপকুল-রমণীই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই সত্য সরস সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভগবানের সমস্ত কৌশল, ছলনা, চাতুর্য্য গোপী প্রেমের নিকট একেবারে নিষ্ফল হইয়া গেল। কষিত কাঞ্চন যেরূপ ক্রমশঃই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে থাকে, পরীক্ষা দ্বারা গোপী-প্রেমও তদ্রূপ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে হইতে অনন্ত, অসীম হইয়া অনন্তের চরণে মগ্ন হইয়া গেল। ভগবানও প্রসন্ন হইলেন। যথা—

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপী রাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ ॥

যোগেশ্বরেশ্বর আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোপীগণের কান্তাভাবোচিত বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া স্ব স্বরূপে স্থিত হইয়া তাঁহাদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করিলেন।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

এতদ্বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নির্লিপ্ততা, এবং স্ব স্বরূপে অবস্থান, শ্লোকান্তর্গত আত্মারাম এবং যোগেশ্বর এই বিশেষণদ্বয়ের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রেম লাভ করিয়া গোপীগণের হৃদয়মধ্যে যখন অভিমান উপস্থিত হইল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তখন তাঁহাদের দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। যথা—

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্যমানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥

গোপীগণের সৌভাগ্যগর্ব্ব এবং অভিমান জানিতে পারিয়া তাহার বিনাশের জন্য ভগবান কেশব সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। সংসার বড়ই বিচিত্র স্থল! লীলাময়ী প্রকৃতির লীলা মনুষ্য বুদ্ধিরও অগম্য। জীব যতই উন্নত অবস্থায় স্থিত হউক না কেন, যখন এই মায়াময় সংসারে আসিয়া মায়াময় শরীর ধারণ করিতে হয়, তখন আর সেরূপ অবস্থা থাকে না, প্রায়ই প্রকৃতি-সংসর্গ-বশতঃ মোহাবৃত হইয়া প্রকৃতির অধীন হইয়া পড়ে। পূর্ব্বজন্মে গোপীগণ জ্ঞানময় ঋষি ও জ্ঞানাধার শ্রুতিরূপিণী থাকিলেও স্থূল শরীরের সংসর্গ একেবারে বিনষ্ট হইল না, তাঁহাদের মধ্যেও অভিমান উপস্থিত হইল। পরন্তু ভক্তবৎসল অগতির গতি ভগবান নিজাশ্রিত ভক্তগণের ভক্তিপথের কণ্টকস্বরূপ সে অভিমান রাখেন না। ভক্ত যখন আপনার সমস্তই ভগবানে সমর্পণ করেন, তখন ভগবানকে তাঁহার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, সকল সময়েই তিনি ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ান। তাই গোপীগণের দুর্ম্মদ অভিমান বিনাশের জন্য তাঁহার অন্তর্ধান এবং অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া গোপীগণের মান অভিমান সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল। যথা—

অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ।
অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যূথপম্ ॥

সহসা ভগবান তিরোহিত হইলে, গজরাজের অদর্শনে করিণীর ন্যায় গোপীগণ অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আত্মহারা পাগলের ন্যায় সম্মুখে যাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা,
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনং।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্॥

তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে বন হইতে বনান্তরে প্রিয়তমের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র বিরাজিত নিত্যনিরঞ্জন পরমেশ্বরের জন্য বনস্পতি সমূহকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কোথাও অশ্বত্থ, কোথাও কুরুবক, কোথাও অশোক পুন্নাগ, আবার কোথাও চম্পক, কোথাও বা গোবিন্দ-প্রিয়া তুলসী, কোথাও মল্লিকা এবং কোথাও বা মালতী, এইরূপে যাঁহাকে যেখানে দেখিতে পাইলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া সকরুণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তোমরা কি বলিতে পার, মনঃ-প্রাণ-হারী ব্রজ-বিনোদ-বিহারী কোথায় গিয়াছেন? এইরূপে দুর্ব্বাদল-শ্যাম ধরিত্রীকে দেখিয়া গোপীগণ বিবেচনা করিলেন যে, ইহা দুর্ব্বাদল নহে—কিন্তু দুর্ব্বাদলশ্যাম শ্যাম-চাঁদের চরণস্পর্শ জনিত রোমাঞ্চ! তাই তাঁহার নিকটে অনুসন্ধান মিলিবে মনে করিয়া পৃথিবীকে বলিতেছেন—

কিন্তে কৃতং ক্ষিতি! তপো বত কেশবাঙ্ঘ্রি-
স্পর্শোৎসবোৎ পুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি।
অপ্যঙ্ঘ্রিসম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদ্বা
আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন॥

হে পৃথিবি! না জানি তুমি কত সুদুশ্চর তপশ্চরণ করিয়াছ তাই ভগবানের চরণ-কমলস্পর্শে তোমার শরীরে রোমাঞ্চোদ্গম হইয়াছে! সত্য করিয়া বল দেখি, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কি এমনি চরণস্পর্শে তোমাকে ধন্য করিয়া এই পথ দিয়া গিয়াছেন! তাই রোমাঞ্চ হইতেছে? অথবা বামনাবতারে ভগবান তোমাকে স্পর্শ করিয়া চরিতার্থ করিয়াছিলেন? কিম্বা তাহারও পূর্ব্বে বরাহাবতারে ভগবান তোমার অঙ্গে বিচরণ করিয়াছিলেন; তাই তাঁহারই চরণ স্পর্শে তোমার এ রোমাঞ্চ?

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

এই শ্লোকের ভাবার্থে অন্যান্য সমস্ত অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অবতার, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই সমস্ত অবতারের মূল কারণ; গোপীগণও তাহা জ্ঞাত ছিলেন, 'ইহাই প্রতিপন্ন হয়। গোপীগণের এরূপ অবস্থা ভক্তের অনুতাপাবস্থা। শাস্ত্রমধ্যে এরূপ অবস্থার অসীম মহিমা কীর্ত্তিত আছে। বস্তুতঃ এইরূপ অনুতাপাশ্রুজলে ভক্তের সমস্ত চিত্তমল বিধৌত হইয়া, চিত্ত স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হইয়া উঠে। ভক্তমানসবিহারী শ্রীহরি স্বীয় অঙ্গকান্তিতে দশদিক আলোকিত করিয়া মনোহর মূর্ত্তিতে ভক্তের হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। এই জন্যই যোগদর্শনে বলা হইয়াছে যে—

তীব্রসংবেগানামাসন্নতমঃ।

ভক্তের চিত্তে ভগবানের দর্শনোৎসুক্য যখন প্রবলতম হইয়া, উঠে তখনই ভগবানের দর্শন হয়। এইরূপে অনবরত শ্রীকৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ-ভাবে তন্ময় হইয়া গেলেন। আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হইল। নিজেকেই শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া ভগবানের বাল্যলীলা সমূহ আচরণ করিতে লাগিলেন। যথা—

ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ॥
কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎ স্তনম্।
তোকায়িত্বা রুদত্যন্যা পদাহহন শকটায়তীম্॥
মা ভৈষ্ট বাতবর্ষাভ্যাং তত্ত্রাণং বিহিতং ময়া।
ইত্যুক্তৈকেন হস্তেন যতন্ত্যুন্নিদধেঽম্বরম্॥
আরুহ্যৈকা পদাঽঽক্রম্য শিরস্যাহাঽপরাং নৃপ!।
দুষ্টাহে! গচ্ছ জাতোঽহং খলানাং ননু দণ্ডধৃক্॥

কৃষ্ণান্বেষণ-কাতরা গোপীগণ উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিলাপ করিতে করিতে কৃষ্ণ-ভাবে তন্ময় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ আচরণ করিতে লাগিলেন। কেহ পূতনা হইলেন, কেহ কৃষ্ণ হইয়া তাঁহার স্তনপান করিতে লাগিলেন। কেহ শকটাসুর হইলেন, অন্য গোপী কৃষ্ণ হইয়া চরণদ্বারা

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

আঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কেহ বা গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলার অনুকরণ করিতে গিয়া স্বীয় বস্ত্র একহস্তে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন এবং অপর হস্তের দ্বারা বাতবর্ষার জন্য তোমাদের কোনও ভয় নাই, আমি তোমাদের সকল বিপদ দূর করিতেছি বলিয়া অন্যান্য গোপীদিগকে অভয় দিতে লাগিলেন। কোনও গোপী অপরের মস্তকে আরোহণ করিয়া—অরে দুষ্ট কালীয় নাগ! দূর হও, দুষ্টগণকে দণ্ড দান করিবার নিমিত্তই সংসারে আমার আবির্ভাব হইয়াছে,—এইরূপে ভগবদ্ভাবে তন্ময় হইয়া গোপীগণ নানাবিধ লীলা করিতে লাগিলেন। ধ্যানের পরিণতাবস্থায় ভক্তও এইরূপ ভগবানের ভাবে বিভোর হইয়া তন্ময় হইয়া যান। গোপীগণেরও এখন ঠিক সেইরূপ অবস্থা। এ অবস্থায় ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয় পৃথক পৃথক থাকে। সেই জন্যই গোপীগণের ধ্যেয় ইষ্টবস্তু ভগবান, গোপীগণ হইতে দূরে অবস্থান করিতেছিলেন; কিন্তু ক্রমেই যখন গোপীগণ ব্যাকুল চিত্তে রোদন করিতে করিতে তন্ময় হইয়া গেলেন, তখন আর সে পৃথক্‌ভাব থাকিল না, তখন তাঁহারা নিজেকেই ভগবান মনে করিতে লাগিলেন এবং তদনুরূপ লীলা করিতে লাগিলেন। তন্ময়তার পরাবস্থাতেই ভগবানের দর্শন পাওয়া যায়। সেই জন্য গোপীগণ পরক্ষণেই ভগবানের চরণচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। যথা—

এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাস্তরূন্।
ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ॥

এইরূপে বৃন্দাবনের লতা ও তরুনিচয়কে প্রিয়তমের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে কিয়দ্দূরে গিয়া গোপীগণ পরমাত্মার চরণ-চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। ভক্ত যে সময় ভগবানের ধ্যান এবং তন্ময়তা দ্বারা আনন্দময়ের সামান্যমাত্র সুখাভাস অনুভব করিতে থাকেন, তখন ক্রমশঃই তাঁহার চিত্ত ভগবৎসন্দর্শনের নিমিত্ত ব্যাকুল এবং ভগবদ্ভাবে বিহ্বল হইয়া উঠে। সে সময় ভক্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইয়া দরদরিত নেত্রে ভগবানের আগমন প্রার্থনা করিয়া থাকেন এবং তাঁহারই গুণগানে নিরত থাকেন। গোপীগণও ঠিক সেইরূপ আচরণ করিলেন। যথা—

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।
তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ॥
পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ॥

গোপীগণ ভগবানে চিত্ত অর্পণ করিয়া তাঁহারই আলাপ, তাঁহারই লীলানুকরণ করিতে করিতে তন্ময় হইয়া গিয়া তাঁহার গুণগান করিতে লাগিলেন। স্বজন, পরিজন, গৃহ, সমস্তই বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া গেল। এইরূপে বৈরাগ্যবান্ সাধকোত্তমের অত্যুত্তম ভাব অনুকরণ করিয়া পরিশেষে কৃষ্ণ-দর্শন-লালসায় যমুনা-তটবর্ত্তিনী হইয়া সমবেত কণ্ঠে সপ্রেম স্তুতি করিতে লাগিলেন। যথা—

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ,
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত! দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-
স্তুয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে॥
শরদুদাশয়ে সাধুজাত সৎ
সরসিজোদর শ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ! তে শুল্কদাসিকা,
বরদ! নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ॥

হে প্রিয় পরমাত্মন্! আপনার বিশ্বপাবন জন্ম দ্বারা ব্রজধামের পরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। দেবী ইন্দিরা নিরন্তর এখানে বিরাজিত রহিয়াছেন। হে দয়িত! দেখুন না কেন! আমরা আপনারই চরণ-সরোজে প্রাণ বাঁধিয়া আপনার দর্শন-প্রতীক্ষায় পথপানে চাহিয়া আছি। শারদীয় সরোবরের প্রফুল্ল নলিনীর ন্যায় আপনার মধুর নেত্রদ্বয়, হে রমণ শ্রেষ্ঠ! বিনামূল্যে ক্রীতদাসী আমাদিগকে বধ করিতেছে। বলুন দেখি! ইহাতে কি হত্যা করা হয় না। এইরূপে ভগবানের রূপ-গুণের প্রশংসা করিতে করিতে গোপীগণ তাঁহার দর্শন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রমধ্যে উপাসনার দুই প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

এক সাকার ও দ্বিতীয় নিরাকার। সাংসারিক রূপ দেখিবার আকাঙ্ক্ষা যতদিন পর্য্যন্ত মানবের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, ততদিন তাঁহার পক্ষে নিরাকারের সাধনা সম্ভবপর হয় না। রূপমধ্যেই তাঁহার চিত্ত তখন ডুবিয়া থাকে; সুতরাং রূপহীনের ধ্যান-ধারণা করিয়া তন্মধ্যে চিত্তের একাগ্রতা করা অসাধ্য হইয়া উঠে। সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ এই জন্যই সাধকের উন্নতিকামনায় অরূপ ও রূপাতীত পরমেশ্বরের রূপকল্পনা করিয়া ধ্যান-ধারণাদি দ্বারা তাঁহাতেই চিত্তের একাগ্রতা-সাধনের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। পরমেশ্বরের অলৌকিক রূপে চিত্ত আকৃষ্ট হইলে সংসারের রূপ তাহার মধ্যে স্থান পায় না। তাহা আপন হইতেই চিত্ত হইতে অপসারিত হইয়া যায়। সাধক ধীরে ধীরে সগুণ পরমেশ্বরে চিত্ত স্থির করিয়া সংসারের লোভ, মোহ, হিংসা, দ্বেষ, রূপ, গুণ, সমস্তই ভুলিয়া যাইতে থাকেন এবং ক্রমেই ইন্দ্রিয়াতীত মনোবুদ্ধির অগোচর নিরাকার পরমাত্মার সাধনে সমর্থ হইয়া থাকেন। সাকার উপসনার ইহাই মুখ্য লক্ষ্য। এই-রূপে ভগবানের সাকার মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে ধ্যানের পরিণতাবস্থায় সেই সাকার মূর্ত্তির দর্শন হইয়া থাকে। গোপীগণও এই প্রকার সাকারোপাস-কের ন্যায় প্রথমে ভগবানের নেত্র, ভগবানের শরীর এবং তাঁহার গুণাবলীর প্রশংসা করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন সাধকের হৃদয়ে জ্ঞান ও ভক্তির ভেদভাব নষ্ট হইয়া যায়, সাধক প্রকৃত পরাভক্তির অধিকারী হইয়া যখন সাকার ও নিরাকার উভয়েরই স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া উভয়েরই সাধনে নিপুণ হইয়া উঠিতে পারেন, তখনই সর্ব্বব্যাপক আনন্দময় পরমাত্মসত্তা ভগবানের যথার্থ দর্শন প্রতি-ঘটে-পটে উপলব্ধি হইয়া থাকে। এইজন্যই গোপীগণ সগুণ মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্
অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে,
সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে॥

হে ভগবন্! আপনি গোপিকানন্দন নহেন; কিন্তু নিখিল জীবের অন্তরাত্মা

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

আপনা কর্ত্তৃকই দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব আপনি সর্ব্বত্র বিরাজিত নিরাকার পরমাত্মা। ব্রহ্মার প্রার্থনায় জগৎ-রক্ষার জন্য আপনি যতুকুলে উদয় হইয়াছেন মাত্র। এস্থানে গোপীগণের হৃদয়ে ভগবানের নির্গুণ নিরাকার সর্ব্ব-ব্যাপক রূপ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল। সাকার নিরাকারের পূজা সম্পূর্ণ হইল। ভক্তি এবং জ্ঞান একাধারে মিলিত হইল। বিশ্বতারণ ভগবানও সেই জন্য তাঁহাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া দর্শন দিলেন।

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥

পীতাম্বর এবং বনমালাধারী সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মৃদুমন্দ হাস্য করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন।

তং বিলোক্যাঽঽগতং প্রেষ্ঠং প্রীত্যুৎফুল্লদৃশোঽবলাঃ।
উত্তস্থুর্যুগপৎ সর্ব্বাস্তন্বঃ প্রাণমিবাঽঽগতম্॥

প্রিয়তম ভগবানকে আসিতে দেখিয়া গোপীগণ আনন্দোৎফুল্লনেত্রা হইয়া উঠিলেন। প্রাণসঞ্চার হইলে শরীর যেমন সচেতন হইয়া উত্থিত হয়, প্রাণাধিক প্রিয়পতির আগমনে তাঁহারাও তদ্রূপ আহ্লাদে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভ্য-র্থনা করিতে লাগিলেন। পরে নিজ নিজ চিত্তবৃত্ত্যনুসারে ভগবানকে স্বাগত করিয়া, দিবাকরনন্দিনী কালিন্দী-পুলিনে গিয়া নিজ নিজ বস্ত্র দ্বারা আসন রচনা করিলেন এবং ভগবানকে তদুপরি বসাইয়া সানন্দে তাঁহার অপরূপ রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন।

গোপীগণ এইরূপ জ্ঞান-মূলিকা ভক্তির দ্বারা ভগবানের সাকার মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন সত্য; কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ভগবানের মনোহর মূর্ত্তি বিশ্বের অনুপরমাণুতে, আকাশে, বায়ুতে, তেজের মধ্যে ও জলের মধ্যে সর্ব্বত্র দৃষ্টিগোচর না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ণানন্দ লাভ হয় না। ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

অনেক জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ফলে জ্ঞানিগণ আমাকে লাভ করিয়া থাকেন। সে সময় তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান্ সর্ব্বব্যাপক আমার বাসুদেব-রূপ দর্শন করিয়া থাকেন্। কিন্তু সেরূপ মহাত্মা সংসারে অতীব দুর্লভ। ইহাই ভক্তি এবং জ্ঞানের চরমাবস্থা। গোপীগণের মধ্যে জ্ঞানের ন্যূনতা এবং ভক্তির পূর্ণতা থাকায় তাঁহারা সর্ব্বব্যাপক ভগবানের পরমানন্দময় রূপ সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেন না। তাঁহারা এক-দেশী সাকার মূর্ত্তিই দেখিতেন ; তবে কোন কোন সময় জ্ঞানের ভাব হৃদয়ে উদয় হইত মাত্র। জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ের পূর্ণতা না হইলে ভক্ত ভগবানের সর্ব্বব্যাপক রূপ দেখিতে পান না। জ্ঞান-জিজ্ঞাসা দ্বারা এরূপ অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

প্রণিপাত, সেবা এবং প্রশ্নের দ্বারা জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। প্রণিপাত এবং সেবা গোপীগণের সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কেবল প্রশ্নই অবশিষ্ট ছিল। সেই জন্য গোপীগণ তাঁহাদের গুরু ভগবানের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—

ভজতোঽনুভজন্ত্যেক এক এতদ্বিপর্য্যয়ম্।
নোভয়াঁশ্চ ভজন্ত্যন্য এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ॥

গোপীগণের জ্ঞান, ভক্তিমূলক থাকায় তাঁহাদের প্রশ্নও ঠিক তদনুসারেই করা হইল। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! বলুন দেখি, এই সংসারে কেহ প্রেম করিলে তাহাকে প্রেম করিয়া থাকে, কেহ বা প্রেম না পাইলেও অপরকে প্রেম করিয়া থাকে ; আবার কেহ বা তদুভয়ের বিপরীত অর্থাৎ প্রেম না পাইলে বা পাইলেও কাহাকেও প্রেম করে না—ইহার কারণ কি? ভগবান তাঁহাদের প্রশ্নে সন্তুষ্ট হইয়া যথাক্রমে উত্তর দিতেছেন—

মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে।
ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ স্বার্থার্থং তদ্ধি নান্যথা॥
ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরো যথা।
ধর্ম্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ॥
ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ।
আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ॥

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

প্রেম করিলে যাঁহারা প্রেম করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রেম-বিক্রেতা। এরূপ প্রেমের মূলে সম্পূর্ণ স্বার্থ নিহিত থাকে ; অতএব তাহাতে ধর্ম্ম হয় না। দ্বিতীয়তঃ, অপরে প্রেম না করিলেও প্রেম করিয়া থাকেন অর্থাৎ পিতা, মাতা প্রভৃতি পুত্রের প্রতি প্রেম করিয়া থাকেন ; এস্থলে পুত্র, পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা না করিলেও পিতামাতার প্রেম পুত্রের উপর সমানভাবেই থাকে। অতএব এরূপ প্রেমের দ্বারা সম্পূর্ণ ধর্ম্ম হইয়া থাকে। আর তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে, প্রেম না করিলে প্রেম করার কথা স্বতন্ত্র, প্রেম করিলেও— কেহ কেহ প্রেম করেন না। সংসারে এরূপ মনুষ্য চারি প্রকারের দৃষ্ট হয় ;—আত্মারাম, আপ্তকাম, অকৃতজ্ঞ এবং গুরুদ্রোহী। যাঁহারা সর্ব্বদা আত্মাতেই রমণ করিয়া থাকেন, এরূপ ব্রহ্মকোটীর জীবন্মুক্ত পুরুষ সর্ব্বদা স্ব-স্বরূপেই অবস্থিত থাকেন ; সংসারের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের আদৌ হয় না ; সেইজন্য অপরে তাঁহাদিগকে প্রেম করিলেও তাঁহারা কাহাকে প্রেম করেন না। আর যাঁহারা নিজের লইয়াই ব্যস্ত, এরূপ স্বার্থান্ধ বিষয়ী লোকের নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধ হইয়া যাইলে তাঁহারাও অন্যের প্রতি প্রেম করিতে ভালবাসেন না। অকৃতজ্ঞ অর্থাৎ কৃতঘ্ন লোককেও প্রেম করিলে সে কাহাকে প্রেম করে না। এইরূপে গুরুদ্রোহী, গুরুর দ্বারা বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াও তাঁহার প্রতি প্রেম করে না। গোপীগণ ভগবানের প্রতি বিশেষভাবে প্রেম করিলেও ভগবান তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহারাও ভগবানকে কৃতঘ্ন বিবেচনা করিতে পারেন বুঝিতে পারিয়া ভগবান তাঁহাদের অজ্ঞানতা বিনাশ করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন যে—

নাহং তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্
ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।
যথাঽধনো লব্ধধনে বিনষ্টে,
তচ্চিন্তয়াঽন্যন্নিভৃতো ন বেদ ॥

এবং মদর্থোজ্ঝিত-লোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতম্,
মাঽসূয়িতুং মাঽর্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ! ॥

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাম্,
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধাঽঽয়ুষাঽপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ,
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

হে গোপীগণ! আমার প্রতি প্রেম করিলেও কখনও কখনও যে আমি তাহাদের প্রতি প্রেম করি না, ইহা দ্বারা আমাকে কৃতঘ্ন বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে। বিরহের দ্বারা প্রেম ঘনীভূত হয় বলিয়াই আমি এরূপ আচরণ করিয়া থাকি। যেমন কোনও দরিদ্র যদি সহসা প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াও দৈব-যোগে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলে, তবে তাহার সমস্ত চিত্তের প্রবৃত্তি যেমন উক্ত ধনের উপরই নিবদ্ধ থাকে, ধনাতিরিক্ত অপর কোনও বস্তুর চিন্তা সে করিতে পারে না; তদ্রূপ আমার বিরহে আমার ভক্তগণের চিত্ত সমস্ত-বৈষয়িক বৃত্তি-শূন্য হইয়া কেবল আমাতেই সমর্পিত হইয়া থাকে। তোমরা আমার প্রেমে বিহ্বল হইয়া সমস্ত সংসার, পরিজনবর্গ, এমন কি ধর্ম্মাধর্ম্ম পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছ; তোমাদের প্রেম যাহাতে ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতালাভ করে, তাহা আমার করা কর্ত্তব্য। তাই আমি অন্তর্হিত হইয়া দূরে থাকিয়া তোমাদের প্রেমের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম, সেজন্য আমার উপর দোষারোপ করা তোমাদের কর্ত্তব্য নহে। আমার প্রতি তোমাদের যে পবিত্র প্রেম, যাহার জন্য তোমরা সুকঠিন সংসারবন্ধনও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়াছ; তোমাদের সে প্রেমের ঋণ চিরকালেও আমি পরিশোধ করিতে পারিব না। তোমরা স্বীয় সাধুতার গুণেই আমাকে তোমাদের প্রেমঋণ হইতে মুক্ত কর। দয়াময় ভগবান এইরূপে দয়াপূর্ণ বচনের দ্বারা গোপীগণকে স্বকীয় তত্ত্ব উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলে—ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে গোপীগণের যে ভ্রম ছিল, তাহা তিরোহিত হইয়া গেল—গোপীগণও পূর্ণ-জ্ঞানের অধিকারিণী হইয়া গেলেন। জ্ঞান ও ভক্তি একাধারে পূর্ণতা লাভ করিল—পরাভক্তির চরম অবস্থা প্রদর্শিত হইল। এই জন্য গোপীগণ এখন, এক শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে না দেখিয়া, চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণরূপী পরমাত্মাকে দেখিতে লাগিলেন। ইহারই নাম রাসলীলা। যথা—

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ॥

যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দুই দুই গোপীর মধ্যে এক এক রূপ ধারণ করিয়া "সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ"—আপনাতেই সমস্ত কাম লয় পূর্ব্বক গোপীদিগকে আনন্দ প্রদান করিলেন। চতুর্দ্দিকে ভগবানের সহস্র সহস্র রূপ প্রকাশিত হইল। জ্ঞানের লক্ষ্য—পরাভক্তির লক্ষ্য—যোগের লক্ষ্য—যে "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্" সর্ব্বত্র ভগবানের দর্শন—গোপীদিগের তাহা সম্পন্ন হইল। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানীর সর্ব্বত্র আত্মদর্শন। গীতাতে বর্ণিত আছে যে—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

যোগযুক্ত মহাপুরুষ চরাচরস্থ সমস্ত ভূতের মধ্যে আত্মাকে এবং স্বীয় আত্মাতে নিখিল ভূতকে সন্দর্শন করিয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপ অবস্থার বিষয় উপনিষদে বর্ণিত আছে। যথা—

ব্রহ্মৈব ইদং অমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণশ্চোত্তরেণ অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং।

আনন্দময় এবং অমৃতময় ব্রহ্ম সর্ব্বত্র এবং সকল দিকে পরিব্যাপ্ত। নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মময়। বেদের এই সুমহান্ ভাব জ্ঞানী ও ভক্ত গোপীগণ অনুভব করিতে লাগিলেন। যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সেই দিকেই রসরূপ পরমাত্মা—আনন্দের সমুদ্র। গোপীগণ—সাক্ষাৎ বৈরাগ্যের মূর্ত্তিময়ী প্রতিমা গোপীগণ—জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির উজ্জ্বল আদর্শরূপিনী গোপীগণ—পূর্ব্বজন্মের সিদ্ধ-ঋষি গোপীগণ এইরূপে সংসার ত্যাগ করিয়া ভগবানের অন্বেষণের জন্য শত সহস্র বাধাবিপত্তি অগ্রাহ করিয়া অন্তে সর্ব্বত্র বিরাজিত আনন্দময় পরমাত্মার দর্শনে ধন্য হইয়া গেলেন—গোপীজন্ম সার্থক হইয়া গেল। কান্তাসক্তি-ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পরমপতি পরমাত্মারূপে অবগত হইয়া তাঁহার শান্তিময় সুশীতল চরণচ্ছায়ায় বিশ্রাম করিবার জন্য গোপীগণ যে কঠোর কাত্যায়নীব্রত আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাও উদ্যাপিত হইল। ব্রহ্মরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণতলে তাঁহারা নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া পরমানন্দরূপ সমুদ্রে, শরীর, মন, প্রাণ—এমন কি জীবাত্মা

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

পর্য্যন্ত বিলীন করিয়া দিয়া মুমুক্ষুর অন্তিম-পদবী লাভ করিলেন। ইহাই ভগবান বেদব্যাস কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে বর্ণিত রাসলীলার যথার্থ স্বরূপতত্ত্ব।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণাবতার ছিলেন। সৎ, চিৎ ও আনন্দ, এই ত্রিবিধ ভাবেরই পূর্ণতা তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে আনন্দভাবের পূর্ণতা প্রকাশ করিবার জন্যই তাঁহার এই আনন্দময় রাসলীলা। যদি তিনি পূর্ণাবতার না হইতেন, তাহা হইলে এরূপ হইতেও পারিত না। অতএব এই গুহ্যাতি-গুহ্য রাসলীলা—নারায়ণাবতার ভগবান বেদব্যাসের আবাল্য-সঞ্চিত তপস্যার অনুভূতিরূপিনী রাসলীলা—জীবন্মুক্ত চিরবিরাগী অবধূতবরেণ্য মহাত্মা শুক-দেবের মুখামৃত-দ্রবসংযুতা রাসলীলা দ্বারা বিশ্বরচয়িতা, জগৎপাতা, পরমপিতা গোপীসুত, পূর্ণাবতার, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অসীম মহিমা প্রকটিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে সে ধর্ম্মভাব নাই, সে বিচারবুদ্ধি নাই, সে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তিরোহিত হইয়াছে; ভীষণ বিষয়-বিষে প্রায় সকলেরই চিত্তবৃত্তি মলিন। পাপের মাত্রাও তাই দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। সদাচার, সাধুসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ, বর্ত্তমান সময়ে অসভ্যতার অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং সাধু-কৃপালভ্য অনেক দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বও অনাদৃত, উপহসিত এবং পরিত্যক্ত হইতেছে। রাস-লীলার যথার্থ-তত্ত্ব অবগত না হইয়া স্বীয় স্বীয় পাপপঙ্কিল ভাবের দ্বারা তদুপরি বিবিধ কলঙ্কারোপণ এবং বিশ্বহিতকারী কল্যাণময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সম্বন্ধে নানারূপ কলুষিতভাব পোষণ করা হইতেছে। এইরূপ অজ্ঞানতা এবং পাপ বৃদ্ধির জন্য ভগবান এবং ধর্ম্মের নামে প্রতিনিয়ত কতশত ঘৃণিত, নিন্দিত, উপেক্ষিত পাপাচরণ হিন্দু-সমাজ-বক্ষে অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং ধর্ম্মজ্ঞানহীন, বিচার-বিমূঢ় হিন্দুজাতি এইরূপ ধর্ম্মের ভানে আচরিত অধর্ম্ম ও পাপকর কর্ম্মের প্রশ্রয় প্রদানেও দ্বিধা বোধ করিতেছেন না! ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা, বিস্ময়ের কথা, লজ্জার কথা এবং অবনতির কথা আর অধিক কি হইতে পারে? অতএব যথার্থতত্ত্বের প্রচার দ্বারা সমাজের এই সমস্ত দোষ জ্ঞাপন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; নচেৎ উন্নতির আশা চিরতরে সমুলোচ্ছেদিত হইয়া যাইবে। হিন্দুর গৌরবরবি হিন্দুর ভাগ্যাকাশে আর কখনও সমুদিত হইবে না।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ত্রিলোকপাবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সুনির্ম্মল চরিত্র এবং বিশ্ববন্দিনী গোপকুলবালাগণের সুমধুর চরিত্র বিশেষভাবে সমালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, তাঁহাদের উপরে যে বৃথা কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করা হয়, তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা-নিবন্ধন। মহৎ চরিত্রে দোষারোপ দ্বারা কখনও উন্নতি হইতে পারে না; পরন্তু উহা দ্বারা অবনতিই ঘটিয়া থাকে। যদিও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্বরূপতত্ত্ব যুক্তি-তর্কের অতীত; তথাপি রাসলীলার মধ্যে বা অন্যান্য কার্য্যে তাহার অনেকটা আভাসই আমরা পাইয়া থাকি। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে—

যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ॥

রাসলীলার সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দুই দুই গোপীর মধ্যে এক এক রূপ ধারণ করিয়া নিজেকে সহস্রভাগে বিভক্ত করিলেন এবং যে সমস্ত গোপী স্বজন-বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া রাসলীলার রাত্রিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেই সমস্ত গোপীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাদের পতির ও পুত্রের নিকটে বিদ্যমান ছিলেন। যথা—

নাসূয়ন খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্ব পার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥

ব্রজগোপগণ ভগবানের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পত্নীগণকে আপন আপন নিকটেই অবস্থিত মনে করিয়াছিলেন। গোপীগণ যে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, একথা তাঁহারা জানিতেই পারেন নাই। এই ঘটনার দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে সহস্র সহস্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে সমর্থ ছিলেন, ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে। এখন বিচার্য্য এই যে, কিরূপ অধিকারী এরূপ দুষ্কর কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারেন? সাধারণ মানবের দ্বারা ইহা কখনও সম্ভাবিত হইতে পারে না। যোগশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যোগীগণ স্বীয় অতুলনীয় পুরুষার্থের দ্বারা এইরূপ স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের বিভাগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। অতএব কিরূপ যোগী কোন্ অবস্থায় এরূপ কৃতিমান হইতে পারেন, তাহাও বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, বহু মায়াবী ব্যক্তি ইন্দ্রজালাদি বিদ্যা দ্বারা নানারূপ আশ্চর্য্যজনক কার্য্য এমন কি নানাবিধ আকার ধারণ করিয়াও জনসমূহকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়া থাকেন। ইহার মূল তত্ত্বান্বেষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মায়াবী ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া অথবা কোনও নিকৃষ্ট সিদ্ধি সাধনের দ্বারা দর্শকবৃন্দের নেত্র স্তম্ভিত করিয়া থাকেন; যাহাতে দর্শকগণ বিপরীত দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকেন। তাহারা কেবল স্বকীয় রূপকেই রূপান্তরে পরিণত করিয়া দেখাইয়া থাকে ও একবারে তাহারা একই রূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, অনেকরূপ ধারণ করিবার যোগ্যতা তাহাদের থাকে না। যেহেতু তাহারা কেবল স্থূলশরীরের উপরই প্রভুত্ব লাভ করিয়া থাকে, এই জন্য স্থূলশরীরকেই পরিবর্ত্তিত- করিতে পারে, সূক্ষ্মশরীরের উপর তাহাদের কোনও অধিকার থাকে না বলিয়া সূক্ষ্মশরীরের পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। অতএব একই সূক্ষ্মশরীর থাকে বলিয়া একই মূর্ত্তি ধারণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে—বহু হইতে পারে না। ইহাই ইন্দ্রজাল বিদ্যার চরমসীমা। কিন্তু যোগের অধিকার ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরে বর্ত্তমান। মানব যখন যোগের এরূপ উচ্চাধিকার লাভ করেন, তখন তিনি সহস্র সহস্র স্থূলশরীর এবং সহস্র সহস্র সূক্ষ্ম শরীর প্রস্তুত করিতে পারেন। কিরূপ অবস্থায় ও কিরূপে তাহা হইতে পারে, ক্রমে তাহাই বর্ণিত হইতেছে। যোগদর্শনে একটী সূত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে—

"নির্ম্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ।"

স্বরূপস্থিত জীবন্মুক্ত যোগী যদি স্বীয় প্রারব্ধ কর্ম্মসমূহ সত্বর ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি এককালীন অনেক স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর নির্ম্মাণ করিয়া ভোগ করিতে পারেন। অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে যদ্যপি কাহারও পরমায়ু পঞ্চাশ বৎসর হইয়া থাকে, কিন্তু তিনি অলৌকিক পুরুষার্থের দ্বারা ত্রিশ-বৎসরেই যদি জীবন্মুক্ত হইয়া যান, তবে তাঁহার বিংশতিবর্ষ-ভোগ্য প্রারব্ধ-কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকিবে। যেহেতু শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে—

"প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ভোগ-ব্যতিরেকে প্রারব্ধ-কর্ম্ম ক্ষয় হয় না। এখন যোগী স্বীয় স্বাভাবিক বাসনানুসারে উক্ত অবশিষ্ট কর্ম্ম—বিংশতিবৎসরে অথবা তদপেক্ষাও ন্যূন সময়ের মধ্যে ভোগ করিতে পারেন। দৃষ্টান্তরূপে যেমন, যোগী যদি চারি বৎসরে উক্ত কর্ম্ম ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে এক স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক শরীরকে তিনি পাঁচ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে পরিণত করিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু সকলের পক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে। যিনি যোগাভ্যাসের দ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, তদ্দ্বারাই এরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। যিনি স্থূলভূতের উপরে আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, তিনিই স্থূলভূতের সমীকরণের দ্বারা স্থূল-শরীর নির্ম্মাণ করিতে পারেন! এইরূপ সূক্ষ্মভূতের উপরে আধিপত্যের দ্বারা সূক্ষ্মভূতের সমীকরণে অন্তঃকরণাদি সূক্ষ্মশরীর নির্ম্মাণ করা যায়। যে সময় যোগী স্থূল এবং সূক্ষ্মতত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিতে পারেন, সেই সময়েই স্থূল এবং সূক্ষ্ম ভূত তাঁহার অধীন হইয়া যায়। সাধারণ লৌকিক নিয়ম এই যে, যিনি যাহা হইতে পৃথক হইয়া উচ্চস্থানে অবস্থিতি করেন, তাহার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার তিনি লাভ করিয়া থাকেন। বিষয়াসক্ত মানবের আত্মা—মন, ইন্দ্রিয় এবং সূক্ষ্মশরীরের অধীন থাকে। সুতরাং সূক্ষ্মশরীরের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া তাঁহারা নানারূপ শরীর ধারণ করিতে পারেন না। বীতরাগ, জিতেন্দ্রিয়, জীবন্মুক্ত পুরুষ বহু সাধনার ফলে এরূপ কার্য্যে সক্ষম হইয়া থাকেন। অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে বিষয়নির্লিপ্ত, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী এবং পূর্ণযোগী ছিলেন, তাহা তাঁহার আচরিত কর্ম্মের দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। যদি সেরূপ অধিকার না থাকিত, তাহা হইলে তিনি এরূপ স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরের বিভেদ দ্বারা সহস্র সহস্র শরীর ধারণ করিতে কখনও সমর্থ হইতেন না। অতএব যে রাসলীলাকে আমরা ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকি, পূর্ণরূপে বিচার করিলে সেই রাসলীলা হইতে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে যে, তিনি পূর্ণযোগী এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। কামের ভাব তাঁহার মধ্যে লেশমাত্রও ছিল না।

"যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন"

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নানারূপ শরীর ধারণ করিলেন। যদি তাঁহার মধ্যে কামভাব থাকিত, তবে "যোগেশ্বর" না লিখিয়া "কামেশ্বর" লিখিতে পারিতেন। এই সমস্ত অকাট্য যৌগিক যুক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জিতেন্দ্রিয়ত্ব স্বতঃই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

যিনি পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, স্ত্রীগণের দ্বারা তাঁহার কোনও অনিষ্ট হইতে পারে না। এই জন্য গোপীগণের মধ্যে যে কোনও ভাব থাকুক না কেন, তাহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কোনও প্রকার অনিষ্ট ঘটনা সম্ভব নহে। এই জন্যই ভাগবত বলেন—

সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরতঃ ॥

অক্ষুণ্ণ ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করিয়া (অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য হইয়া) গোপীদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে কামভাব আদৌ ছিল না। তিনি কিরূপ ছিলেন, বিষয়-বিষ-জর্জ্জরিত মানবের তাহা বোধগম্য হইতে পারে না; বিষয়-নিস্পৃহ বাসনাশূন্য মুনিগণ তাহা জানিতেন, আর জানিতেন ভগবান স্বয়ং। তাই তিনি স্বমুখে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে—

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং,
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে,
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।

নদীসমূহ যে প্রকার স্থির, গম্ভীর ও সুবিশাল জলধি মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিজ নিজ অস্তিত্বকে বিলীন করিয়া দেয়, তাহাদের পৃথক সত্তা থাকে না; তদ্রূপ যে মহাপুরুষের চিত্তরূপী মহাসমুদ্রে সমস্ত কামনা ও বাসনার লয় হইয়া যায়, তিনিই যথার্থ শান্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। কামনাপরায়ণ জীব কখনও শান্তির অধিকারী হইতে পারেনা। অল্পবিরাগী কামনাসক্ত মানব যেমন স্ত্রীগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন অথবা তাহাদের সঙ্গ হইতে দূরে অবস্থান করিতে চেষ্টা করেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ স্ত্রীগণের ভয়ে ভীত হইয়া দূরে যাইতেন না। পলাইয়া যাওয়া দুর্ব্বলের কার্য্য—পূর্ণ পুরুষের কার্য্য নহে। শ্রুতি বলেন—

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

"নাহয়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

দুর্ব্বল মানব আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেনা। তেজস্বী পুরুষ আত্মাকে লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উদারহৃদয় এইরূপ তেজস্বী ও পূর্ণ ছিল। তাঁহার মধ্যে স্বীয় কামনার কথা দূরে থাকুক, অন্যের কামনাও প্রভাববিস্তার করিতে পারিতনা। যে ভক্ত যে প্রকার কামনা লইয়া আগমন করিত, সমুদ্রে নদীর ন্যায় তাহার সমস্ত কামনাই তাঁহাতে বিলীন হইয়া যাইত। ভক্ত সমস্ত দুঃখ-বর্জ্জিত হইয়া সুখময়ের কোলে আপনাকে বিলীন করিয়া দিয়া পরমসুখস্বরূপ মোক্ষের অধিকারী হইয়া যাইতেন। ইহাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্বরূপ। ইহার বিশেষ বর্ণন শাস্ত্রমধ্যে মুক্তপুরুষের লক্ষণানুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। স্বচ্ছ স্ফটিকমণির ন্যায় অথবা কমলদলস্থিত জলের ন্যায় মুক্তপুরুষ সংসারে নির্লিপ্ত থাকেন। স্ফটিকমণির নিকটে লাল, নীল ইত্যাদি যে কোনও বর্ণের পুষ্প রাখা যায়, স্ফটিক সেই বর্ণের দ্বারাই রঞ্জিত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ স্ফটিকের কোনও বর্ণ ই নাই, উহা সর্ব্বদা স্বচ্ছ ও নির্ম্মল। মুক্তপুরুষের অন্তঃকরণও ঠিক তদ্রূপ। যে কোনও বিষয় উপস্থিত হউক, তাঁহাদের চিত্ত সেই বিষয়েরই আকার ধারণ করে। তাঁহারা যাহার সহিত মিলিত হন, তাহারই সদৃশ হইয়া থাকেন। যথা—

বালে বালা বিদুষি বিবুধা গায়কে গায়কেশাঃ,
শূরে শূরা নিগমবিদি চাহহম্নায়লীলাগৃহাণি।
সিদ্ধে সিদ্ধা মুনিষু মুনয়ঃ সৎসু সন্তো মহান্তঃ,
প্রৌঢ়ে প্রৌঢ়াঃ কিমিতি বচসা তাদৃশা যাদৃশেষু॥
মৌনে মৌনী গুণিনি গুণবান্ পণ্ডিতে পণ্ডিতোঽসৌ,
দীনে দীনঃ সুখিনি সুখবান্ ভোগিনি প্রাপ্তভোগঃ।
মূর্খে মূর্খো যুবতিষু যুবা বাগ্মিষু প্রৌঢ়বাগ্মী,
ধন্যঃ কশ্চিত্ত্রিভুবনজয়ী যোঽবধূতেঽবধূতঃ॥

প্রাকৃতিক ভাবসমূহের পরপারে স্থিত ব্রহ্মরূপ মুক্তপুরুষ বালকের নিকট বালক, বিদ্বানের নিকট বিদ্বান্, গায়কের নিকট শ্রেষ্ঠ গায়ক, বীরের নিকট বীর, বেদজ্ঞের নিকট বেদজ্ঞ, সিদ্ধের নিকট সিদ্ধ, মুনির নিকট মুনি, মহাত্মাগণের

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

নিকট মহাত্মা, প্রৌঢ়ের নিকট প্রৌঢ়। অধিক কি যিনি যে প্রকারের, তাঁহার নিকট তিনি সেই প্রকারেই বিরাজিত থাকেন। ইহাদ্বারা তাঁহাকে স্ব-স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইতে হয়না অথবা স্বকীয়ভাব পরিবর্ত্তন করিতে হয়না। তিনি স্ব-স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াই মৌনের নিকট মৌনী, গুণীর নিকট গুণবান্, পণ্ডিতের নিকট পণ্ডিত, দীনের নিকট দীন, সুখীর নিকটে সুখী, ভোগীর নিকট ভোগী, মূর্খের নিকট মূর্খ, যুবতীর নিকট যুবক, বক্তার নিকট বক্তা এবং অবধূতের নিকট অবধূত হইয়াথাকেন। এইরূপ বিবিধগুণসম্পন্ন ত্রিভুবনবিজয়ী মুক্তপুরুষ জগতে ধন্য। ইহারই নাম নির্লিপ্ততা—সমস্ত কাজ করিলেও যেন কোনও কাজই করেন নাই; কোন কার্য্যের সংস্কার তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়না। ইহাই মুক্ত এবং পূর্ণপুরুষের ভাব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণ ছিলেন, এই জন্য তাঁহার মধ্যেও এই সমস্ত লক্ষণ পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। যথা—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্।
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাম্ শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ॥
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাডবিদুষাম্ তত্ত্বং পরং যোগিনাম্।
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গঙ্গতঃ সাগ্রজঃ॥

স্বচ্ছস্ফটিক মণির ন্যায় পূর্ণনির্লিপ্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মল্লগণের পক্ষে বজ্ররূপী, মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ মনুষ্য, স্ত্রীগণের পক্ষে মূর্ত্তিমান্ মন্মথ, গোপীগণের আত্মীয় দুষ্ট রাজগণের দণ্ডদাতা, নিজ পিতার নিকট শিশু, ভোজপতি কংসের পক্ষে মৃত্যুস্বরূপ, সগুণ উপাসকগণের নিকট বিরাটরূপী, নির্গুণ উপাসক যোগিগণের কাছে নিরাকার পরমাত্মা এবং যাদববংশীয়গণের নিকট পরমদেবতাস্বরূপে বিরাজিত ছিলেন। এইরূপে একই ভগবান নানাস্থলে নানাভাবে বিচরণ করিতেন। ইহাই পূর্ণতার লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে সামান্য পুরুষ ছিলেননা—সাক্ষাৎ পরমাত্মা-ঈশ্বর ছিলেন—গোপীগণের তাহা অবিদিত ছিল না। রাসলীলার মধ্যে তাঁহারা বহুস্থলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বিভু, পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর বলিয়া সম্বোধনও করিয়াছেন। ইহাকে প্রেমের পাগলামি বলিতে পারা যায় না। তাঁহাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল, সেই জন্য তাঁহারা কাত্যায়নী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বিচার করিলে বুঝিতে

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

পারা যায় যে, সংসারে এমন কোন স্ত্রী নাই, যাঁহারা স্বীয় পতিকে দুর্ব্বল এবং কামুক জানিয়াও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন এবং উচ্চ সম্বোধনে সম্বোধিত করেন। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃই অভিমানিনী; কামুক পুরুষকে নিজের অধীনে রাখিতে পারিলে তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হন। কেবল জিতেন্দ্রিয় পুরুষকে তাঁহারা ভয় করিয়া থাকেন। অজিতেন্দ্রিয় পুরুষকে স্ববক্ষে রাখিয়া স্বেচ্ছাচার করিয়া থাকেন। এই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে যদ্যপি কোনরূপ কামভাব থাকিত, তবে গোপীগণ তাঁহার এত প্রশংসা করিতেন না এবং তাঁহার নিমিত্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া এত ব্যাকুল প্রার্থনাও করিতেন না। ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যে প্রভেদ এই যে—

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।"

ঈশ্বর অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পঞ্চ ক্লেশ, কর্ম্ম, কর্ম্মফল এবং সংস্কারের দ্বারা সংস্পৃষ্ট নহেন। তিনি প্রকৃতির অধীন নহেন, মায়া তাঁহার অধীন। জীব মায়ার দাস। এই জন্য জীবই স্ত্রীগণের অধীনতা স্বীকার করেন—ঈশ্বর করেন না। এই ভাবকে সুস্পষ্ট করিবার জন্য পুরাণান্তরে দেখান হইয়াছে যে, ক্ষীরাব্ধিশায়ী ভগবান বিষ্ণু ক্ষীর-সমুদ্রে শয়ন করিয়াছেন, প্রকৃতিরূপিণী মহামায়া লক্ষ্মীদেবী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। রাসলীলার মধ্যেও স্থানে স্থানে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যখনই গোপীগণের হৃদয়ে সামান্যমাত্র অভিমানের উদয় হইয়াছে, মায়াধীশ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তখনই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যে গোপীর মনে অভিমানের ভাব উদয় হয় নাই, ভগবান সকলকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত খেলিতে লাগিলেন। পরে সেই গোপী যখন নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবতী বিবেচনা করিয়া অভিমানিনী হইয়া উঠিলেন, চলিতে কষ্ট হইতেছে বলিয়া ভগবানের স্কন্ধে আরোহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন দর্পহারী মধুসূদন তাঁহার দর্প চূর্ণ করিবার জন্য, স্কন্ধে আরোহণ করিতে আদেশ করিয়া তিরোহিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, সেই জন্য মায়ার অধীশ্বর। অতএব মায়ার অধীন হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তিনি যদি সামান্য মনুষ্য হইতেন, তবে পূর্ণিমারাত্রিতে নির্জ্জনপ্রদেশে সুন্দরী স্ত্রীকে ত্যাগ না করিয়া

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

আনন্দের সহিত স্কন্ধে লইয়াই বেড়াইতেন। কিন্তু তিনি সেরূপ ছিলেন না। তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ ভগবান্,সেইজন্য গোপীগণ যখনই ধৃষ্টতা বা চপলতা দেখাইয়াছেন, তিনি তখনই দণ্ডিত করিয়াছেন। জীব হইতে ঈশ্বরভাবের ইহাই বিশেষতা। এই জন্য রাসলীলা বর্ণনপ্রসঙ্গে মহারাজ পরীক্ষিত শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মস্থাপনের জন্য ভগবান অবতীর্ণ হইয়া পরস্ত্রীগণের সহিত এরূপ ব্যবহার করিলেন কেন? লৌকিক ভাবানুসারে মহারাজ পরীক্ষিত এরূপ ব্যবহারকে "পরদারাভিমর্ষণ" বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। মহামুনি জীবন্মুক্ত শুকদেব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যথার্থ স্বরূপ পরীক্ষিতকে অবগত করাইয়া সমস্ত আশঙ্কার উপযুক্ত সমাধান করিয়া দিলেন এবং কলিযুগের মন্দমতি জীবগণের নিমিত্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান-পূর্ণ অপূর্ব্ব ধর্ম্মতত্ত্বও উপদেশ করিলেন। যথা—

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাঽপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাঽঽচরন্ মৌঢ্যাদ্যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥
কুশলাচরিতেনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েন বাঽনর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো!॥
কিমুতাঽখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্মর্ত্ত্যদিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাঽকুশলান্বয়ঃ॥
যৎ পাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা,
যোগপ্রভাববিধুতাঽখিলকর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরঞ্চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা-
স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ।
গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্॥
অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

ঈশ্বর মানব অপেক্ষা অধিক শক্তিমান্ বলিয়া তাঁহার সাহসিকতাও অধিক।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

সেই জন্য লৌকিক জগতে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, ঈশ্বরে তাহার বিপর্য্যয়-ভাব দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অগ্নি যে প্রকার সমস্ত বস্তুকে দহন করিতে সমর্থ হন, তেজস্বী পুরুষও তদ্রূপ লৌকিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও পাপ-ভাগী হন না। ঐশীশক্তি-রহিত জীবগণ মনে মনেও লৌকিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধা-চরণ করিবেন না। মোহবশতঃ করিলে নাশ অবশ্যম্ভাবী। ভূতপতি মহাদেব সমুদ্রোত্থিত গরল পান করিয়া নীলকণ্ঠ নাম ধারণ করিলেন; সাধারণ জীব যদ্যপি অল্পমাত্রও বিষ পান করে, তবে সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত জীবের জীবত্বভাব থাকে অর্থাৎ অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয়গণ এবং স্থূল-শরীরের সহিত জীবের অহংভাব বিদ্যমান থাকে,ততদিনই তাহাকে ধর্ম্মাধর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে হয়। কিন্তু সেই অহংভাব নাশ হইয়া গেলে, যে সময় শরীর এবং মন হইতে আত্মা পৃথক্ হইয়া যায়—সে সময়ে শুভাশুভ কোনও কর্ম্মের ফলই জীবকে ভোগ করিতে হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সাক্ষাৎ নিত্যমুক্ত পরমাত্মা ছিলেন; স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীরের সঙ্গে তাঁহার মমত্বাভিমান ছিল না। সুতরাং তৎকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল, তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যে পরমাত্মা মনুষ্য, জন্তু, দেবতা এবং সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সর্ব্বব্যাপক ভাবে বর্ত্তমান আছেন, যিনি সকলের প্রভু—প্রার্থনীয় শুভাশুভ কর্ম্মের দ্বারা তাঁহাকে কখনও আবদ্ধ হইতে হয়না। যোগিগণ যাঁহার চরণকমলপ্রভাবে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সংসারক্ষেত্রকে পবিত্র করিতে করিতে বিচরণ করিয়া থাকেন, নিরাকার, কেবল মায়াদ্বারা শরীরধারী, সেই পরমপুরুষের বন্ধন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যিনি স্বয়ং বদ্ধ, তিনি অপরকে মুক্ত করিতে পারেন না।

"স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি।"

স্বয়ং অসিদ্ধ হইয়া অন্যকে সিদ্ধ করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যদ্যপি সামান্য জীবের ন্যায় সীমাবদ্ধ হইতেন—তবে অপরকে মুক্তিদান করিতে পারিতেন না। সহস্র সহস্র যোগী তাঁহার চরণকমল স্মরণ করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন, এই জন্য স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, তিনি বদ্ধ ছিলেন না; কিন্তু নিত্য-মুক্ত, নিত্য-নিরঞ্জন, সত্য-সনাতন, পরমপুরুষ, সর্ব্বেশ্বর, পরমাত্মা। তিনি গোপী-গণের মধ্যে, তাঁহাদের পতিগণের মধ্যে এবং সমস্ত জীবের মধ্যে ব্যাপক পরমাত্মা

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ছিলেন। ভক্তগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্যই তাঁহার শরীরধারণ করা। অতএব তাঁহার বন্ধন হওয়াই অসম্ভব। পুরুষ যখন নিজেকে ভোক্তা এবং স্ত্রীকে ভোগ্যা বিবেচনা করেন এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে যখন ভেদজ্ঞান বিদ্যমান থাকে, তখনই তাহাদের মধ্যে কামভোগের বাসনার উদয় হইয়া থাকে। এই বাসনার দ্বারাই পুরুষ বদ্ধ হইয়া থাকেন। মুক্তপুরুষগণের সেরূপ বাসনার উদয় হয় না ; অজ্ঞানজনিত দ্বৈতভাব তাঁহাদের তিরোহিত হইয়া যায়। সেই জন্য তাঁহারা স্ত্রী পুরুষ সকলকে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যদ্যপি গোপীগণ হইতে পৃথক্ হইতেন, তবে তাঁহার কামভাবের উদয় হওয়া সম্ভবপর ছিল ; কিন্তু যখন তিনি পরমাত্মস্বরূপ—তখন গোপও তিনি, গোপীও তিনি, পুরুষও তিনি, প্রকৃতিও তিনি। অতএব তাঁহার মধ্যে কাম-ভাবের আশঙ্কা হইতেই পারেনা। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণিত আছে—

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি।

হে ভগবন্! তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমি জরাজর্জ্জরিত বৃদ্ধ দেহ ধারণ করিয়া দণ্ডদ্বারা বঞ্চনা করিয়া থাক। এইরূপে পরমপুরুষ সর্ব্বব্যাপী অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ-ভগবান স্বয়ং গোপীরূপ ধারণ করিয়া, সহস্র সহস্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অধিকারানুসারে ভক্তগণের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। ভক্তগণের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য নিজের মধ্যে বিলীন করিয়া তাঁহাদিগকে পরমানন্দময় মুক্তিপদ প্রদান করিয়াছিলেন। অন্যের কাম তাঁহার মধ্যে প্রভাববিস্তার করিতে পারিতনা এবং তাঁহার মধ্যেও কামভাবের উৎপত্তি হইতনা। অধিকন্তু অপরের কাম সমুদ্রে নদীর ন্যায় তাঁহার মধ্যে পতিত হইয়া লয় হইয়া যাইত। ইহাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্বরূপ এবং এই ভাবকেই তিনি বস্ত্র-হরণের অনন্তর আপনার প্রতি গোপীগণের পতিভাব দেখিয়া তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতাঃ ক্বথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে॥

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

যাতাহবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্থথ ক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যাহর্চ্চনং সতীঃ॥

যাঁহারা আমাতে চিত্ত সমর্পণ করেন, তাঁহাদের কামভাব হইতে অন্য কামনার উৎপত্তি হয়না। ভর্জ্জিত এবং ক্বথিত বীজ হইতে কখনও অঙ্কুরোদ্গম হয়না। অতএব হে গোপীগণ! তোমাদের কাত্যায়নী-ব্রত সিদ্ধ হইয়াছে। তোমরা যে আমাকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য ব্রত করিয়াছিলে, তাহা পূর্ণ হইবে। তোমরা আমাকে পতিরূপে লাভ করিতে পারিবে; কিন্তু তাহাতে তোমাদের কামনার বৃদ্ধি না হইয়া কামনার লয় হইবে এবং তোমরা অন্তে মুক্তির পরমানন্দময় সুখের অধিকারিণী হইবে।

রাসলীলার ন্যায় বস্ত্রহরণ লীলার দ্বারাও আমরা শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের পূর্ণাবতারত্বের পরিচয় পাইয়া থাকি। যিনি পূর্ণাবতার, তিনি সকল বিষয়েই পূর্ণ। তাঁহার মধ্যে সুখ-দুঃখের পূর্ণতা, শোক-হর্ষের পূর্ণতা, আদান-প্রদানের পূর্ণতা—এইরূপে সমস্ত দ্বন্দ্বভাবের সমাবেশ প্রতীত হয়। তিনি এক পক্ষে যেমন দেহাভিমানোৎপন্ন লজ্জারূপ পাশ নষ্ট করিয়া মুক্তিপ্রদান করিবার নিমিত্ত গোপীগণের বস্ত্রহরণ করিলেন, অন্যপক্ষে তেমনি কুরুসভা-মধ্যে রোরুদ্যমানা সাধ্বীশিরোমণি-পাণ্ডবরমণী দ্রৌপদীর লজ্জা রক্ষার নিমিত্ত এত বস্ত্র প্রদান করিলেন, যাহা দুর্ম্মতি দুঃশাসন আকর্ষণ করিয়া শেষ করিতেই পারিল-না। এই দুই বিরুদ্ধভাবের সমতাতেই ভগবানের পূর্ণতা। বদ্ধজীব এবং মুক্তজীবের মধ্যে প্রভেদ এই যে, বদ্ধজীবে আত্মা স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ শরীরের প্রতি অভিমানগ্রস্ত হইয়া থাকে; কিন্তু মুক্তজীবের আত্মা শরীরত্রয়ের প্রতি অভিমান হইতে উন্মুক্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতএব ইহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হইল যে, জীব শরীর-ত্রয়াভিমানশূন্যতা ব্যতিরেকে মুক্তি অর্থাৎ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার কদাপি লাভ করিতে সমর্থ হয়না। লজ্জারূপী পাশের উৎপত্তি স্থূলশরীরের প্রতি অভিমান হইতেই হইয়া থাকে। "আমার শরীর" "আমার ইন্দ্রিয়" এই ভাব যতদিন জীবের মধ্যে থাকে, ততদিন তাহার লজ্জারূপ পাশ নষ্ট হয় না। দেহের প্রতি আত্মীয়তাই গুপ্তদেহাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আচ্ছাদনের কারণ। যতদিন জীবের মধ্য কামাদি বৃত্তি থাকে,

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ততদিনই সে দেহাভিমানগ্রস্ত হইয়া বস্ত্রাদি পরিধান দ্বারা লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকে। বালকের মধ্যে কাম নাই, এজন্য বালক বস্ত্রপরিধান করিয়া লজ্জানিবারণ করিতে জানে না। এইরূপ গুণাতীত, দেহধ্যান-বিহীন পরমহংসও লজ্জাপাশ-নির্মুক্ত হইয়া নগ্ন হইয়া যান। যতদিন লজ্জা আছে, বুঝিতে হইবে যে, দেহাভিমানও ততদিন আছে। যতদিন দেহাভিমান আছে, ততদিন জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত একীভূত হইতে পারিবে না; কারণ দেহাভিমানশূন্যতাই স্বরূপস্থিতির কারণ। অতএব যিনি লজ্জানির্মুক্ত নহেন, তিনি কখনই পরমাত্মাকে পাইবার অধিকারী হইতে পারেন না। "Come naked unto me" নগ্ন হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হও, এই রহস্য বাইবেল আদি পাশ্চাত্য ধর্ম্মগ্রন্থেও প্রকাশিত হইয়াছে। গোপীগণ পরমাত্মাকে পাইবার জন্য কাত্যায়নী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপরমাত্মাকে পাইবার অধিকার ছিল না। কারণ দেহাভিমান থাকার জন্য তাঁহাদের লজ্জা-রাগ-পাশ অপসৃত হয় নাই। এই বিষয়টী শ্রীকৃষ্ণ ভগবান তাঁহাদের বস্ত্রহরণ পূর্ব্বক সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়াছিলেন। কারণ দেহাভিমান আছে কি না, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত বস্ত্রাপহরণ ভিন্ন সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা আর কিছুই হইতে পারে না। ইহাই ভক্ত গোপীগণের বস্ত্রহরণ করিবার উদ্দেশ্য। যতদিন দেহাভিমান থাকে, ততদিন নগ্ন হইয়া ব্রতস্নান করা কদাপি বিধেয় নহে। "ন নগ্না স্নানমাচরেৎ" ইহা স্মৃতিতেই উপদিষ্ট হইয়াছে। এজন্য ব্রতকালীন এরূপ অবৈধ ব্যবহার গোপীগণের ব্রতপূর্ণতার অন্তরায় হওয়ায় তিনি তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিলেন এবং শেষে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, আরও কিছু দিন পরে দেহাভিমান বিগলিত এবং কামাদি সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হইলে, তবে তাঁহারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবেন। এইরূপে বস্ত্রহরণ দ্বারা গোপীগণকে সাবধান করিয়া পরে রাসলীলার সময় শ্রীভগবান প্রথমতঃ গোপীগণকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের অভিমান চূর্ণ করিলেন, তাহার পর বিরহব্যথা দ্বারা গোপীগণের চিত্তের সমস্ত মলিনতা নষ্ট করিয়া, ধীরে ধীরে তন্ময়তা দ্বারা তাঁহাদের কামাদি সমস্ত বৃত্তিও নষ্ট করিলেন এবং এইরূপে সমস্ত জীবভাব নষ্ট হইবার পর গোপীগণ শ্রীভগবানকে রাসলীলাক্ষেত্রে সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া পরমগতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাই বস্ত্রহরণ লীলার সার তত্ত্ব।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ভগবান নন্দনন্দন গোপীগণের গৃহ হইতে নবনী চুরি করিয়া খাইতেন—এইজন্যই তিনি "ননী-চোর" বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব ভগবান চৌর্য্যবৃত্তি করিতেন—এইরূপ আশঙ্কা অনেকেই করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ ভাগবতের মধ্যে ইহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্যান্য পুরাণে এতদ্বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়; সুতরাং তদনুসারে ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও তাহার উদ্দেশ্য যে অন্যপ্রকার ছিল, তাহা সামান্য বিবেচনা করিলেই বেশ হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। কোনও ব্যক্তির অনিচ্ছাসত্ত্বে তদ্বস্তু গ্রহণের নাম চুরি করা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোপীগণের অনিচ্ছাসত্ত্বে কখনও মাখন গ্রহণ করিতেন না। গোপীগণ আপনার মন, প্রাণ সমস্তই ভগবানে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন; তাঁহারা যখন যাহা করিতেন, সমস্তই নন্দনন্দনের জন্য। তাঁহারা দুগ্ধদোহন করিতেন শ্রীকৃষ্ণের জন্য, নবনীত প্রস্তুত করিতেন শ্রীকৃষ্ণের জন্য। এইরূপে গোপীগণ যখন যে দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন, তাহা ভগবানে অর্পণ করিয়া দিতেন। ভগবানের স্বভাব ভক্তের আহ্বানে তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। গোপীগণ দধি-মন্থন করিতে করিতে ভগবানের গুণগান করিতেন। যথা—

যা দোহনেঽবহননে মথনোপলেপ-
প্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণমার্জ্জনাদৌ।
গায়ন্তি চৈনমনুরক্তধিয়োঽশ্রুকণ্ঠ্যো
ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রম বিক্রমাদ্দা॥

যাঁহারা দুগ্ধ-দোহন এবং দধি-মন্থন করিবার সময়ে প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রেম-গদ-গদ সুমধুর শব্দের দ্বারা ভগবানের গুণগান করিতেন, ভগবানে একান্তানুরাগিণী সেই সমস্ত ব্রজগোপীগণ ধন্য হউন। এইরূপে যাঁহাদের সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত মন কেবল ভগবৎপ্রেমেই নিমগ্ন থাকিত, যাঁহারা নিজের সর্ব্বস্ব ভগবানে অর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট সামান্য নবনী গ্রহণ করা ভগবানের অনুচিত কর্ম্ম হয় নাই। ভক্তের বাসনা পূর্ণ করাই ভক্তবৎসল ভগবানের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। গোপীগণ তাঁহার গুণগান করিতে করিতে তাঁহাকে ডাকিতেছেন, তিনি অমনি উপস্থিত হইয়া ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিলেন। এইরূপে ভক্তের বাসনা পূর্ণ করাই স্বতঃপূর্ণ ভগবানের

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

নবনীত গ্রহণের প্রথম উদ্দেশ্য। সমস্ত জগৎকে পরিতৃপ্ত করা ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। শাস্ত্র বলেন—

তস্মিঁস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।

যে বিরাট পুরুষের উদরে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নিহিত আছে, তাঁহার তৃপ্তি দর্শনে সমস্ত জগতের তৃপ্তিসাধন হইয়া থাকে। মহাভারতের "দুর্ব্বাসা-যুধিষ্ঠির-সংবাদ" ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কোনও সময়ে কোপনস্বভাব ঋষিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে মহারাজ দুর্য্যোধনের আতিথ্যস্বীকার করেন। রাজা দুর্য্যোধনের যথোচিত সৎকারে সৎকৃত হইয়া ঋষি তাঁহাকে বরদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। দুর্য্যোধন প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "মুনিবর! আমার জ্ঞাতি এবং পরমশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী এবং ভ্রাতৃগণের সহিত পাশক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া বনে বাস করিতেছেন; সুতরাং আমার প্রার্থনা এই যে, যে সময় তাঁহাদের মধ্যাহ্নভোজনাদি সমাধা হইয়া যাইবে, সেই সময় আপনি সশিষ্য তাঁহাদের অতিথি হইবেন।" ঋষি 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তদনুসারে পাণ্ডবগণের নিকটে উপস্থিত হইলেন। দ্রৌপদীর ভোজনের পরে সামান্যমাত্রও অন্ন অবশিষ্ট ছিল না। কোপনস্বভাব ঋষিকে অসময়ে অতিথি-রূপে দেখিয়া পাণ্ডবগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন। পাণ্ডবগণের অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া শাপভয়ে ব্যাকুলা দ্রৌপদী ঘোর বিপদের সময় বিপত্তারণ অনাথনাথকে ডাকিতে লাগিলেন; এইরূপ ভাবকে প্রকট করিবার জন্য ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যে—

যো নো জুগোপ বনমেত্য দুরন্তকৃচ্ছ্রাৎ,
দুর্ব্বাসসোঽরিরচিতাদযুতাগ্রভুগ্যঃ।
শাকান্নশিষ্টমুপভুজ্য যতস্ত্রিলোকীম্,
তৃপ্তামমংস্ত সলিলে বিনিমগ্নসঙ্ঘঃ॥

দুর্য্যোধনের দুষ্টাভিপ্রায়ানুসারে দশ-সহস্র শিষ্য সঙ্গে লইয়া মহর্ষি দুর্ব্বাসা পাণ্ডব-গণের নিকট উপস্থিত হইলেন। দ্রৌপদীর ভোজন হইয়া যাওয়ায় সূর্য্যদত্ত পাত্রে সামান্যমাত্রও অন্ন অবশিষ্ট ছিল না। কারণ ঐ পাত্রের এইরূপই মহিমা ছিল

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

যে, দ্রৌপদীর আহারের পূর্ব্বে উহা হইতে অনন্ত আহার্য্য প্রাপ্ত হওয়া যাইত, কিন্তু দ্রৌপদীর ভোজনের পর কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যাইত না। অগত্যা দ্রৌপদী যখন আকুল ক্রন্দনে কৃষ্ণচন্দ্রকে ডাকিতে লাগিলেন, তখন ভগবান রুক্মিণীকে ত্যাগ করিয়া দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং "অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, কিছু খাইতে দাও" বলিয়া দ্রৌপদীর নিকট প্রার্থনা করিলেন। দ্রৌপদী কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবানকে শূন্যপাত্র দেখাইয়া বলিলেন "ভগবান! কেন বৃথা লজ্জাপ্রদান করিতেছেন? সূর্য্য-বর-প্রভাবে আমার ভোজনের পরে কিছুই অবশেষ থাকে না। তদনন্তর ভগবান পাত্র আনাইয়া উহার মধ্যে সামান্য শাক-কণামাত্র দেখিতে পাইলেন এবং তাহাই লইয়া সানন্দে খাইয়া ফেলিলেন ও বলিলেন—

অনেন বিশ্বাত্মা ভগবান্ প্রীয়তাম্।

আমি যখন বিশ্বরূপ, তখন আমার এই ভোজনে বিশ্বাত্মা ভগবানের তৃপ্তি-সাধন হউক এবং বিশ্ববাসী সকলেই তৃপ্তিলাভ করুক। তাঁহার ভোজনের দ্বারা সমস্ত সংসারের ক্ষুধা নষ্ট হইয়া গেল। সশিষ্য দুর্ব্বাসা ঋষি স্নানের জন্য গমন করিয়াছিলেন, বিনা-ভোজনেই তিনি তৃপ্তিলাভ করিলেন এবং স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজরাণী যশোমাতার প্রচুর নবনী থাকা সত্ত্বেও ভগবান গোপী-গণের যে নবনী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারও ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। যেমন রুক্মিণীর গৃহে ভোজন করিলে কেবল মাত্র রুক্মিণীরই কল্যাণ হইত, জগতের কল্যাণ হইত না। ইহার কারণ এই যে, আত্মীয়সম্বন্ধে যেখানে কর্ম্ম হইয়া থাকে, সেখানে কর্ম্মের ফল আপনাকেই স্পর্শ করে। আর জগতের সম্বন্ধে যে কর্ম্ম করা হয়, তাহার ফল জগৎকে স্পর্শ করিয়া থাকে। এই জন্যই রুক্মিণীর গৃহে ভোজন করাতে জগতের তৃপ্তিসাধন হইল না, কিন্তু দ্রৌপদীর গৃহে সামান্য-মাত্র শাককণা ভোজনের দ্বারা বিশ্ববাসী তৃপ্ত হইয়া গেলেন। ঠিক তদ্রূপ যশোদার সঙ্গে আত্মীয়সম্বন্ধ থাকা নিবন্ধন তাঁহার গৃহে ভোজনের দ্বারা বিশ্ব-বাসী পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেন না। তাহাতে কেবল যশোদারই কল্যাণ হইত, জগতের কল্যাণ হইত না। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান পূর্ণাবতার ছিলেন, এইজন্য তিনি যতদিন সংসারে থাকিয়া লীলা করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত বিশ্ববাসী কেহ

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

অতৃপ্ত না থাকে, সকলেরই কল্যাণ সাধিত হয়, এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ভগবানের ননী চুরি। মাখন চুরি লীলার ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কাল কেন ছিলেন? অনেকে আশঙ্কা করিয়া থাকেন যে, কৃষ্ণ-চন্দ্র যখন পূর্ণাবতার, তখন তাঁহার স্থূল শরীরের পূর্ণতা থাকা আবশ্যক। কৃষ্ণ-বর্ণের দ্বারা স্থূলশরীরের পূর্ণতা হয় না অতএব তাঁহার সুন্দর বর্ণ হওয়া উচিত ছিল! এক্ষণে এই বিষয়টির রহস্য উদ্‌ঘাটন করা আবশ্যক। অবতারের তত্ত্ব লইয়া বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি পূর্ণাবতার ছিলেন বলিয়া তাঁহার বর্ণ কাল। এই জন্যই বিশ্বপ্রকৃতির পূর্ণাবতাররূপিণী মহামায়া কালীর বর্ণও কাল। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, নিরাকার পূর্ণভগবান মায়াকে অবলম্বন করিয়াই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যথা

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাঽঽত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাঽঽভাতি মায়য়া॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জগদ্ব্যাপক নিরাকার পরমাত্মা, কেবল বিশ্বসংসারের মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত মায়াকে আশ্রয় করিয়া দেহীর ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ। বদ্ধজীবগণের আত্মা প্রকৃতির প্রভাবে অপ্রকাশ থাকে; জীব যতই ক্রমে ক্রমে উন্নতস্তরে সমুন্নীত হইয়া থাকে, ততই আত্মার সদ্বিকাশ হইয়া থাকে এবং প্রকৃতির প্রভাব নষ্ট হইতে থাকে। আত্মা যখন পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে, তখন তাহার মধ্যে প্রকৃতির প্রভাব সামান্যমাত্রও থাকে না। বহিঃস্থূলশরীরে কেবল প্রকৃতির প্রভাব বিস্তৃত থাকে মাত্র। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণ-পুরুষ ছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহার ভিতর সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই ত্রিবিধভাবই পূর্ণ ছিল। বহির্ভাগ কেবল মায়ার দ্বারা আবৃত থাকায় তাঁহার রূপ মায়ার রূপানুসারেই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি পূর্ণ-পুরুষ হওয়ার জন্য তাঁহার উপরে মায়ার বিন্দু-মাত্রও প্রভাব ছিলনা। কেবল রূপ-প্রকাশের জন্য মায়ার সত্তামাত্র অবশিষ্ট ছিল।

এস্থলে বিচারণীয় এই যে, মায়ার প্রকাশের দ্বারা সমস্ত বর্ণের বিকাশ হইয়া থাকে; কিন্তু এখানে মায়া সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত থাকায় কৃষ্ণবর্ণ কিরূপে হইতে পারে? বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই নিখিল দৃশ্য-প্রপঞ্চ

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

বিশ্বপ্রসবিনী প্রকৃতিমাতার লীলাভূমি। সংসারমধ্যে যত কিছু বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই প্রকৃতিমাতার গর্ভ হইতে উৎপন্ন। এই সমস্ত বর্ণ বহুধা বিভিন্ন হইলেও সূক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে মৌলিক সপ্তবর্ণে বিভক্ত করিয়াছেন। যেখানে এই সপ্তবর্ণের পূর্ণ প্রকাশ হয়, সেখানে শুভ্রবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শুভ্রবর্ণ—সূর্য্যের কিরণ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। অপরাপর বস্তুর মধ্যে বর্ণের প্রভেদ এই যে, যে বস্তুর দ্বারা উক্ত সপ্তবর্ণের মধ্যের যে কোনও বর্ণ প্রকাশিত হইয়া থাকে, সেই বস্তু সেই বর্ণেই রঞ্জিত বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন লালফুলে লাল বর্ণ প্রকাশিত আর অন্য ছয় বর্ণ অপ্রকাশিত, নীল ফুলেও ঐ প্রকার ইত্যাদি। অন্যান্য বর্ণ এখানে অপ্রকাশিত,—এখানে বস্তুশক্তির তারতম্যেই বিশেষ বর্ণের বিকাশ হইয়া থাকে। যে বস্তু সমস্ত বর্ণের প্রকাশক, সেইখানেই শুভ্রবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং যেখানে সমস্ত বর্ণই অপ্রকাশিত থাকে, সেইখানেই কৃষ্ণ-বর্ণ প্রতীত হইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তানুসারে যে স্থলে প্রকৃতি পূর্ণভাবে থাকিয়াও অপ্রকাশিত, সেস্থলে কৃষ্ণবর্ণ এবং যেখানে প্রকৃতি প্রকটিত থাকেন, সেখানে গৌরবর্ণের বিকাশ হইয়া থাকে, ইহা স্থিরীকৃত হইল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে প্রকৃতি অপ্রকাশিতভাবে বিদ্যমান ছিলেন, যে হেতু তাঁহার অন্তর সচ্চিদানন্দভাবে পূর্ণ; এবং এই জন্যই তিনি কৃষ্ণ-বর্ণ। রাধিকা প্রকৃতিদেবীর পূর্ণ-প্রকট মূর্ত্তি। তাঁহার অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র প্রকৃতির সমান অধিকার; তাই তিনি গৌরবর্ণা। যোগশাস্ত্রের দ্বারাও এই বিজ্ঞান পূর্ণভাবে পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। লয়যোগের দ্বারা যোগী যখন মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগ্রত করিতে পারেন, তখনই তিনি এক বিন্দুর দর্শন করেন। এই বিন্দুর অন্তর স্ফটিকনিভ স্বচ্ছ এবং বহির্ভাগ কৃষ্ণবর্ণ। লয়যোগের এই বিন্দুও প্রকৃতি-পুরুষাত্মক অর্থাৎ উহার ভিতরে পূর্ণ পুরুষের জ্যোতিঃ এবং বহির্দ্দেশে প্রকৃতিমাতার কৃষ্ণবর্ণ দ্যুতি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেও এইরূপ ভাব পরিস্ফুট, এই জন্যই তিনি কৃষ্ণবর্ণ। এতদ্ভিন্ন যোগী যে সময় প্রকৃতির স্থূলরাজ্য অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্মরাজ্যে গমন করেন, তখন তিনি প্রকৃতিমাতার শুদ্ধ শ্বেতবর্ণের স্বতন্ত্ররূপ দেখিতে পাইয়া থাকেন; ইহাই রাধিকার রূপ এবং রাধিকাতেও এই ভাব বিদ্যমান।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

পূর্ব্বেই এই সিদ্ধান্ত বর্ণন করা হইয়াছে যে, জগতের কারণভূত ব্রহ্মের মধ্যে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধভাবের পূর্ণতা নিবন্ধন, তৎকার্য্যভূত নিখিল বিশ্ব-প্রপঞ্চের মধ্যেও এই ত্রিবিধভাব পূর্ণরূপে বিদ্যমান। শরীর, মন এবং বুদ্ধি পবিত্র হইলে ত্রিবিধভাবের পূর্ণতাদ্বারা জীবের পূর্ণতা হইয়া থাকে। মানব-গণের মধ্যেও প্রত্যেক বর্ণের পূর্ণতা ত্রিবিধ পূর্ণতার দ্বারা হইয়া থাকে। পূর্ণব্রাহ্মণ তিনি—যিনি আধ্যাত্মিকভাবে ব্রাহ্মণ, আধিদৈবিকভাবে ব্রাহ্মণ এবং আধিভৌতিকভাবেও ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ যিনি জ্ঞানতঃ, কর্ম্মতঃ এবং জন্মতঃ ব্রাহ্মণ—তিনিই পূর্ণ ব্রাহ্মণ। এইরূপ অন্যান্য বর্ণ সম্বন্ধেও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ইহার বিশেষ আলোচনা গ্রন্থান্তরে করা হইবে। সম্প্রতি এই নিয়মানুসারে পূর্ণস্বভাব তিনি হইবেন—যাঁহার মধ্যে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধভাবের পূর্ণতা বিদ্যমান আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের মধ্যে এই ত্রিবিধভাবের পূর্ণতা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

তাঁহার আধিভৌতিক পূর্ণতা অর্থাৎ যে যে গুণ বর্ত্তমান থাকিলে স্থূল-প্রকৃতির পূর্ণতা হইয়া থাকে, তৎসমস্তই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার স্থূলপ্রকৃতি পূর্ণ হয়, তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্য এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি গুণ পূর্ণভাবে প্রকটিত থাকে। অঙ্গবিকলতা বা কোনরূপ দুর্ব্বলতা তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পায় না। ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য্যের উপমাযোগ্য পদার্থ জগতে অতি বিরল। এত সুন্দর—এত মধুর—এমন ভুবনবিমোহিনী মূর্ত্তি—সংসারের আর কোথাও নাই।

তাঁহার সৌন্দর্য্যে সমস্ত সংসার মুগ্ধ, তাঁহার রূপসমুদ্রে চিত্ত ডুবাইলে সংসারের সমস্ত রস বিস্মৃতির অগাধসলিলে ডুবিয়া যায়, তিনি ভুবনমোহন, তিনি নিখিল-রূপের আধার! যোগি-জন গম্য সে সৌন্দর্য্যের পূর্ণতা ভাষা দ্বারা ব্যক্ত হওয়া অসম্ভব। তবে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, যেন বিশ্বরচয়িত্রী প্রকৃতিমাতা স্বীয় ভাণ্ডারের সমস্ত রূপ-রাশির দ্বারা এই নিখিল-সৌন্দর্য্যের আকর ভগবানের বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের পূর্ণতা সম্বন্ধে অধিক বর্ণন কি হইতে পারে—তিনি সহস্র সহস্র স্ত্রীগণের মধ্যে থাকিয়াও—মন্মথমন্মথ, আত্মারাম, অবরুদ্ধ-সৌরত ও যোগেশ্বরেশ্বর। মানবীয় বুদ্ধি সামান্য কামের চিন্তাতেই নিরন্তর ব্যাকুল থাকে, চিত্তের ধৈর্য্য স্বভাবতঃই নষ্ট হইয়া

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

যায়। স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইলে, তাহাদের যে কিরূপ অবস্থা হইতে পারে, তাহা সকলেই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় অতুলনীয় ব্রহ্মচর্য্যের শক্তির দ্বারা সহস্র সহস্র স্ত্রীগণের মধ্যে থাকিয়া এবং পুনঃ পুনঃ তাহাদের কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াও স্ব-স্বরূপে অবস্থিত থাকিতে সমর্থ ছিলেন এবং তাহাদের বাসনাও পূর্ণ করিয়াছিলেন। ইহাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের স্থূলশরীরের পূর্ণতা অর্থাৎ আধিভৌতিক পূর্ণতার লক্ষণ।

শক্তির পূর্ণতা দ্বারা আধিদৈবিক ভাবের পূর্ণতা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে দৈবীশক্তির কিরূপ অপূর্ব্ব বিকাশ ছিল, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলে তাহা সুস্পষ্ট অবগত হইতে পারা যায়। বাল্যাবস্থাতেই তিনি পুতনাবধ, শকটা-সুরবধ, কালীয়দমন, গোবর্দ্ধন-ধারণ প্রভৃতি অলোকসামান্য কার্য্যের দ্বারা স্বীয় অলৌকিক দৈবীশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে অনেক শিক্ষিত-মন্য পণ্ডিতব্যক্তি এ সমস্ত ঘটনা বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠাবোধ করিয়া থাকেন! কেহ কেহ বা এই সমস্ত প্রকৃত ঘটনাকে অন্যার্থকল্পনা দ্বারা উড়াইয়া দিতে চাহেন! বস্তুতঃ অবিশ্বাস বা অস্বীকার করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। নিখিল-সংসার-চক্র যে সমস্ত দৈবীশক্তির অতুলনীয় প্রতাপে নিয়ত ঘূর্ণায়মান, যে শক্তিদ্বারা অণুপরমাণু হইতে অনন্তাকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্বসংসারের স্থিতি হইয়া থাকে, সেই সমস্ত দৈবীশক্তি ভগবান বিশ্বে-শ্বরেরই শক্তি। স্থূলকেন্দ্রের দ্বারা সেই শক্তিসমূহের একত্র বিকাশের নাম অবতার। প্রকৃতি-রাজ্যে ধর্ম্মের রক্ষা এবং দৈবীক্রিয়াসমূহের রক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজনানুসারে, কোথাও অংশরূপে আবার কোথাও বা পূর্ণরূপে কোনও কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া উক্ত শক্তিসমূহের বিকাশ হইয়া থাকে এবং তাহা দ্বারাই অধর্ম্মপ্লাবিত সংসারের রক্ষা এবং ধর্ম্মের জটিলমার্গ সুপ্রশস্ত হইয়া থাকে। অতএব পূর্ণশক্তিমান পূর্ণাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পক্ষে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পর্ব্বতোত্তোলন করা অথবা সামান্য এক বিষধর সর্পকে দমিত করা অসম্ভব বা অসঙ্গত নহে। তাঁহারই বিশ্বব্যাপক শক্তিতে সহস্র সহস্র পর্ব্বত, অনন্ত গ্রহ উপগ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি প্রতিনিয়ত আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছে; সহস্র সহস্র হিংস্রপ্রাণী দমিত ও শাসিত হইতেছে। তিনি বিশ্বের কর্ত্তা, ধর্ত্তা এবং ঈশ্বর। অতএব তিনি যাহা করেন, সকলই স্বাভাবিক;

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য নহে। আমরা বুদ্ধির দোষে লোকোত্তর চমৎকার ভগবানের কার্য্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। বস্তুতঃ তাঁহার বাল্যজীবনের অলৌকিক ঘটনা দ্বারা সম্পূর্ণভাবে দৈবীশক্তির পূর্ণতাই প্রকটিত হইয়া থাকে।

জ্ঞানের দ্বারা আধ্যাত্মিকভাবের পূর্ণতা হইয়া থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ধর্ম্মক্ষেত্রে সমরক্ষেত্রে শোক-সংবিগ্ন-বিষণ্নচিত্ত অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সমাধি-ভাষাগম্য যে সুমধুর জ্ঞানময় গীতাশাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেই তাহার মধ্যে জ্ঞানের কত মধুরতা ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। গীতাশাস্ত্র উপনিষদের সারভাগ। পূর্ণজ্ঞানী ব্যতিরেকে এরূপ অধ্যাত্মতত্ত্বপূর্ণ জ্ঞানের উপদেশ কেহ করিতে পারেননা। সমাধিমগ্ন সাধকই এইরূপ সমাধিগম্য ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন—অন্যের পক্ষে তাহা অসম্ভব। দ্বিতীয় কারণ এই যে, গীতা পূর্ণ শাস্ত্র, এইজন্য উহা ভগবদ্বাক্য। বেদবর্ণন প্রসঙ্গে গ্রন্থান্তরে বলা হইয়াছে যে, জীবগণের পূর্ণতাবিকাশের জন্য যাহার মধ্যে উপদেশসমূহ নিহিত আছে, তাহাই পূর্ণ শাস্ত্র। শরীর আধিভৌতিক-ভাব, মন আধিদৈবভাব এবং বুদ্ধি আধ্যাত্মিকভাব; এই জন্য শরীর, মন এবং বুদ্ধির পূর্ণতা দ্বারাই সাধক পূর্ণতা লাভ করিয়া পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যাইতে পারেন। কর্ম্মের দ্বারা শরীরের, উপাসনা দ্বারা মনের এবং জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধির পূর্ণতা হইয়া থাকে। অতএব যে শাস্ত্রে কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান, এই ত্রিবিধভাবের বর্ণন পূর্ণরূপে বিদ্যমান, তাহাই পূর্ণ শাস্ত্র এবং ভগবদ্বাক্য। জীবগণের কল্যাণের নিমিত্ত বেদের মধ্যে কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনা কাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড এই ত্রিবিধভাবের বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই বেদ স্বতঃপূর্ণ ভগবানের বাক্যস্বরূপ। এইরূপ অষ্টাদশ অধ্যায়াত্মক গীতার মধ্যে উক্ত ত্রিবিধভাব স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রধানতঃ প্রথম ছয় অধ্যায়ের মধ্যে কর্ম্ম, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ের মধ্যে উপাসনা এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানের বিষয় বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্য গীতা পূর্ণ শাস্ত্র। পূর্ণতার অপর লক্ষণ এই, যে শাস্ত্র সাম্প্রদায়িক-ভাব পোষণ না করিয়া নিরপেক্ষ উদারভাবের প্রচার করিয়া থাকে, তাহা পূর্ণ শাস্ত্র। ঋষিগণের জ্ঞানোজ্জ্বলা বুদ্ধির সহিত বিষয়-

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

মলিন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণের বুদ্ধিরও এইরূপ পার্থক্য। ঋষিগণের বুদ্ধি পূর্ণা। এই জন্য তাঁহারা কোন সাম্প্রাদায়িক ভাব পোষণ করিতেন না—অথবা কোনও এক ভাবের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া অন্যভাবের নিন্দা করিতেন না। ভগবানের অবতার মহামুনি বেদব্যাস-ঋষি পূর্ণ ছিলেন, এইজন্য তিনি ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে মুখ্যরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কোনও এক বিষয়কে গৌণ বা মুখ্য করেন নাই। সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে এরূপ মহান্ উদারভাব সম্পন্ন হয় না। প্রায়ই তাঁহারা কোনও এক ভাবের প্রধানতা স্বীকার করিয়া অন্য ভাবকে অধস্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যে দিন হইতে ভারতবর্ষে এইরূপ সাম্প্রদায়িক ভাবের অভ্যুদয়, সেই দিবস হইতেই মতদ্বৈধতা, পরস্পর পরস্পরের নিন্দা, ঈর্ষা, হিংসা, দ্বেষ এবং ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রশ্রয় ইত্যাদি নানাবিধ অশান্তিকর, অমঙ্গলকর, উন্নতিপ্রতিষেধক কার্য্যের দ্বারা ভারতের অকল্যাণ সাধিত হইতেছে। গীতাশাস্ত্র এই সমস্ত দোষে দুষ্ট নহে ইহা ভগবানের মুখনিঃসৃত সুমধুর সুপেয় অমৃত। অধিকারানুসারে সকলেই দেবোপভোগ্য এই সুস্বাদু অমৃত আস্বাদ করিয়া অমরত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ইহাতে কর্ম্মীর জন্য নিষ্কাম কর্ম্মের উদারভাব, ভক্তের জন্য ভক্তির মধুরভাব এবং জ্ঞানীর জন্য পরমজ্ঞানের গভীরভাব—একাধারে নিখিলভাবের সামঞ্জস্য বর্ত্তমান! এই জন্য গীতাশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা কেবল বঙ্গদেশে নহে—সমগ্র ভারতে,—শুধু ভারতে নহে—সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত। কোনও জাতিবিশেষ নহে,—পৃথিবীর সমগ্রজাতি ইহার অসীম মহিমায় মহিমান্বিত। এই জন্য গীতা পূর্ণ শাস্ত্র। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যদ্যপি পূর্ণাবতার না হইতেন, তাহা হইলে গীতার ন্যায় জ্ঞান-বিজ্ঞানময় শাস্ত্র তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইত না।

তৃতীয়তঃ উপাসনার ছয় অধ্যায়, কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে সংযোজিত হওয়ায় গীতার পূর্ণত্বের মহত্ব আরও অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তি মধ্যস্থলে থাকায় কর্ম্মমিশ্রা, শুদ্ধা এবং জ্ঞানমিশ্রা, এই ত্রিবিধ ভক্তি জীবের কল্যাণদায়িনী হইয়া থাকে। ভক্তি সমস্ত সাধনার প্রাণস্বরূপ। কর্ম্মীই হউন আর জ্ঞানীই হউন, মূলে ভক্তি না থাকিলে, উভয়েরই বন্ধনের আশঙ্কা থাকে। ভক্তিহীন কর্ম্ম—দম্ভ এবং কর্ত্তৃত্বের সাধক হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কর্ম্মী নিজেতে ভগবৎসেবাবুদ্ধি রাখিয়া ভক্তির সহিত কর্ম্ম করিতে থাকেন,

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

তবে সে কর্ম্মের ফলে দাম্ভিকতা বা বন্ধনের আশঙ্কা থাকে না। এইরূপ,ভক্তিহীন শুষ্কজ্ঞান হইতে চিত্তে তর্কবুদ্ধি এবং অভিমান উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং সংসার-বন্ধন তাঁহার দৃঢ়তর হইয়া যায়। কিন্তু জ্ঞানের মূলে ভক্তি নিহিত থাকিলে, জ্ঞানীভক্ত আত্মরতি লাভ করিয়া সর্ব্বদা সদানন্দরসে নিমগ্ন হইয়া যান, শুষ্ক তর্ক বা অভিমান তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। কর্ম্ম এবং জ্ঞান এই উভয়ের মধ্যে যদি ভক্তি নিহিত থাকে, তবেই এরূপ পূর্ণতা সম্ভবপর হইতে পারে। এই জন্যই সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বশাস্ত্রোত্তম গীতাশাস্ত্রের মধ্যে ভক্তির স্থান-নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভক্তিকে কর্ম্ম এবং জ্ঞানের মধ্যে রাখিবার অন্যতম মহদুদ্দেশ্য এই যে, যেরূপ উদারহৃদয় মহাত্মা সর্ব্বদা বিবাদভঞ্জন করিয়া শান্ত-ভাবের প্রচার করিয়া থাকেন, তদ্রূপ উদার ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জগতের মধ্যে শান্তিস্থাপনের নিমিত্ত গীতা-শাস্ত্রের প্রচার করিয়াছিলেন। বিবদমান উভয়-পক্ষের মধ্যস্থলে যদি কোনও সুধীর, শান্ত-পুরুষ বর্ত্তমান থাকেন, তবে বিবাদের বৃদ্ধি না হইয়া শান্তিই হইয়া থাকে। কর্ম্ম এবং জ্ঞানের মধ্যে সর্ব্বদা বিবাদ। কর্ম্ম যে পথে যাইতে উপদেশ করিতেছেন, জ্ঞান তাহার বিপরীত মার্গ দেখাইতেছেন। কর্ম্মের মতে জগৎ সত্য এবং জ্ঞানের মতে জগৎ মিথ্যা। কর্ম্মের মতে কর্ম্মী হওয়া আবশ্যক—জ্ঞানের মতে নিষ্কর্ম্মী হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ উভয়ের মধ্যে নিরন্তর বিবাদ বর্ত্তমান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মধ্যস্থলে ভক্তিকে রাখিয়া উভয়ের বিবাদ-ভঞ্জন করিয়া দিলেন। মধ্যস্থলে ভক্তির স্থান হওয়াতে ব্যবহারিক দশায় জগৎ মিথ্যা হইলেও, জ্ঞানী মহাত্মাগণ জগৎকে ভগবানের রূপ বিবেচনা করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন এবং কর্ম্মীগণ সকলপ্রকার কর্ম্মাচরণ করিলেও, জগতের পারমার্থিক সত্তা অর্থাৎ ব্রহ্মরূপতা অনুভব করিয়া কর্ম্মমার্গে অহঙ্কারাদি বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন। এই জন্য ভক্তির মধ্যস্থলেই অবস্থান যুক্তিযুক্ত। এইরূপ পূর্ণ গীতাশাস্ত্রের বক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ ছিলেন। সুতরাং তিনি পরমাত্মা ও পরমপুরুষ, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

দ্বন্দ্ব অর্থাৎ বিরুদ্ধ-ভাবদ্বয়ের সামঞ্জস্যও পূর্ণতার অন্যতম লক্ষণ। যিনি পূর্ণ বা জীবন্মুক্ত পুরুষ; সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা তাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান। তাঁহার চিত্তে সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, কোনরূপ ভাবের সংস্কার পতিত হয় না।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

পূর্ণাবতারে এই সমস্ত লক্ষণ বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যেও এইরূপ বিরুদ্ধভাবের সামঞ্জস্য পূর্ণভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা তাঁহার পূর্ণত্বের মহিমা স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়টী স্পষ্ট করা হইতেছে। যুদ্ধস্থলে অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা শত্রু বধ করা ক্ষত্রিয়গণের প্রকৃতি। গীতার মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে উপদেশ করিলেন যে, হে অর্জ্জুন! যুদ্ধ না করিয়া তুমি থাকিতে পার না। যেহেতু—

"প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষতি"

প্রকৃতিমাতা বলপূর্ব্বক তোমাকে নিযুক্ত করিবেন। যুদ্ধের নামশ্রবণে বাহু স্পন্দিত হওয়া ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কুরুক্ষেত্রে ভীষণ সংগ্রাম হইয়া গেল, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য বিনাশ প্রাপ্ত হইল, সমস্ত কার্য্যের নেতা বা অগ্রণী তিনি, বিশেষতঃ তিনি ক্ষত্রিয় হইয়াও যুদ্ধস্থলে অস্ত্রধারণ করিলেননা। যদি তিনি সামান্য মানব হইতেন, তাহা হইলে এরূপ ভাব তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইতনা। ইহাই তাঁহার পূর্ণচরিত্রে বিরুদ্ধ-ভাবদ্বয়ের সামঞ্জস্য। ক্ষত্রিয়গণ প্রাণদান করিয়াও স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া থাকেন। ভগবান সত্যস্বরূপ হইলেও ভক্তের অধীন, এই জন্য কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে অস্ত্রধারণ করিবনা বলিয়া তিনি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, পরমভক্ত ভীষ্মদেবের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য, সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। ভক্তসখা ভগবান ভক্তের মহিমা প্রচারের জন্য অস্ত্রধারণ করিলেন এবং উভয়-বিরুদ্ধ-ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করিলেন। কর্ম্মই সংসারবন্ধনের হেতু। কর্ম্মজীবনে কর্ত্তৃত্বাভিমান স্বাভাবিক। অন্যপক্ষে যাঁহারা নিষ্ক্রিয়, তাঁহারা অত্যন্ত আলস্যপরায়ণ হইয়া থাকেন। এই উভয়-বিরুদ্ধ-ভাবের সামঞ্জস্য নিষ্কাম-কর্ম্ম। ফলাকাঙ্ক্ষী না হইয়া কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করার নাম নিষ্কাম-কর্ম্ম। যথা—

কর্ম্মণ্যেবাঽধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥

কর্ম্মেই মানবের অধিকার, কর্ম্মফলে কোনও অধিকার নাই। অতএব কর্ম্ম-

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য নহে এবং কর্ম্ম পরিত্যাগ করাও কর্ত্তব্য নহে। ইহাই নিষ্কাম-কর্ম্মের আদর্শ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় জীবনে এইরূপ আদর্শকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, কিরূপে কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও কমলদলস্থিত জলের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকা যায়। তিনি সংসারের মধ্যে যে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছিলেন, সামান্য মানবকে যদি তাহার কিয়দংশও সম্পাদন করিতে হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি ঘূর্ণায়মান কর্ম্মচক্রের আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইতেন। কিন্তু সহস্র সহস্র জটিল কর্ম্ম অক্লেশে সম্পন্ন করিয়াও ভগবান নির্লিপ্ত। বিপদে সম্পদে বংশী বাজাইয়াই তিনি আনন্দময়। যোগদর্শনে ঈশ্বরের লক্ষণ সম্বন্ধে একটী সূত্র আছে যে—

"স এব পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনাঽনবচ্ছেদাৎ"

ঈশ্বর জ্ঞানের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হন না বলিয়া পরমজ্ঞানী ঋষিগণেরও গুরু। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জ্ঞানের কি প্রকার আদর্শ ছিলেন, উপনিষদের সারভূত গীতাই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এইরূপ উন্নতজ্ঞানসম্পন্ন ও সর্ব্বজগতের গুরু হইয়াও ভগবান যখন লীলা করিবার জন্য লৌকিকজগতে আসিয়াছিলেন, তখন সমস্ত লোকাচার পূর্ণ করা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যেহেতু—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।

শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাহার অনুকরণ করিয়া থাকেন। এই জন্য সংসারে আদর্শস্থাপনের জন্য নিখিল জগতের গুরু ভগবান, সান্দীপন মুনিকে গুরুপদাভিষিক্ত করিয়া তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং গুরুদক্ষিণা দানস্বরূপ তাঁহার মৃতপুত্রের জীবন প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যেও উভয়-বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সমাবেশ স্পষ্টই লক্ষিত হয়। সংসারের মধ্যে অহঙ্কার এবং ধৃষ্টতাই মানবের সর্ব্বনাশের মূল-কারণ। বিচারবিমূঢ়, সামান্য-শক্তিবিশিষ্ট মানবগণ, ধন-যৌবন-মদে উন্মত্ত হইয়া বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতেও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু বিচার্য্য এই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় শক্তিমান্ পুরুষ ব্রাহ্মণের মধ্যে কয়জন

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ছিলেন? পিতামহ ভীষ্মদেব তাঁহার অলৌকিক-শক্তি-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই যজ্ঞভাগ দিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এত শক্তি, এত সামর্থ্য, এত জ্ঞানের পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও তিনি বর্ণধর্ম্মের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই। জন্ম এবং কর্ম্মের সহিত বর্ণধর্ম্মের যে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তাই তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও এইরূপ বিচার-পূর্ব্বক কার্য্য করা তাঁহার চরিত্রে বিরুদ্ধভাবের সামঞ্জস্য এবং পূর্ণতার লক্ষণ। আজকাল যাঁহারা ত্রিশমুদ্রা বেতনের কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহারাও মোহবশে বদ্ধ হইয়া স্বয়ং একবার আহার করিয়াও স্ত্রীর ভবিষ্যজ্জীবনের ব্যয়ের নিমিত্ত চিন্তাকুল হইয়া থাকেন; কেহ জীবন-বীমা কোম্পানীতে, কেহ বা অন্য-স্থলে তজ্জন্য মুদ্রা রক্ষা করেন। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দুর্জ্ঞেয় কর্ম্মগতির দিকে তাঁহারা দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যদ্যপি ইচ্ছা করিতেন, তবে কি তিনি সংসার-লীলা উদ্যাপনের পূর্ব্বে স্বীয় ধর্ম্মপত্নীগণের নিমিত্ত কিছু অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিতেন না? ত্রিশমুদ্রার কর্ম্মচারীর যে শক্তি, সে শক্তিও কি তাঁহাতে ছিল না? কিন্তু তিনি বৈষয়িক ব্যক্তির ন্যায় মোহগ্রস্ত ছিলেননা, কর্ম্মবিজ্ঞানের যথার্থতত্ত্ব তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতেন। তাহার বিরুদ্ধে কর্ম্মকরা তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষের কর্ত্তব্য ছিল না। সেই জন্য তিনি স্বধামে গমন করিলে পর মহাবীর অর্জ্জুনের গাণ্ডীবধারণের শক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল—স্ত্রীগণের রক্ষা হইল না। ইহাও ভগবানের সুপবিত্র চরিত্রে বিরুদ্ধভাবের সামঞ্জস্য এবং পূর্ণতার লক্ষণ। সংসারে মোহান্ধ-পুরুষের লক্ষণ এই যে, তাঁহারা যখন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়া থাকেন, তখন তাঁহাদের মনে অত্যন্ত দুঃখ হইয়া থাকে। যাহার সহিত যত ঘনিষ্ঠতর প্রেম, তাহাকে ত্যাগ করিতে তত বেশী কষ্ট হইয়া থাকে। সাংসারিক মোহ-কাম-প্রেমাদিতে আকৃষ্টচিত্ত হওয়া জীবের স্বভাব এবং তাহা হইতে নির্লিপ্ত থাকা—প্রেম করিলেও তাহাতে বদ্ধ না হওয়া এবং মোহাদি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত না হওয়া মুক্ত পুরুষের লক্ষণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি গোপীগণের প্রেম জগতে অতুলনীয়। ভগবান অক্রূরের সঙ্গে যে-

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

সময় বৃন্দাবন ত্যাগ করিতেছেন, সে সময় গোপীগণ হৃদয়বিদারক ক্রন্দন-ধ্বনিতে দশদিক্ কম্পিত করিয়া অশ্রুজলে পরিধেয় বসন সিক্ত করিয়া বহু স্তবস্তুতি করিতে করিতে পথরোধ করিলেন। সামান্য পুরুষের সাধ্য কি যে, সেরূপ প্রেমবন্ধন ছিন্ন করে? কিন্তু ব্রজলীলা অবসানের পর ভগবানের মথুরা-লীলার মুহূর্ত্ত উপস্থিত; কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুরোধে তিনি গোপীপ্রেম ভুলিয়া গেলেন; সামান্য প্রেমের বন্ধনে গোপীগণ তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারিলেন না,—তিনি মথুরাধামে চলিয়া গেলেন। ইহার দ্বারাও তিনি উভয়ভাবের সমতা রক্ষা করিলেন। এইরূপে নিরপেক্ষভাবে যতই গভীর গবেষণা করা যাইবে, ততই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লোকাতীত চরিত্র এবং পূর্ণত্বের মহিমা পূর্ণরূপে প্রকটিত হইবে।

পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ পুরাণের মধ্যে যে সমস্ত অসাধারণ দৈবচরিত্রের বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, সে সমস্তই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের ন্যায় পবিত্র এবং গভীর ভাবে পূর্ণ। এ স্থলে কেবল শ্রীকৃষ্ণচরিত্রকে আদর্শ করিয়া পুরাণের স্বরূপ সমালোচিত হইল। পুরাণ-পাঠকগণেরও এইরূপে বিজ্ঞানের তত্ত্বাবধারণপূর্ব্বক শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সহকারে পুরাণ পাঠ কর্ত্তব্য। গোপীগণের মধুময় চরিত্র আলোচনা করিলেও হৃদয়পটে অনেক সুন্দর সুন্দর ভাবময় চিত্র অঙ্কিত হইয়া যায়। তাঁহারা স্বীয় উদারতা, মধুময়ভাব এবং ভগবানে আত্মসমর্পণ বুদ্ধির দ্বারাই অলভ্য ভগবৎকৃপালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বর্ণন করা হইয়াছে যে, দেবীগণ, শ্রুতিগণ ও ঋষিগণ কান্তাভাবে ভগবদ্ভজনা করিবার জন্য গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভক্তিশাস্ত্রে চতুর্দ্দশ প্রকার রসের বিভেদ বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে করুণ, হাস্য ও বীভৎস প্রভৃতি সপ্ত গৌণ, এবং দাস্যাসক্তি, সখ্যাসক্তি, বাৎসল্যাসক্তি ও কান্তাসক্তি প্রভৃতি সপ্ত মুখ্য। এই সমস্ত রসের দ্বারা প্রেম করিবার জন্য ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে—

মাহাত্ম্যজ্ঞানমপেক্ষ্যম্।
তদভাবে জারবৎ।

কান্তাসক্তিই হউক অথবা যে কোনও আসক্তি হউক না কেন, সকলের

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

দ্বারা মাহাত্ম্যজ্ঞানপূর্ব্বক প্রেম হওয়া আবশ্যক। ঈশ্বরে মাহাত্ম্যবুদ্ধি না রাখিয়া অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট বিবেচনা করিয়া যদি প্রেম করা হয়, তবে সে প্রেম উপপতির প্রেমের সদৃশ হইবে। গোপীগণ যদিও কান্তাসক্তি দ্বারা ভগবানের ভজনা করিতেন, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে মাহাত্ম্যজ্ঞান ছিল। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম পরমাত্মা ছিলেন, তাহা তাঁহাদের অবিদিত ছিল না। যথা—

"প্রেষ্ঠো ভবাঁস্তনুভৃতাঙ্কিল বন্ধুরাত্মা"
"ন খলু গোপীকানন্দনোভবা-
নখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।"

আপনি নিখিলভূতের আত্মা এবং সর্ব্বব্যাপী অন্তরাত্মা ভগবান। এইরূপ পূর্ব্বকথিত বহু শ্লোকের দ্বারা গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ঈশ্বরজ্ঞান ছিল, তাহা প্রমাণিত হইয়া থাকে। সেইরূপ জ্ঞান ছিল বলিয়াই, কান্তাসক্তি প্রেমের দ্বারাও গোপীগণ অত্যুন্নতমার্গে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কান্তাভাবের বিশেষ এই যে, সাধক ইহার দ্বারা শরীর, মন এবং আত্মা সকলের সহিত পরমাত্মার আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। স্ত্রীভাবের দ্বারাই ইহা পূর্ণ হইতে পারে, পুরুষভাবের দ্বারা কদাপি সম্ভবপর নহে। এই জন্যই সকলে স্ত্রীশরীর ধারণ করিয়াছিলেন। গোপবালকগণ অপেক্ষা গোপিনীগণের অধিকার উন্নত ছিল। সেই জন্যই তাঁহারা ভগবানের বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্রেই সংসার ছাড়িয়া প্রিয়তমের চরণারবিন্দে নিজ নিজ আত্মাকে বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন। গোপবালকগণ সেরূপ করিতে পারেন নাই। এস্থানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, গোপীগণ আপন আপন পতিকে পরিত্যাগ করিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা কুলটা, ব্যভিচারিণী ও পাপিনী কেন হইবেন না? এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, গোপীগণ যদি নিজ নিজ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া কোনরূপ মনুষ্যমাত্রকে পতিরূপে স্বীকার করিতেন, তবে তাঁহারা অবশ্য ব্যভিচারিণী, পাপিনী এবং নরকগামিনী হইতেন। কিন্তু তাঁহারা যখন নিখিল-পতির অন্তরাত্মা, পরমপতি ভগবানে শরীর, মন,

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

প্রাণ ও আত্মা সমস্তই সমর্পণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ব্যভিচার-দোষ-কলঙ্কিতা হইতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণি
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচন করিলে শাখাপত্রাদি সকলেরই তৃপ্তি হইয়া থাকে এবং যেরূপ প্রাণ পরিতৃপ্ত হইলে ইন্দ্রিয়নিচয়েরও তৃপ্তি সাধিত হইয়া থাকে; সেইরূপ ভগবানের সেবা করিলে সমস্ত পতির এবং সমস্ত সংসারের সেবা করা হইয়া থাকে। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রেম বর্দ্ধিত করিয়া পরিশেষে সেই প্রেমের দ্বারা প্রেমিকগুরু ভগবানের প্রতি প্রেম করিতে শিক্ষা করাই বিবাহের উদ্দেশ্য। যথার্থ প্রেম ভগবানের সঙ্গেই হইতে পারে; ভগবান প্রেমের স্বরূপ; এজন্য তাঁহার প্রেমও নিত্য। ভগবৎপ্রেমে দুঃখ নাই, বিরহ নাই, বিষাদ নাই, কোন-রূপ শোক নাই, অশান্তি নাই। জীবগণও এইরূপ নিত্য-সত্য-প্রেমের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত। সাংসারিক জীবসমূহ এই পরমশান্তিময়, প্রেমময় ভগবানের চরণকমল লাভ করিবার জন্য অনন্তকাল হইতে মহাকালের কালচক্রে ঘূর্ণিত হইতেছে। এই নিশ্চল, শান্তিময় পরমপদ পাইবার জন্যই জগতের যাবতীয় অশান্তি এবং চঞ্চলতা। শ্রীভগবানের সঙ্গে এইরূপ মিলনই যথার্থ-মিলন এবং আধ্যাত্মিক বিবাহ। এইরূপ বিবাহই সমস্ত বিবাহের লক্ষ্যস্থল। এই জন্যই নিখিল-সংসারচক্র প্রতিনিয়ত ঘূর্ণিত হইতেছে, এবং অনন্ত কর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু ভগবান নিরাকার, নিত্য-নিরঞ্জন ও ইন্দ্রিয়গণের অতীত। এই জন্য তাঁহার সহিত প্রেম করা সহজসাধ্য নহে। সেই জন্য স্ত্রীপুরুষ উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রেম করিতে করিতে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে লুক্কায়িত প্রেম যখন জাগ্রত হইয়া উঠে, তখন তাহার দ্বারা প্রেমাধার পরমেশ্বরের সঙ্গে প্রেম করিতে অভ্যাস করিতে হয়। শরীরের সহিত শরীরের সম্বন্ধ এবং মনের সহিত

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

মনের সম্বন্ধ। এ সমস্তই আধ্যাত্মিক বিবাহ অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে প্রেম করিবার উপায়মাত্র। মূলে আধ্যাত্মিক-বিবাহই লক্ষ্যস্থল থাকে। অতএব মূলে আধ্যাত্মিক-বিবাহ যাঁহার হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ যিনি সাংসারিক সমস্ত প্রেমকে তুচ্ছ করিয়া ভগবানের সঙ্গে প্রেম করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য স্থির করিয়াছেন, তাঁহারই জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইয়া গিয়াছে। সংসারের কোনও বস্তুর সহিত প্রেম করিবার আবশ্যকতা তাঁহার নাই, তিনি ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পূর্ণ করিয়াছেন, সকল দায়িত্ব হইতে তিনি মুক্ত হইয়া গিয়াছেন। ভগবৎপ্রেম-পাগলিনী গোপিনীগণের ভাবও ঠিক এইরূপ ছিল। তাঁহাদেরও জীবন-তরণী সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছিল। ভগবানের চরণকমলে তাঁহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য-ভাব ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পরমপতি পরমাত্মা বিবেচনা করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে মন, প্রাণ সমস্তই উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহাদের সমস্ত বিবাহ আধ্যাত্মিক-বিবাহে বিলীন হইয়াছিল। তাঁহারা সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মরূপ শাশ্বত ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত কান্তাসক্তি-ভক্তির দ্বারা গোপীগণ ধন্যা হইয়া গিয়াছিলেন। পাপিনী বা অধর্ম্মাচারিণী হইয়া নরকগামিনী হন নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গীতার মধ্যে বলিয়াছেন—

যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিতচেতসাম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈব মাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহন্ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

যাঁহারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া অনন্য যোগের দ্বারা আমার উপাসনা করিয়া থাকেন, দুস্তর সংসার-সমুদ্র হইতে আমি তাঁহাদিগকে উদ্ধার

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

করিয়া থাকি। হে অর্জ্জুন! তুমি আমাতেই চিত্ত অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর। ইহা দ্বারা তুমি আমাকে নিশ্চয়ই লাভ করিতে পারিবে। সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল আমারই শরণাপন্ন হও। লৌকিক ধর্ম্মত্যাগজনিত যদি কোনও পাপ হইয়া থাকে, সে পাপ হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব। গোপীগণ এইরূপ সাংসারিক স্ত্রী-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং ভগবানও তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাই গোপীপ্রেমের রহস্য। তাঁহাদের প্রেম সম্বন্ধে অধিক কি বলা যাইতে পারে? তাঁহারা বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস কিছুই পড়েন নাই; কেবলমাত্র অনন্তভক্তির দ্বারাই ভগবানকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যেহেতু ভগবান বলিয়াছেন—

> অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ!।
> সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
> নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
> শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্! যেষাং গতিরহং পরা॥
> ময়ি নিবদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
> বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥

আমি ভক্তগণের অধীন, ভক্তের নিকট আমার কোন স্বতন্ত্রতা নাই; ভক্তগণ হৃদয়মন্দিরে আমাকে চিরতরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ভক্ত ব্যতিরেকে আমি স্বীয় আত্মাকে চাহি না,—এমন কি লক্ষ্মীকে পর্য্যন্ত চাহি না। সাধুগণের আমি পরমগতিস্বরূপ। সমদর্শী সাধুগণ আমাতে চিত্ত অর্পণ করিয়া, সতী যেরূপ স্বীয় পতিকে বশীভূত করেন, তদ্রূপ তাঁহারা আমাকে প্রেমডোরে বাঁধিয়া বশীভূত করিয়া থাকেন। গোপীগণেরও ভগবানের প্রতি তাদৃশই অনুরক্তি ছিল। যথা—

> বাণীগুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াম্।
> হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ॥
> স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে।
> দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্॥

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

গোপীগণের বাক্য ভগবদ্গুণানুবর্ণনে, শ্রবণ গুণানুবাদ শ্রবণে, হস্ত ভগবানের মন্দির-মার্জ্জনাদি কার্য্যে, চিত্ত ভগবানের চরণকমল-ধ্যানে, মস্তক ভগবদ্মূর্ত্তি এবং তীর্থাদির প্রণামের জন্য, চক্ষুর্দ্বয় ভক্তগণের দর্শনে নিযুক্ত ছিল। এইরূপে গোপীগণ শরীর,মন এবং প্রেমের দ্বারা ভগবানের প্রতি প্রেম করিতেন। ভগবানও সেইজন্য তাঁহাদের প্রতি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিতেন,—এমন কি গোপীগণের সংবাদ লইবার জন্য যখন তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন, তখন স্বমুখে গোপীগণের প্রেমের বর্ণনা করিয়াছিলেন। যথা—

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদেহিকাঃ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠ মাত্মানং মনসা গতাঃ॥
যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্বিভর্ম্ম্যহম্।
ময়ি তাঃ প্রেয়সাম্প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ॥
স্মরন্তোঽঙ্গ! বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ।
ধারয়ন্ত্যপি কৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন॥

গোপীগণ আমাতেই মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া আমার জন্য পতিপুত্রগণকে ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের স্থূলশরীর ব্রজধামে থাকিলেও চিত্ত আমাতেই বিলীন। আমার জন্যই তাঁহারা লোকধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য। আমি বহু দূরদেশে অবস্থান করি; এই জন্য মদীয় প্রেমাসক্তা গোপীগণ আমার বিরহে বহুবিধ যন্ত্রণা অনুভব করিতেছেন এবং "আমি পুনরায় ফিরিয়া যাইব" এই আশাতেই বহুকষ্টে কোনরূপে প্রাণধারণ করিয়া আছে মাত্র। ইহাই ভগবানের প্রতি গোপীগণের অতুলনীয় প্রেমভাব।

শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলাপ্রসঙ্গে যে সমস্ত শ্লোক বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশস্থলেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে "যোগেশ্বর" "মন্মথমন্মথ" "আত্মারাম" প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করা সত্ত্বেও গোপীগণেরও প্রেমবর্ণন সম্বন্ধে কোন কোনও স্থলে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, যাহা দ্বারা গোপীগণের হৃদয়ে কামভাব ছিল বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। কাম কোন্ অবস্থায় শরীর ও মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে? এবং কিরূপ অবস্থাতে উপনীত হইলে

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

জীব কামাতীত হইয়া কামকে বশীভূত করিতে পারেন? ইহার প্রকৃততত্ত্ব না জানিয়া কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্লোকসমূহকে অবলম্বন করিয়া সুপবিত্র গোপীচরিত্রে বিবিধ কলঙ্কারোপ করিতে অনেকে চেষ্টা করিয়া থাকেন। সেই জন্য গোপীভাববর্ণন দ্বারা তদ্বিষয়ক শঙ্কার সমাধান করিবার জন্য প্রযত্ন করা যাইতেছে।

পূর্ব্বে একথা অনেকবার বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্বজন্মে গোপীগণ শ্রুতি, দেবতা, এবং ঋষি ছিলেন। শরীর, মন, প্রাণ ও আত্মা দ্বারা ভগবৎসেবা করিয়া ভগবৎসঙ্গসুখানুভব করাই তাঁহাদের প্রাক্তন-সংস্কারানুকূল প্রবল বাসনা ছিল। এই জন্য এরূপ ইচ্ছা হওয়া তাঁহাদের স্বাভাবিক। এই সমস্ত গোপীও আবার দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। একপ্রকারের গোপীগণকে রাস-রজনীতে তাঁহাদের পতিগণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিকট যাইতে বাধা দিয়া গৃহমধ্যে আবদ্ধা করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহারাও কৃষ্ণবিরহকাতরা হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। যথা—

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ॥
দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাঽশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাঽপিসঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥

কোন কোন গোপী স্ব স্ব পতিকর্ত্তৃক গৃহমধ্যে আবদ্ধ হইয়া নিমীলিত-নেত্রে প্রিয়পতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ধ্যানে নিযুক্তা হইলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের মুক্তিমার্গের কণ্টকস্বরূপ যে শুভাশুভ কর্ম্মক্ষয়ের প্রয়োজনীয়তা ছিল, তাহা সম্পন্ন হইয়া গেল। প্রিয়তম ভগবানের দুঃসহ বিরহজনিত তীব্র-তাপের দ্বারা সমস্ত অশুভ কর্ম্ম বিনষ্ট হইল এবং মনোময় রাজ্যে ভুবন-মন-মোহনের মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে তৎসম্বন্ধজনিত তাঁহারা যে অতুলনীয় সুখানুভব করিলেন, তাহার দ্বারা শুভকর্ম্মসমূহের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। এইরূপে প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় হইয়া যাওয়ায় গোপীগণ মুক্তবন্ধন হইয়া গুণময় দেহকে

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

পরিত্যাগপূর্ব্বক মুক্তিপদ লাভ করিলেন। ভগবদ্ভাবসম্বন্ধযুক্তা গোপীগণের সংযোগ এবং বিয়োগ উভয়ভাবই অসাধারণ। সুতরাং তজ্জনিত সুখদুঃখের দ্বারা কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হওয়াও স্বাভাবিক। এই সমস্ত গোপীর ভগবানে পরমাত্ম-জ্ঞান না থাকিলেও কেবলমাত্র ভগবৎসঙ্গের দ্বারাই তাঁহারা মুক্তিলাভ করিলেন। অতএব যাঁহারা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, ভগবানের পরমাত্মভাব অবগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে মুক্তিপদের অধিকারিণী হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কারণ কি? এখন ইহার মধ্যে অনুধাবনের বিষয় এই যে, উভয়শ্রেণীর গোপীগণের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর গোপীগণ ভগবানকে কেবল পতিভাবেই ভজনা করিতেন—ব্রহ্মভাব তাঁহারা অবগত হইতে পারেন নাই; কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর গোপীগণ ভগবানকে পতিভাবে এবং ব্রহ্মভাবে উভয়ভাবেই ভজনা করিতেন। কামভাব উভয় শ্রেণীর মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। এই জন্যই মহারাজা পরীক্ষিত শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে সন্দেহ উত্থাপন করিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি ব্রহ্মভাব না থাকিলেও এবং কামভাব থাকা সত্ত্বেও গোপীগণের মুক্তি কিরূপে সম্ভবপর হইল? যথা—

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরম স্তাসাং গুণধিয়াং কথম্॥

যে সমস্ত গোপী গৃহমধ্যে অবস্থান করিয়া ধ্যানের দ্বারা মুক্তিলাভ করিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে তাঁহাদের ব্রহ্মভাব না থাকাতে ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইল? ইহার উত্তরে মহামুনি শুকদেব বলিলেন—

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥
নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহ মৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥
ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে॥

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চেদিরাজ শিশুপাল ভগবানের প্রতি দ্বেষভাবের দ্বারাই মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। অতএব দ্বেষভাবের দ্বারা যদি মুক্তি হইতে পারে, তবে যাঁহারা প্রাণ, মন ও শরীরদ্বারা ভগবানের সহিত প্রেম করিতেন—তাদৃশ গোপীগণের মোক্ষ কেন না হইবে? অব্যয়, নির্গুণ, পরমাত্মা জীবগণকে মুক্ত করিবার জন্যই সংসারে প্রকটিত হইয়া থাকেন। যেমন, জ্ঞাতসারে হউক অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক, যদি কেহ অমৃত পান করেন, তবে তিনি অবশ্যই অমরত্বের অধিকারী হইয়া থাকেন। তদ্রূপ ভগবানের স্বরূপ অবগত থাকিয়া অথবা অনবগত থাকিয়াই হউক, যদি কেহ ভগবানের প্রতি প্রেম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের জগন্মঙ্গলকারিণী শক্তির দ্বারা তাঁহার বৈষয়িক প্রবৃত্তির নাশ হইয়া যায় এবং অন্তে তিনি মুক্তিপদের অধিকারী হইয়া থাকেন। ভগবানের প্রতি কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য অথবা মিত্রতা, যে কোনও ভাব স্থাপন করা যায়, তাহার দ্বারাই তাঁহার সহিত নৈকট্য-সম্বন্ধ হইয়া থাকে এবং তাঁহাকে অনবরত চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাতে তন্ময়তালাভ করিতে পারা যায়। যথা—

সতি সক্তো নরো যাতি সদ্ভাবং হ্যেকনিষ্ঠয়া।
কীটকো ভ্রমরং ধ্যায়ন্ ভ্রমরত্বায় কল্পতে॥

তৈলপায়ী কীট (তেলাপোকা) যেরূপ ভ্রমরের চিন্তা করিতে করিতে ভ্রমরস্বরূপ হয়; তদ্রূপ যে কোনও ভাবকে আশ্রয় করিয়া ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে ভগবানে তন্ময়তালাভ করিয়া অন্তে ভক্ত দেবদুর্লভ মুক্তিপদের অধিকারী হইয়া থাকে। শিশুপাল প্রভৃতি অসুরগণ এবং অবলা ব্রজরমণীগণ এইরূপেই সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া সুখস্বরূপ মোক্ষপদবী লাভ করিয়াছিলেন। যদিও ভাগবতের বর্ণনানুসারে প্রতীতি হয় যে, স্থূলশরীরের সুখভোগ কামনা করিয়াও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিয়াছিলেন; পরন্তু এরূপ কামনা—যতক্ষণ মনের সঙ্গে স্থূলশরীর এবং ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণই থাকিতে পারে। মন, ইন্দ্রিয় এবং স্থূলশরীরের সহিত মিলিত হইয়া স্থূলশরীর সম্বন্ধীয় সুখদুঃখাদির অনুভব করিয়া থাকে; অতএব যাহার মন যে সময় স্থূলশরীর এবং ইন্দ্রিয় হইতে

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

পৃথক্ হইয়া অন্য কোন উচ্চ বস্তুতে তন্ময় হইয়া যায়, তিনি সে সময় স্থূলশরীরের সুখদুঃখাদির বিষয় চিন্তা করিতেই পারেন না। যেহেতু, তন্ময় হইয়া গেলে মন শরীর হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। গোপী-জীবনও ঠিক এতদবস্থাতেই উন্নীত হইয়াছিল। জন্মান্তরীয় বাসনার প্রাবল্যহেতু ভগবানকে দেখিবামাত্র যদিও তাহাদের স্থূলশরীরের ভোগের ইচ্ছা হইয়া থাকে ;—কিন্তু ভগবান—'শ্রীকৃষ্ণ' ত অর্থাৎ সমস্ত সংসারের আকর্ষক ছিলেন,—কাম, ক্রোধ আদি সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে আকর্ষণ করিয়া নিজের মধ্যে বিলীন করিতে সমর্থ ছিলেন। সেই জন্য প্রথমতঃ গোপীগণের চিত্তে সামান্য সামান্য কামভাব থাকিলেও—তাঁহারা যখন সর্ব্বশক্তিমান্, সকল রসের আধার, স্বীয়ভাবে নিখিলভাবের সম্মিলনকারী ভগবানে স্ব স্ব ভাবানুসারে চিত্ত সমর্পণ করিলেন; তখন নদীসমূহ যেমন স্বীয় অস্তিত্ব ভুলিয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়া যায়, তদ্রূপ তাঁহাদের চিত্তরূপিনী নদী সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র ভগবানের সহিত মিলিত হইয়া গেল,—তন্ময়তা দ্বারা তাঁহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল। তখন আর তাঁহাদের সে পূর্ব্বভাব থাকিল না, তাঁহারা পরমানন্দময় সুখের অধিকারিণী হইয়া গেলেন। সামান্য মানবের সহিত প্রেমের দ্বারা এইরূপ বৈষয়িকভাব নষ্ট হইয়া বিষয়াতীত তন্ময়ভাবের উপস্থিতি কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। জীবমাত্রেই বিষয় এবং প্রকৃতির অধীন। অন্যদীয় প্রকৃতিকে স্বকীয় প্রকৃতিমধ্যে বিলীন করা মনুষ্যশক্তির অতীত। সেই জন্য ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং,
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রে পতিত হইয়া মিলিত হইয়া যায়, তদ্রূপ সমস্ত কামনাকে যিনি আপনার মধ্যে বিলীন করিয়া দিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত শান্তির অধিকারী। এই সিদ্ধান্তানুসারে সর্ব্বশক্তিমান্, সমস্ত সংসারের আকর্ষক পরমেশ্বর ভগবান ব্যতিরেকে অপর কেহ প্রকৃতিকে নিজের মধ্যে

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

লয় করিতে পারেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণাবতার, অতএব স্বভাবতঃ সর্ব্বশক্তিমান্; সেই জন্যই গোপীগণ তাঁহার চরণকমল আশ্রয় করিয়া সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের তন্ময়তা সম্বন্ধে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে—

তা মাঽবিদন্মষ্যনুষঙ্গবদ্ধ—
ধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদম্।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে
নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে॥

সমাধি অবস্থাতে মুনিগণ এবং সমুদ্রমধ্যে নদীসমূহ বিলীন হইয়া গেলে যেরূপ নামরূপময় দ্বৈতভাব বিনষ্ট হইয়া যায়, গোপীগণও সেইরূপ আমাতে যখন প্রেমের সহিত চিত্ত বিলীন করিয়া দেয়, অত্যন্ত তন্ময়তা-প্রযুক্ত তখন তাহাদেরও দ্বৈতভাব নষ্ট হইয়া যায়। তাহারা সম্পূর্ণরূপে তখন নিজেকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়। এতদবস্থায় স্থূলশরীরের অভিমান থাকে না; সুতরাং কামভাবও সম্পূর্ণরূপে বিলয়-প্রাপ্ত হয়। এইরূপে গোপীগণ শরীর, মন ও প্রাণের দ্বারা ভগবানের প্রতি প্রীতি বর্দ্ধিত করিতে করিতে যোগিজনদুর্ল ভ মুক্তি-লাভ করিলেন। দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়টীকে আরও একটু পরিস্ফুট করা যাইতেছে। সমুদ্রসলিলে লৌহ-কীলক-সংযুক্ত একটী ক্ষুদ্র কাষ্ঠ-তরণী ভাসমানা। অদূরে চুম্বকপ্রস্তরের পর্ব্বত। তরণী ভাসিতে ভাসিতে যতই পর্ব্বতের সন্নিকটবর্ত্তিনী হইতে লাগিল, ততই লৌহকীলকসমূহ চুম্বকপ্রস্তরের আকর্ষণীশক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পর্ব্বতগাত্রে মিলিতে থাকিল এবং কীলকহীন নৌকা খণ্ড খণ্ড হইয়া অগাধ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যাইল। ঠিক এইরূপ, গোপীগণের শরীররূপ নৌকা—কাম, মোহ, অভিমান, অহঙ্কার প্রভৃতি কীলকের দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রেমসমুদ্রে ভাসমানা ছিল। প্রেমসমুদ্রের তটদেশে চুম্বকপর্ব্বত সদৃশ সমস্ত সংসারের আকর্ষণকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিরাজমান। এই জন্য গোপীগণ যখন নিজ নিজ শরীর-তরণীকে প্রেমসমুদ্রে ভাসাইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিকট গমন করিতেছিলেন, তখন পরমাকর্ষকের আকর্ষণী-শক্তির দ্বারা কাম, মোহ, অভিমান, অহঙ্কার প্রভৃতি কীলকসমূহ সমাকৃষ্ট হইয়া

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

তাহাতেই বিলীন হইয়া গেল, গোপীগণ শরীরের সুখ, ভোগ, অহঙ্কার, মোহ সমস্ত ভুলিয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে তন্ময় হইয়া গেলেন। তাঁহাদের শরীর প্রেমসমুদ্রের অগাধজলে ডুবিয়া গেল, দ্বৈতভাববিশিষ্ট হইয়া অদ্বৈতভাবে পর্য্যবসিত হইল। ইহাই গোপীগণের প্রেম-রহস্য এবং নিখিলভাবের মধ্য দিয়া মুক্তির সরস ও সুগম পন্থা। পুরাণ-কথিত রমণীগণের ইহাই আধিভৌতিকভাব। ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভক্তগণের উদ্ধারের জন্য এই ভাবকে অবলম্বন করিয়াই বৃন্দাবনের নন্দনকানন নন্দালয় আলোকিত করিয়া প্রকটিত হইয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের বিরচিত পুরাণশাস্ত্রে লৌকিক এবং পরকীয়ভাষানিবদ্ধ বিবিধ বিস্ময় এবং সন্দেহজনকভাবপূর্ণ বিষয় কীর্ত্তিত আছে। সেই সমস্ত বিষয়ের স্বরূপবর্ণন পূর্ব্বক সন্দেহ-নিরাকরণের জন্যই গোপীচরিত্রের কিয়দংশ সমালোচিত হইল। মীমাংসাযোগ্য বিষয় অনেক থাকিলেও, গোপীচরিত্রই বিশেষ প্রসিদ্ধ ও উহার আলোচনা অধুনাতন কালোপযোগী বলিয়া সেই বিষয়েরই আলোচনা করা হইল। পুরাণশাস্ত্রের সকল বিষয়েই এইরূপ গভীরতা, মধুরতা, ও সরলতা বিদ্যমান; সামান্য যত্ন বা চেষ্টা দ্বারা অনায়াসে তাহা বোধগম্য হইতে পারে।

অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত, এই ত্রিবিধভাবের উদাহরণ বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীচরিত্র সমালোচনা দ্বারা আধিভৌতিক রাসলীলার স্বরূপবর্ণনা করা হইল। সম্প্রতি অন্য দুইভাবের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। দেবী-ভাগবতে রাসলীলার আধিদৈবিকভাব বর্ণিত আছে; তন্মধ্যে স্থূল-লীলার চিহ্নমাত্রও নাই। সে স্থলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অর্থাৎ পরমাত্মার অবতাররূপে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নহেন, কিন্তু সাক্ষাৎ পরমাত্মা। শ্রীমতী রাধিকা পরমাত্মার শক্তিস্বরূপিনী প্রকৃতি বা মায়া। মহাপ্রলয়ের অনন্তর যখন ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির সময় উপস্থিত হয়, তখন পরমাত্মা স্বীয় শক্তিকে প্রকাশিত করিয়া তাহাকে আধার করিয়াই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া থাকেন। সেই সময় প্রকৃতিপুরুষের যে সম্মিলন তাহারই নাম দৈবী-রাসলীলা। যথা—

স কৃষ্ণঃ সর্ব্বসৃষ্ট্যাদৌ সিসৃক্ষন্নেক এব চ।
সৃষ্ট্যুন্মুখস্তদংশেন কালেন প্রেরিতঃ প্রভুঃ॥

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

স্বেচ্ছাময়ঃ স্বেচ্ছয়া চ দ্বিধারূপো বভূব হ।
স্ত্রীরূপো বামভাগাংশো দক্ষিণাংশঃ পুমান্ স্মৃতঃ।
তাং দদর্শ মহাকামী কামাধারাং সনাতনঃ।
অতীবকমনীয়াঞ্চ চারুপঙ্কজসন্নিভাম্॥
দৃষ্ট্বা তাং তু তয়া সার্দ্ধং রাসেশো রাসমণ্ডলে।
রাসোল্লাসে সুরসিকো রাসক্রীড়াং চকার হ॥
নানাপ্রকারশৃঙ্গারং শৃঙ্গারো মূর্ত্তিমানিব।
চকার সুখসম্ভোগং যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো দিনম্॥
অথ সা কৃষ্ণচিচ্ছক্তিঃ কৃষ্ণগর্ভং দধার হ।
শতং মন্বন্তরং যাবজ্জ্বলন্তী ব্রহ্মতেজসা॥
শতং মন্বান্তরান্তে চ কালেঽতীতেঽপি সুন্দরী।
সুষাব ডিম্বং স্বর্ণাভং বিশ্বধারাঽঽলয়ং পরম্॥

মহাপ্রলয়সময়ে সৃষ্টিকর্ত্তা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একই ছিলেন। যথা—শ্রুতিঃ—

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ।"

প্রথমে সৎস্বরূপ একমাত্র পরমাত্মা বিদ্যমান ছিলেন। তৎপশ্চাৎ যখন তাঁহার মধ্যে সিসৃক্ষা উৎপন্ন হইল, কালের প্রেরণাবশতঃ সেই ইচ্ছাময় পুরুষ সেই সময়ে স্বীয় শরীরকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। বামভাগ স্ত্রীরূপ এবং দক্ষিণ-ভাগ পুরুষরূপ হইল। বামভাগে যাঁহার আবির্ভাব হইল, তিনিই পরমাত্মার শক্তি-স্বরূপিনী প্রকৃতি বা মায়া। তদনন্তর পরমাত্মার কামভাবের উদয় হইল এবং তিনি প্রকৃতিদেবীকে পরমসুন্দরী কামবতীরূপে দেখিতে পাইলেন। এস্থলে কামশব্দের অর্থ বৈষয়িক কাম নহে, কিন্তু কর্ম্মানুসারে জীবগণের সিসৃক্ষা এইরূপ বুঝিতে হইবে। প্রকৃতিমাতার সৌন্দর্য্য হইতেই সংসারের যাবতীয় সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি। চন্দ্র-সূর্য্যের সৌন্দর্য্য, পুষ্পের সৌন্দর্য্য, নরনারীর সৌন্দর্য্য প্রভৃতি যাবতীয় সৌন্দর্য্যই প্রকৃতিমাতার। এইজন্য পরমাত্মা প্রকৃতিমাতাকে চারু-পঙ্কজ-সন্নিভা, পরমরমণীয়া দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে সেইরূপ দেখিয়া রাসেশ্বর সুরসিক ভগবান তাঁহার সহিত রাসলীলা করিলেন। এস্থলে সৃষ্টির জন্য প্রকৃতি-পুরুষের সংসর্গকেই রাসলীলা শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ইহা স্থূল-লীলা নহে। এই লীলাতে নানাবিধ শৃঙ্গারের সৃষ্টি হইল। এই শৃঙ্গার লৌকিক শৃঙ্গার নহে, কিন্তু যে রসের দ্বারা সংসারের নিখিলরসের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সেই রস—পতির চিত্তে স্ত্রীর প্রতি প্রেমরস, পুত্রের প্রতি মাতার চিত্তের স্নেহরস, সন্তানের প্রতি পিতার চিত্তের বাৎসল্যরস, মাতা-পিতার প্রতি পুত্রের চিত্তের শ্রদ্ধারস প্রভৃতি সমস্ত রস—রসরূপ ভগবানের শৃঙ্গারের ফলস্বরূপ। এই জন্যই নানাপ্রকার শৃঙ্গার বলিয়া বলা হইয়াছে। তদনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ শক্তিরূপিনী প্রকৃতিদেবীর গর্ভে বীজপ্রদান করিলেন। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে জড়প্রকৃতিতে চেতনসত্তার সন্নিবেশ হইল। প্রকৃতি জড়-রূপা। কেবল জড় হইতে সৃষ্টি হইতে পারে না। সেই জন্য ভগবৎপ্রদত্ত বীজ অর্থাৎ চেতনসত্তা লাভ করিয়া প্রকৃতিদেবী প্রজাচিন্তার মানসে গর্ভধারণ করিলেন। শত-মন্বন্তর পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থায় থাকিল। তৎপরে সেই গর্ভ হইতে স্বর্ণবর্ণাভ, বিশ্ব-সংসারের আধারস্বরূপ একটী অণ্ডের সৃষ্টি হইল। এই অণ্ডই ব্রহ্মাণ্ডরূপে অভিহিত হইল। এইরূপে প্রকৃতি-পুরুষের সম্বন্ধ হইতে সমস্ত সংসারের উৎপত্তিক্রম দেবীভাগবতে সবিশেষ বর্ণিত আছে। ইহাই রাসলীলার আধিদৈবিকভাব।

যোগনির্ধূতকল্মষ যোগিগণের সাধন-নির্ম্মলান্তঃকরণে সর্ব্বদাই আধ্যাত্মিক রাসলীলার প্রকাশ হইয়া থাকে। এস্থলে, মস্তকস্থিত সহস্রদলকমল—বৃন্দাবন বলিয়া অভিহিত হয়। যোগশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, সহস্রদলকমলের সমস্ত দল অধোমুখে অবস্থিত। যথা—

বৃন্দাবনস্থাস্তরবঃ সর্ব্বে চাঽধোমুখাঃ স্মৃতাঃ।

বৃন্দাবনের বৃক্ষসমূহ অধোমুখে অবস্থিত আছে। লয়যোগের সিদ্ধান্ত এই যে, সমষ্টি এবং ব্যষ্টিরূপে ব্রহ্মাণ্ড এবং পিণ্ডের কোনও প্রভেদ নাই; অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রকৃতি, পুরুষ, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, সকলের কেন্দ্রস্বরূপ প্রত্যেক জীবশরীরেও সেই সমস্ত বিদ্যমান আছে। এই নিয়মানুসারে জীবশরীরে পরমাত্মার কেন্দ্রস্থান সহস্রদলকমল এবং প্রকৃতির স্থান মূলাধারচক্র। মূলাধারচক্রে সার্দ্ধ-ত্রিবলয়াকারা যে কুলকুণ্ডলিনীশক্তি আছেন, তিনি ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বা মায়া।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

এই প্রকৃতিই শরীরের সমস্তশক্তির মূলস্বরূপ। শক্তিসমূহ এই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহ এবং শরীরের প্রত্যেক শিরায় শিরায় পরিব্যাপ্ত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত এই কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি অধোমুখে অবস্থান করেন, ততদিন পর্য্যন্ত শক্তিসমূহ তাহা হইতে বহির্গত হইয়া বিষয়মার্গে কার্য্য করিতে থাকে এবং জীবগণকে সংসারে আকৃষ্ট করিয়া মুগ্ধ করিয়া দেয়; কিন্তু যে সময় যোগিগণ যোগপ্রভাবে কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগ্রত করিয়া অধোমুখের পরিবর্ত্তে উর্দ্ধমুখিনী করিতে সমর্থ হন, সেই সময়ে উক্ত শক্তিসমূহ উর্দ্ধমুখ হইয়া কুলকুণ্ডলিনীর সহিত ধীরে ধীরে সহস্রারস্থিত পরমাত্মার সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ তখনই জীবের বৈষয়িকভাব বিনষ্ট হইয়া বৈরাগ্যভাবের উদয় হয়। একই মহাশক্তি তমোগুণের আশ্রয়ে থাকিয়া বিষয়মার্গে জীবগণকে উন্মত্ত করিয়া তুলেন, আবার সেই শক্তিই সত্বগুণকে অবলম্বন করিয়া গতি ফিরাইয়া জীবগণকে উর্দ্ধমার্গে চালিত করিয়া থাকেন। এইরূপ যে শক্তিতে সাত্বিকভাবের দ্বারা দয়ার উদ্রেক হয়, সেই শক্তিই তামসিক ভাবের দ্বারা জীবগণকে নিষ্ঠুরাচরণ করিতে প্রবৃত্তি দিয়া থাকেন। যে শক্তি সাত্বিকভাবের দ্বারা প্রেমকে বর্দ্ধিত করেন, সেই শক্তি হইতেই তামসিকভাবের দ্বারা কামভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যে শক্তি সাত্বিকভাবকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মকার্য্যের সহায়তা করেন, সেই শক্তিই আবার তামসিক-ভাব-মিশ্রিতা হইয়া পাপকার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকেন। শক্তি একই বস্তু, কেবল বিপরীত গুণের সংযোগেই বিপরীত ফলোদয় হইয়া থাকে মাত্র। এই কুলকুণ্ডলিনীশক্তি নিখিলশক্তির মূলরূপা। সেইজন্য এই শক্তি যতদিন পর্য্যন্ত অধোমুখে অবস্থান করেন, ততদিন পর্য্যন্ত. তমোগুণের দ্বারাই সমস্তশক্তির ক্রিয়া হইয়া থাকে। এইজন্যই যোগিগণ বিবিধ ক্রিয়াদ্বারা নিম্নাভিমুখিনী কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে উর্দ্ধাভিমুখিনী করিয়া দেন। তাহার ফলে সমস্তশক্তির আধারভূতা কুলকুণ্ডলিনী—ইন্দ্রিয়, মন এবং সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত শক্তিসমূহকে সঙ্গে লইয়া পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। এই সময়ে জীবের মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। তাহার প্রকৃতি, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং চিত্ত, বিষয়মার্গ, হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

সহস্রারস্থিত পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া যায়। কুলকুণ্ডলিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহচরী শক্তিসমূহও পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া যায়। এই-রূপে পুরুষের মধ্যে প্রকৃতির লয় হয় বলিয়া ইহার নাম লয়যোগ। যোগি-গণের হৃদয়ে এইরূপে পুরুষের সহিত প্রকৃতির মিলনের নাম আধ্যাত্মিক রাসলীলা। এই রাসলীলাতে কুলকুণ্ডলিনীশক্তি শ্রীমতী রাধিকা। দয়া, ক্ষমা, হ্রী, শ্রী, ধৃতি, ক্ষান্তি, স্মৃতি, অনসূয়া প্রভৃতি অন্তঃকরণের শক্তি-সমূহ শ্রীমতীর সহচারিণী বৃন্দা, বিশাখা, ললিতা প্রভৃতি গোপিনী। বৃন্দাবন সহস্রদলকমল। সহস্রদলকমলস্থিত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। বংশীধ্বনি ওঁকারনাদ; সমাধিস্থ যোগিবৃন্দ সর্ব্বদা তাহা শ্রবণ করিয়া থাকেন। এই নাদ শ্রবণ করিয়াই শ্রীমতী রাধিকা এবং অন্যান্য গোপিগণ সংসারত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হইলে পর তাঁহাকে ষট্‌চক্র মধ্য দিয়া উর্দ্ধে উত্তোলন করিবার জন্য নানাবিধ যৌগিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হয়। চক্র-সমূহ সুষুম্নানাড়ী দ্বারা গ্রথিত। এই জন্যই এই চক্রসমূহ কুলকুণ্ডলিনীর উর্দ্ধগমনে বাধাস্বরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দর্শনের নিমিত্ত রাধিকা এবং গোপিগণের যে সমস্ত দুঃখ বা উদ্বেগের কথা বর্ণিত হইয়াছে ষট্‌চক্রভেদ করাও সেই সমস্ত দুঃখের রূপান্তরমাত্র। নাভিচক্র ভেদ হইলে সাধক সামান্য সামান্য সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। সেই সময়ে তাঁহার চিত্তে অভিমানও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভগবদনুগ্রহরূপ সিদ্ধিলাভের দ্বারা গোপিগণের হৃদয়ে যে অভিমান উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এই নাভি-চক্র ভেদ-জনিত অভিমান। হৃদয়স্থিত অনাহতচক্রে যোগী যখন আগমন করেন, তখন তিনি তন্ময়তালাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। গোপীগণও এতদবস্থায় তন্ময়তালাভ করিয়াছিলেন। ভ্রূদ্বয়মধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্রে আগমন করিলে কূটস্থচৈতন্যের জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। গোপীগণেরও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি—

> ন খলু গোপিকানন্দনো ভবা-
> নখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

"আপনি গোপিকানন্দন নহেন, সমস্ত প্রাণিগণের অন্তরাত্মার দ্রষ্টা" এইরূপ পরমাত্মজ্ঞান হইয়াছিল। অবশেষে শক্তিসমূহের সহিত কুলকুণ্ডলিনীশক্তি যে সময় সহস্রারস্থিত ব্যাপক-চৈতন্যের সহিত মিলিত হইয়া থাকেন, যোগী সেই সময় নিখিল বিশ্বকে ব্রহ্মময়, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "তত্ত্বং কিমেকং শিবমদ্বিতীয়ং" রূপে অবগত হইতে পারেন এবং তখন তিনি পরমানন্দের অধিকারী হইয়া থাকেন। ইহাই রাসলীলার আনন্দ। ব্রজধামের রাসলীলাতেও অবশেষে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পরব্রহ্মরূপে অবগত হইতে পারিয়া—পরমানন্দের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। ইহাই—যোগিগণের হৃদয়স্থিত নিত্য রাসলীলা। যোগিগণ স্ব স্ব প্রবৃত্তিকে পরমাত্মাতে বিলীন করিয়া এইরূপ নিত্য নব আনন্দরসে নিমজ্জিত থাকেন। ইহাই রাসলীলার আধ্যাত্মিক ভাব। গুপ্ ধাতুর অর্থ রক্ষা করা। এই ধাতু হইতে গোপ বা গোপীশব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং গোপ বা গোপী শব্দের দ্বারা ধর্ম্মরক্ষণশালিনী বৃত্তি, এইরূপ অর্থই বোধগম্য হইয়া থাকে। পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া রাসলীলা করিলেন,—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান নির্লিপ্ত চৈতন্যস্বরূপ; মায়াদ্বারাই সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে গোপরূপে এবং কান্তি, শান্তি প্রভৃতি শক্তিসমূহকে গোপীরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। ইহার ভাবার্থ এই যে, গুপ্ ধাতুর অর্থ রক্ষণ করা এবং পরমাত্মসত্তা হইতেই জগতের রক্ষা হইয়া থাকে। অতএব পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে গোপরূপে এবং শান্তি, দয়া, প্রভৃতি শরীর-রক্ষাকারিণী শক্তিসমূহকে গোপীরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অন্যান্য গোপীগণকে ত্যাগ করিয়া শ্রীমতী রাধিকাকে লইয়া চলিয়া গেলেন,—ইহার মর্ম্ম এই যে, নিত্যা পরাপ্রকৃতি সর্ব্বদাই পরমাত্মার সঙ্গে অবস্থান করেন; এই জন্য অন্যান্য প্রকৃতি হইতে ভগবান দূরে গমন করিলেও পরাপ্রকৃতি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিলেন। অবশেষে শ্রীমতী রাধিকাকেও পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া গেলেন,—ইহার গূঢ়ার্থ এই যে, পরাপ্রকৃতির সম্বন্ধ রহিত হইলে পরমাত্মা স্বকীয় নিরাকার, নির্গুণ এবং পরব্রহ্মভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। স্কন্ধে আরোহণ করিতে বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন;—ইহার স্পষ্টার্থ এই যে, মায়া ঈশ্বরের অধীন, কিন্তু ঈশ্বর মায়ার অধীন

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

নহেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিবিধ প্রকার বংশীধ্বনি, লয়যোগোক্ত বিবিধ নাদ। এইরূপে সংযমের সহিত গবেষণা করিলে প্রত্যেক লীলার মধ্যেই যোগিজনগম্য আধ্যাত্মিক রসের অভিনব তত্ত্বসমূহ আবিষ্কৃত হইতে পারে। পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ পুরাণশাস্ত্রে সমস্ত বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন; কোনও বিষয়কে পরিত্যাগ করেন নাই। দেবীভাগবতের মধ্যেও এই আধ্যাত্মিক রাসলীলার বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। সে স্থানে প্রকরণগত বিষ্ণু এবং শিবের মিলনে পরমানন্দের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। আনন্দোৎফুল্ল মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্য দর্শনে, ভগবান বিষ্ণু দ্রবীভূত হইয়া গেলেন। সে সময়ে ভগবদ্বিরহে গোপীগণের হৃদয়ে কিরূপ মনোমুগ্ধকর ভাবের উদয় হইয়াছিল, দেবীভাগবত পাঠ করিলে সেই অধ্যাত্মতত্ত্বপূর্ণ, অতিদিব্য, নিত্য যোগিজন-হৃদয়বিহারিণী আধ্যাত্মিক রাসলীলার তত্ত্ব যৎকিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। পুরাণকথিত রাসলীলার ত্রিভাবের দ্বারা পূর্ণতা বর্ণিত হইল। যথার্থরূপে ইহা অবগত হইতে পারিলে পৌরাণিক কোন বিষয়েই ভ্রম উৎপন্ন হইবে না।

এই প্রকার দেবীভাগবত, মার্কণ্ডেয়পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে যে দেবাসুরসংগ্রাম কথিত হইয়াছে, তাহা বৃহদারণ্যক-উপনিষদে বর্ণিত "দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা-দেবাশ্চাহসুরাশ্চ ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরাস্ত এষু লোকেষ্বস্পর্দ্ধন্ত।" এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা। বেদ নামক গ্রন্থান্তরে ইহার বিশেষ বিবরণ বিবৃত করা হইয়াছে। দেবাসুরসংগ্রাম, আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ ভাবানুসারেই হইয়া থাকে। স্থূলসংসারে দৈবীসম্পদ্বিশিষ্ট পুরুষের সহিত আসুরিক সম্পত্তিসম্পন্ন মানবের যে পরস্পর সংগ্রাম হইয়া থাকে, শাস্ত্রমধ্যে তাহাই আধিভৌতিক দেবাসুরসংগ্রাম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উভয়সম্পত্তির লক্ষণ সম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন যে—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলং॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাহতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারতঃ॥

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ
অজ্ঞানঞ্চাঽভিজাতস্য পার্থ! সম্পদমাসুরীং ॥

অভয়, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানযোগে অবস্থিতি, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অনিন্দা, দয়া; নির্লোভিতা, মৃদুতা, লজ্জা, ধীরতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ এবং অমানিতা, এই সমস্ত দৈবী-সম্পত্তি। দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা এবং অজ্ঞানতা, এই সমস্ত আসুরী-সম্পত্তি। এইরূপ উভয়সম্পদ্বিশিষ্ট মানবের যে সংগ্রাম হইয়া থাকে, তাহাকে আধিভৌতিক-সংগ্রাম নামে অভিহিত করা হয়। সূক্ষ্মজগতে সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাত্রী চেতনশক্তি অর্থাৎ দেবতা এবং তমোগুণের অধিষ্ঠাত্রী চেতনশক্তি অর্থাৎ অসুর এই উভয়শক্তির যে সংগ্রাম, দৈবীজগতে উহাকেই দেবাসুরসংগ্রাম বলা হইয়া থাকে; ইহাই আধিদৈবিক দেবাসুরসংগ্রাম। প্রত্যেক মানবের অন্তঃকরণে, যে অহিংসা, সত্য, দয়া, ত্যাগ, শান্তি, ধৃতি, ক্ষমা আদি দৈবী-সম্পত্তি এবং ইহার বিরুদ্ধ হিংসা, ক্রোধ, কাম, মোহ, অধৈর্য্য প্রভৃতি আসুরী-সম্পত্তি, এই উভয়-বিরুদ্ধ-বৃত্তির যে নিত্য সংগ্রাম হইয়া থাকে, তাহাই আধ্যাত্মিক দেবাসুরসংগ্রাম। সত্ত্ব এবং তমোগুণের অনুসারে এই উভয়বৃত্তিই মনুষ্যকে স্ব স্ব দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য প্রযত্ন করিয়া থাকে। এই উভয়বৃত্তির সংগ্রামের দ্বারাই মনুষ্যজীবন চালিত হইয়া থাকে। উভয়ের মধ্যে সংগ্রামে যাহার জয় হইয়া থাকে, মানবীয় চিত্ত সেই ভাবেই ভাবিত হইয়া থাকে। মানব তামসিক-বৃত্তির পরাজয়ে সাত্ত্বিকভাবাপন্ন এবং সাত্ত্বিক-বৃত্তির পরাজয়ে তামসিকভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যেক অন্তঃকরণে উভয়-বিরুদ্ধ-শক্তির যে সংগ্রাম, তাহাই আধ্যাত্মিক দেবাসুরসংগ্রাম নামে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই দেবাসুরসংগ্রামের ত্রিবিধভাবের পূর্ণতা।

এইরূপে পতিতপাবনী গঙ্গার উৎপত্তিবিষয়ে কোনস্থলে হিমালয় হইতে, কোথাও মহাদেবের মস্তক হইতে এবং কোথাও বা বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। একই বিষয়ে তিন প্রকার বর্ণনা দেখিয়া স্বতঃই মনোমধ্যে বিবিধ আশঙ্কার উৎপত্তি হইয়া থাকে; কিন্তু ধীরভাবে বিচার করিলে সহজেই শঙ্কার অপনোদন হইয়া যায়। এইরূপ বর্ণনার

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

দ্বারা গঙ্গাদেবীর আধিভৌতিক অর্থাৎ স্থূলস্বরূপ, আধিদৈবিক অর্থাৎ সূক্ষ্ম-শক্তিময় দেবীস্বরূপ এবং আধ্যাত্মিক অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে।

স্থূল গঙ্গা পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের গহ্বর হইতে বিনির্গত হইয়া ধরাতল পবিত্র করিতে করিতে অশেষ পাপী-তাপীর পাপ-তাপ মোচন করিতেছেন, এ বিষয়ে প্রমাণ-প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই; যেহেতু ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ঋষিগণ গঙ্গাদেবীকে হিমালয় হইতে বহির্গত হইতে দেখিয়াও মহাদেবের মস্তক হইতে উৎপত্তির বিষয় বর্ণনদ্বারা আধিদৈবিকভাব প্রকাশ করিয়াছেন। যেরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মা নিরাকার হইলেও অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডময় এই বিশ্বসংসার তাঁহার বিরাটস্বরূপ, মহাবীর অর্জ্জুন যাহা দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেইরূপ, তত্ত্ববিচারানুসারে মহাদেবের বিরাট-রূপ পৃথিবী। শাস্ত্রবলেন—

নভসোঽধিপতির্বিষ্ণুরগ্নেশ্চৈব মহেশ্বরী।
বায়োঃ-সূর্য্যঃ ক্ষিতেরীশো জীবনস্য গণাঽধিপঃ॥

আকাশতত্ত্বের দেবতা বিষ্ণু; অগ্নিতত্ত্বের দেবতা মহেশ্বরী; বায়ুতত্ত্বের দেবতা সূর্য্য; পৃথিবীতত্ত্বের দেবতা শিব এবং জলতত্ত্বের দেবতা গণেশ। মহাদেবের যে মূর্ত্তি শ্বেতবর্ণ, ব্যাঘ্রাম্বরধারী, শ্মশানবাসী এবং ভুজঙ্গভূষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার ভাবময়ী-মূর্ত্তি। নিরাকারস্বরূপের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া উহা কল্পিত হইয়াছে। ভক্তগণ ভাবানুসারে এই ভাবময়ী-মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া থাকেন। কিন্তু, যে মূর্ত্তির সহিত গঙ্গাদেবীর উৎপত্তির সম্বন্ধ নিহিত আছে, উহা তাঁহার ভাবময়ী-মূর্ত্তি নহে। উহা তত্ত্বানুসারে বিরাটমূর্ত্তি। পৃথিবীতত্ত্বের অধিদৈব মহাদেব; এই জন্য তাঁহার আধিভৌতিক স্বরূপ অর্থাৎ স্থূলবিরাটমূর্ত্তি পৃথিবী। এইরূপে পৃথিবী মহাদেবের শরীর হইলে, হিমালয়কে তাঁহার মস্তকস্বরূপ বলা যাইতে পারে। সমস্ত অঙ্গ হইতে মস্তক উচ্চ-স্থানে অবস্থান করে, হিমালয়ও পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চদেশে-প্রতিষ্ঠিত। অতএব হিমালয় হইতে গঙ্গার উদ্ভব অথবা মহাদেবের জটা হইতে গঙ্গার উৎপত্তি একই কথা। স্থূল হিমালয় হইতে গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াও ঋষিগণ যে মহাদেবের বিরাটভাব হইতে গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঋষিগণ আধুনিক পাশ্চাত্যবিদ্যাভিমানী ব্যক্তিগণের

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ন্যায় স্থূল-দৃষ্টি-সম্পন্ন ছিলেন না। প্রত্যেক বস্তুকেই তাঁহারা ত্রিভাব-সমন্বিত করিয়া দেখিতেন। কোনও একভাবের মাত্র বর্ণন ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রে অতি বিরল। গঙ্গাদেবীকে তাঁহারা সামান্য জলাশয় বিবেচনা না করিয়া দেবী-স্বরূপ বিবেচনা করিতেন। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ কোন্ জলে কিরূপ জীবাণু আছে, কোন্ জল পান করিলে শরীরের স্বাস্থ্য ঠিক থাকিতে পারে, এই পর্য্যন্তই বিচার করিতে সক্ষম। ঋষিগণের বিচার, ঋষি-গণের গবেষণা, ইহা অপেক্ষা অনেক উন্নতস্তরে বর্ত্তমান ছিল। কোন জলে দৈবীশক্তি কত অধিক, কোন্ জল পান করিলে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, বুদ্ধি পর্য্যন্ত দৈবী-শক্তি-সম্পন্ন হইয়া সুনির্ম্মল হয়, তাহাই তাঁহাদের বিচরণীয় ছিল। বিচারের ফলে সেই দৈবীশক্তি তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতেন, সেই জন্যই মহাদেবের আশ্রয়ে দৈবীশক্তির প্রকাশরূপে গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন। মহাদেব মহাশক্তির স্বামী, সেই জন্য দৈবীশক্তিসমূহের আধারস্বরূপ। অতএব তাঁহার মস্তকপ্রসূতা অনন্ত-দৈবীশক্তি সম্পন্না গঙ্গাদেবী ত্রিলোকতারিণী, পতিতপাবনী হইয়া শাপগ্রস্ত সগরসন্তানগণের উদ্ধারচ্ছলে ধরাধামকে পবিত্র করিবার জন্য ধরণীতলে অবতীর্ণা হইয়া-ছিলেন। ইহাই গাঙ্গেয়জননী গঙ্গাদেবীর দৈবীভাব। এইরূপে মহাদেবের বিরাটরূপ হইতে স্থূল গঙ্গা এবং তাঁহার দৈবীসত্তাকে আশ্রয় করিয়া শক্তিময়ী দৈবীগঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছিল।

এখন গঙ্গাদেবীর দৈবীশক্তি—স্বর্গধামে মন্দাকিনীরূপে যিনি নিত্য বিরাজিতা ছিলেন, জগজ্জীবের উদ্ধারের জন্য সূর্য্যবংশাবতংস মহারাজ ভগীরথ সহস্র সহস্র বৎসর সুকঠিন তপশ্চরণ করিয়া মহাদেবের সহায়তায় যাঁহাকে সংসারমধ্যে প্রকটিত করিয়াছিলেন, সেই দৈবীশক্তি কি? তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। জাগতিক জড়পদার্থের মধ্যে যে সমস্ত শক্তি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সে শক্তি জড়পদার্থের নহে, কিন্তু দৈবীশক্তি-সমূহ জড়পদার্থকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে মাত্র। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারাও ইহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বেও একথা অনেকস্থলে বলা হইয়াছে যে; কেবল জড়পদার্থ হইতে কোনও ক্রিয়া উৎপন্ন হয় না; কিন্তু, জড়পদার্থের অধিষ্ঠাত্রী চেতনশক্তিনিচয়ের দ্বারাই

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

জড়পদার্থসমূহ পরিচালিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক জড়শক্তি চেতন-শক্তিকে অবলম্বন করিয়া কার্য্যযোগ্যা হইয়া থাকে। জড় বায়ু-শক্তির উপরে যদি তাহার অধিষ্ঠাত্রী চেতনশক্তি না থাকিত, তবে তাহার দ্বারা কোনও কার্য্যই হইত না; এইরূপ চেতনশক্তিবিহীন অগ্নিশক্তিও দাহাদিকার্য্যে অসমর্থ হইয়া যাইত। এই সমস্ত চেতনশক্তিকেই, ঋষিগণ দেবী বা দেবতা-রূপে অভিহিত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তানুসারে যে চেতনশক্তির প্রতাপে পরিচালিত হইয়া গঙ্গাজল সংসারের অনন্তকার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, সেই চেতন-শক্তির নাম গঙ্গাদেবী। গঙ্গাদেবীর সহিত ঘনিষ্ঠসম্বন্ধযুক্ত বলিয়াই গঙ্গাজলে শরীরের আরোগ্যকারিণী বিবিধপ্রকার স্থূলশক্তি এবং মন ও আত্মার পবিত্রকারিণী সূক্ষ্মশক্তিসমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে। গঙ্গাজলে যে অদ্ভুত স্থূল-শক্তিসমূহের বিকাশ রহিয়াছে—আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে যাহার কিয়দংশ-মাত্র অবগত হইয়া আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ প্রাচীন ঋষিগণ সেই শক্তির প্রশংসা ব্যক্ত করিবার জন্য গঙ্গাদেবীর অসংখ্য অসংখ্য স্তোত্রাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের কথা এই যে,—এমনই আমাদের দুর্ভাগ্য যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মুখে গঙ্গাদেবীর প্রশংসা না শুনিলাম, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধ ত্রিকালদর্শী ঋষিগণের কথা আমাদের বিশ্বাসযোগ্য হইল না; আশঙ্কার উপরে আশঙ্কা, সন্দেহের উপর সন্দেহ ঘনীভূত হইতে লাগিল। প্রথমতঃ বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল যে, সব জলই এক। সমস্ত জলই হাইড্রোজেন (Hydrogen) এবং অক্সিজেন (Oxygen) উভয়পদার্থের সম্মিলনে প্রস্তুত। অতএব জলের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। বহু গবেষণার ফলে তাঁহারাও স্থির করিয়াছেন যে, গঙ্গার বালুকা, গঙ্গার মৃত্তিকা, গঙ্গার জল, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই শরীরারোগ্যকারিণীশক্তি নিহিত আছে। গঙ্গামৃত্তিকা অঙ্গে লেপন করিলে বিবিধপ্রকার চর্ম্মরোগ বিনষ্ট হইয়া যায়; গঙ্গাজলে স্নান করিলে নানারূপ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে; গঙ্গাজল পান করিলে কেবল অজীর্ণ-রোগ কেন, জীর্ণজ্বর প্রভৃতি কঠিন রোগসমূহও আরোগ্য হয়। কেবল ইহাই নহে, বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ বহু চিন্তার ফলে স্থির করিয়াছেন যে, গঙ্গাজলে বলবৃদ্ধিকারিণী অপূর্ব্বশক্তি বিদ্যমান আছে। অতএব

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

রোগযুক্ত দুর্ব্বল রোগী যদ্যপি বলবৃদ্ধিকামনায় গঙ্গাজল পান এবং গঙ্গাজলে স্নান করেন, তবে তাঁহার অনায়াসে বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে,—ডাক্তারী টনিক (Tonic) খাইবার কোনও আবশ্যক করে না। কূপাদির জল দুই চারিদিন কোনও পাত্রে ধরিয়া রাখিলে তাহা পানের অযোগ্য হইয়া পড়ে; কিন্তু গঙ্গাজল যত দূরবর্ত্তী স্থানেই লইয়া যাওয়া হউক না কেন, যত বর্ষ পর্য্যন্ত উহা রাখিয়া দেওয়া হউক না কেন, উহা কোনরূপে দূষিত হইতে পারে না, সকল সময়েই সমান স্বাদবিশিষ্ট এবং পিপাসার ক্লান্তিনাশ করিয়া থাকে; বিজ্ঞানের দ্বারা ইহাও পরীক্ষিত হইয়াছে। দূষিত স্থান এবং দূষিত জলপানের দোষেই দেশমধ্যে প্লেগ, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি কঠিন কঠিন সংক্রামক রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা প্রভৃতি রোগে এক প্রকার কীট উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা দ্বারাই ঐ রোগ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সমস্ত কীটের অধিকাংশই জল হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, গঙ্গাজলে কোনরূপ রোগের কীট উৎপন্ন হয় না। এমন কি, কোনও রোগের কীট গঙ্গাজলে ছাড়িয়া দিলেও মরিয়া যায়। এত অপূর্ব্বশক্তি গঙ্গাজলের মধ্যে বিদ্যমান আছে বলিয়াই ঋষিগণ এত স্তব-স্তুতি পাঠ করিয়াছেন। যথা—

শরীরে জর্জ্জরীভূতে ব্যাধিগ্রস্তে কলেবরে।
ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ॥

ব্যাধিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া শরীর জর্জ্জরীভূত হইয়া গেলে, গঙ্গাজলই একমাত্র মহৌষধ এবং নারায়ণ হরিই বৈদ্যরাজ। এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা গঙ্গাজলের জড়শক্তির মহিমা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই জড়শক্তির মূলস্বরূপিনী চেতনশক্তি সংসারমধ্যে গঙ্গাদেবীরূপে প্রসিদ্ধ। সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রমধ্যে তাঁহার অদ্ভুতমহিমা প্রকাশিত রহিয়াছে। যেমন—গঙ্গা স্পর্শ করিলে, এমন কি—

গঙ্গাগঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥

শতযোজন দূরে থাকিয়াও যদি কেহ গঙ্গানাম উচ্চারণ করে বা মনে মনে

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

স্মরণ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। ঋগ্বেদে স্তুতি করা হইয়াছে যে—

ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচত।

হে গঙ্গে, যমুনে, সরস্বতি, শুতুদ্রি, তোমরা আমার যজ্ঞকে সেবন কর। এস্থলে গঙ্গা প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবীসমূহকে আবাহন করা হইয়াছে। রামায়ণে সীতাদেবীর উক্তি আছে—

ত্বং হি ত্রিপথগে দেবী! ব্রহ্মলোকসমক্ষমে।
সা ত্বাং দেবী! নমস্যামি প্রশংসামি চ শোভনে॥

হে দেবী! তুমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিলোকবিহারিণী, ব্রহ্মলোকপ্রদায়িনী। অতএব তোমাকে প্রণাম এবং তোমার স্তুতি করিতেছি।

সংসারে শক্তিরই পূজা হইয়া থাকে, রক্তমাংসের পূজা হয়না। শক্তি-দ্বারাই অপরের চিত্তকে অভিভূত করিতে পারা যায়। শক্তিমান্ পুরুষ স্বীয় বাণী এবং কার্য্যের দ্বারা অন্যের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া-থাকেন। জগতে শক্তিহীন পুরুষের কেহ অধীনতা স্বীকার করেনা। বর্ত্তমান সময়ে অজস্র নিন্দাপূর্ণ বাক্যপ্রয়োগের দ্বারা গঙ্গাদেবীর মহিমা নষ্ট করিবার শত শত চেষ্টা করা হইলেও, এখনও কোটিকোটি মানব গঙ্গাদেবীর নাম শ্রবণমাত্রেই ভক্তিভাবে দ্রবীভূত হইয়া থাকেন এবং তাঁহার পবিত্র জলে অবগাহন করিয়া জন্মজন্মান্তরীয় পাপনাশ এমন কি, মুক্তি-পদেরও আশা বা আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। পর্ব্বোপলক্ষে কাশী, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থস্থলে শীতগ্রীষ্মের প্রবল প্রকোপ এবং অন্যান্য অসীমকষ্ট সহ্য করিয়া এখনও অসংখ্য অসংখ্য যাত্রী সমবেত হইয়া থাকে। এ সমস্ত পতিতপাবনী গঙ্গাদেবীর অপূর্ব্ব দৈবীশক্তিরই অপার মহিমা। তাঁহার যদি এরূপ দৈবীশক্তি না থাকিত, তাহা হইলে অসংখ্য নরনারীর চিত্ত কখনও আকৃষ্ট হইতে পারিত না। মূর্ত্তিপূজার রহস্য (যাহার বিষয় গ্রন্থান্তরে বিশেষভাবে বর্ণন করা হইবে) অবগত হইতে পারিলে সহজেই বোধ-গম্য হইবে যে, হিন্দুজাতি পাষাণাদি মূর্ত্তির পূজা করেন না, কিন্তু প্রতিমাদিকে অবলম্বন করিয়া স্বীয় শ্রদ্ধা, ভক্তি, ক্রিয়া প্রভৃতির দ্বারা সর্ব্বব্যাপক ভগবানের

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

শক্তিকে প্রকট করিয়া তাহারই পূজা করিয়া থাকেন। ভক্তের হৃদয়ে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ক্রিয়া প্রভৃতির যে শক্তি বিদ্যমান থাকে, সেই শক্তির দ্বারাই আকৃষ্ট হইয়া দৈবীশক্তি মূর্ত্তির মধ্যে প্রকটিত হইয়া থাকে; প্রতিমাদি কেবল আধারমাত্র। ভক্তের শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং ক্রিয়াসমূহ যখন সম্পূর্ণ-ভাবে আচরিত হইয়া থাকে, তখনই সেই আধারে ভগবৎশক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। এই বিজ্ঞানানুসারেই গঙ্গাজলে দৈবীশক্তির সমাবেশ সিদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ গঙ্গাদেবীর যে দিব্যশক্তি মন্দাকিনীরূপে স্বর্গলোকে পরিব্যাপ্তা ছিলেন, ভক্তশ্রেষ্ঠ মহারাজ ভগীরথ স্বীয় সাধনা এবং ভক্তির প্রভাবে সেই শক্তিকে মর্ত্ত্যলোকে গঙ্গাদেবীরূপে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। প্রকারান্তরেও উক্ত বিজ্ঞানের মর্ম্ম সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া থাকে।

বিজ্ঞানশাস্ত্রের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, সূক্ষ্মশক্তিসমূহের ঘনীভাবের দ্বারাই স্থূলবস্তুসমূহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সূক্ষ্মশক্তির মধ্যে স্পন্দনের আধিক্য হইলেই সূক্ষ্মতা নষ্ট হইয়া যায় এবং সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রলয়কালে স্থূলবস্তুসমূহ নষ্ট হইয়া সূক্ষ্মশক্তিরূপেই অবস্থিত থাকে; পুনরায় সৃষ্টিকালে সেই সমস্ত শক্তি ঘনীভূত হইয়া স্থূল-সংসাররূপে পরিণত হইয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্রানুসারেও প্রলয়াবস্থাতে দৃশ্য-জগৎ বিনষ্ট হইয়া প্রকৃতিগর্ভে বিলীন থাকে। প্রকৃতি ভগবানের শক্তিরূপা; অন্তে প্রকৃতিও পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া যায়। এইরূপে হিন্দুশাস্ত্রমধ্যেও সূক্ষ্মশক্তিসমূহ হইতে স্থূলজগতের বিকাশ বর্ণিত আছে। গঙ্গাদেবীর যে সূক্ষ্ম চেতনশক্তি মন্দাকিনীরূপে অমরধামে বিরাজিতা ছিল, ভক্ত ভগীরথের সুকঠিন তপস্যার প্রভাবে দ্রবীভূত হইয়া সেই শক্তি, স্থূল গঙ্গাদেবী-রূপে মহাদেবের জটাজুট হইতে বিনির্গত হইয়া ধরাধামে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইহাই গঙ্গাবতরণের গূঢ়তম রহস্য।

তৃতীয় আধ্যাত্মিক গঙ্গা। ইহা জ্ঞান-গঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ। এই জন্যই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে—

জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাঽঽদি গঙ্গা।

আদিগঙ্গা নির্ম্মলজ্ঞানের প্রবাহরূপিনী। বিষ্ণুপদ হইতে ইহাঁর উৎপত্তি। ভগবান্ বিষ্ণু পরমাত্মার চিৎসত্তা অর্থাৎ জ্ঞানসত্তার কেন্দ্রস্বরূপ; সেই জন্যই

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

বিষ্ণু হইতে জ্ঞানগঙ্গার উদ্ভব বিজ্ঞানসিদ্ধ। এই ভাবানুসারেই কোনও কোনও পুরাণে বর্ণন পাওয়া যায় যে, মহাদেবের নৃত্যদর্শনে ভগবান্ বিষ্ণু দ্রবীভূত হইয়া গেলেন এবং তাহা হইতে গঙ্গার উদ্ভব হইল। এই জন্যই গঙ্গার অপর নাম ব্রহ্মদ্রব। বিষ্ণুপদ হইতে গঙ্গার উদ্ভব, ইহার তাৎপর্য্য অতি সুগম। যেমন ব্রহ্মপদ বলিলে "ব্রহ্মভাব" এইরূপ অর্থের প্রকাশ হয়, তদ্রূপ বিষ্ণুপদ শব্দে বিষ্ণুভগবানের সর্ব্বব্যাপক চিন্ময় বিষ্ণুভাব অর্থ বোধগম্য হইবে। পদশব্দ এস্থলে ভাববোধক। ইহাই গঙ্গাদেবীর আধ্যাত্মিক স্বরূপ।

পুরাণকথিত গঙ্গাদেবী সম্বন্ধে ইহাই ত্রিভাবের পূর্ণতা। এইরূপ পুরাণের গভীররহস্য সম্বন্ধে যতই আলোচনা করা হইবে, ততই সর্ব্বত্র আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধভাবের পূর্ণতা দৃষ্টিগোচর হইবে।

ত্রিগুণানুসারে ত্রিবিধ অধিকার বর্ণনের দ্বারা পুরাণের তৃতীয় পূর্ণতা। সংসার ত্রিগুণময়, এই জন্য সংসারে তিন প্রকারের অধিকারী হইয়া থাকেন। এই তিন প্রকার অধিকারীরই কল্যাণপ্রদ বলিয়া পুরাণশাস্ত্রের এত মহিমা।

পুরাণ সাত্ত্বিক অধিকারীর পক্ষে পরমহংস-সংহিতা-স্বরূপ। তন্মধ্যে মুমুক্ষু জীবগণের হিতপ্রদ অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। পরাৎপর পরব্রহ্ম, সৃষ্টির অতীত এবং প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত। মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহারই অপূর্ব্ব সত্তা নিখিল জীবগণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত; কিন্তু জীবগণ অবিদ্যাগ্রসিত বলিয়া সেই অননুভবনীয় সত্তার উপলব্ধি করিতে পারে না। জন্মজন্মান্তরকৃত তপস্যা এবং নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্তের সমস্ত মলিনতা দূরীভূত হইলে, স্বয়ম্প্রকাশ ভগবানের সেই পবিত্র সত্তা নির্ম্মলান্তঃকরণে প্রতিভাত হইয়া থাকে এবং সাধক দুরালভ্য মোক্ষপদবীলাভে কৃতার্থ হইয়া যান। সাত্ত্বিক অধিকারীর জন্য পুরাণরূপ পরমহংস-সংহিতার ইহাই পরম ও অপূর্ব্ব উপদেশ।

রাজসিক অধিকারিগণের পক্ষে সকাম কর্ম্ম এবং সকাম উপাসনার উপদেশ পুরাণশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। যাহার ফলে স্বর্গাদি দিব্যলোকসমূহে অনুপমেয় সুখসম্ভোগ করিতে করিতে সাধক উত্তরোত্তর উন্নতলোকে

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। পুরাণ মধ্যে অসংখ্য সকামব্রত এবং ইষ্টাপূর্ত্তাদি সকাম কর্ম্মসমূহের বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। যথাবিধি এই সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে সাধক স্বর্গীয় বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করিয়া অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। পরে কর্ম্মফল ভোগাবসানে ধরাধামে আগমনপূর্ব্বক কর্ম্মের নশ্বরত্ব অবগত হইয়া অবশেষে তত্ত্বজ্ঞান আলোচনার দ্বারা মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

এইরূপে ভগবানের এবং ভগবানের শক্তিস্বরূপ দেব-দেবীগণের সকাম উপাসনা দ্বারা উপাসকগণ ইহপরলোকে বিবিধপ্রকার সুখাধিকার লাভ করিয়া, কথনও বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুর পার্শ্বদ, কথনও বিষ্ণুর অপূর্ব্ব কাননে দিব্যপুষ্পসমূহের মধুপানকারী ভ্রমর, কথনও কৈলাসে মঙ্গলময় শঙ্করের শান্তিময় ভবনে ভগবতীর চরণসেবক, কথনও বা কুবেরের ধনভাণ্ডারে বিপুল ধনের অধিকারী, কথনও বা ইন্দ্রের নন্দন-কাননে মলয়পবনসেবিত পারিজাত-কুসুমমাল্যে সুশোভিত হইয়া মহানন্দে বিচরণ করিতে থাকে। সুখান্বেষী মানব এইরূপে প্রলোভনময় সুখাতিশয় লাভ করিতে করিতে ক্রমেই উন্নততরমার্গে গমন করিয়া থাকে। পুরাণশাস্ত্র হইতেই আমরা এ সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারি। অতএব পুরাণশাস্ত্রই রাজসিক অধিকারের এইরূপ উন্নতিমার্গের একমাত্র সহায়ক।

যিনি তামসিক অধিকারী, যাঁহার নিকট অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপে এবং ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপে প্রতীত হইয়া থাকে, তাঁহাকে নরকের ভীষণ ভয় দেখাইয়া, নরক মধ্যে পাপীগণের কি প্রকার ভীষণ যন্ত্রণা হইয়া থাকে, তাহার অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব ঘটনা বর্ণন করিয়া পুরাণই একমাত্র ধর্ম্মমার্গে পরিচালিত করিয়া থাকেন। ইহাই পুরাণের অপূর্ব্ব মহিমা এবং জগৎ-কল্যাণ-কারিতা।

সকল প্রকার জীবগণের আধ্যাত্মিক উন্নতিমার্গের বর্ণন দ্বারা পুরাণের চতুর্থ পূর্ণতা। নিত্যানন্দপ্রয়াসী জীবগণ যে আনন্দলাভের জন্য প্রাতঃ-কাল হইতে সায়ংকাল এবং সায়ংকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সুকঠিন পরিশ্রম করিয়া আনন্দের পরিবর্ত্তে বিষয়রূপ বিষযন্ত্রণা লাভ করিয়া থাকে; জ্ঞানপিপাসু জীবগণ যে জ্ঞানান্বেষণের জন্য দিবারাত্রি প্রযত্ন করিয়াও মায়া দ্বারা মুগ্ধ হইয়া মায়ামরীচিকা মধ্যে পতিত হইয়া হাহাকারধ্বনি

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

করিতে থাকে; পুরাণশাস্ত্র সেই সমস্ত জ্ঞান-ভ্রান্ত, প্রেম-ভ্রান্ত জীবগণের পথপ্রদর্শক। পুরাণই সংসারসমুদ্রমধ্যে প্রবহমানা বিবিধ-বিপদ-তরঙ্গাকুলা জীবরূপ ক্ষুদ্রতরণীর ধ্রুবতারা। এই সর্ব্বভাবপূর্ণ পুরাণশাস্ত্রের অবলম্বনে কতশত অজ্ঞানী মানব অবহেলায় প্রকৃতিরাজ্যকে অতিক্রম করিয়া আনন্দ-ঘন ব্রহ্মভাবে বিলীন হইয়া গিয়া সংসারবন্ধন ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা করে কে? যদি পুরাণশাস্ত্র না হইত, তাহা হইলে কন্টকময় বেদের দুর্গমমার্গে কেহই গমন করিতে সমর্থ হইত না। বেদের কঠিন ভাষা এবং ভাবসমূহ যদি পৌরাণিক সরলভাষা এবং সরল ভাবের দ্বারা বর্ণিত না হইত, তাহা হইলে বেদের পবিত্রজ্যোতি হইতে বঞ্চিত হইয়া সমস্ত জীবকেই অন্ধকারময় সংসারকূপে পড়িয়া থাকিতে হইত। যদিও পরমতত্ত্বসমূহের অবগতির জন্য দর্শনশাস্ত্র দিব্যনেত্রস্বরূপ, কিন্তু সে দিব্যনেত্রের অধিকারী কয়জন? দর্শনশাস্ত্রের অধিকারী জগতে অতি বিরল। একমাত্র পুরাণশাস্ত্রেই দার্শনিক সুকঠিন সিদ্ধান্তসমূহ সরল ভাষায় বর্ণিত থাকায় অতি সামান্য নিম্নস্তরের অধিকারীও তাহা দ্বারা উন্নতিমার্গে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ইহাই পুরাণ-শাস্ত্রের মহিমা।

কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানের যথার্থতত্ত্ব নির্ণয়পূর্ব্বক কর্ম্মযোগের আত্ম-ত্যাগ, জ্ঞানের গভীরতা এবং ভক্তির মাধুরীবর্ণনের দ্বারা পুরাণের পঞ্চম পূর্ণতা। জগতে ত্রিবিধ অধিকারী দেখিতে পাওয়া যায়। রজস্তম-প্রকৃতি-বিশিষ্ট জীবগণ কর্ম্মের, রজঃসত্ত্ব-প্রকৃতিসম্পন্ন জীবগণ উপাসনার এবং সত্ত্বগুণপ্রবৃদ্ধ জীবগণ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন। পুরাণশাস্ত্র এই ত্রিবিধ অধিকারীর কল্যাণের জন্য স্বীয় বিরাট শরীরকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া কর্ম্মীগণকে কর্ম্মপ্রধান ভাগ, উপাসকগণকে উপাসনাপ্রধান ভাগ এবং জ্ঞানিগণকে জ্ঞানপ্রধান ভাগ সমর্পণ করিয়া জীবগণের উপর অতুলনীয় কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক পুরাণেই সকলপ্রকার অধিকারীর কল্যাণপ্রদ বিষয়সমূহ বর্ণিত থাকিলেও, সাধারণতঃ পুরাণসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—

কর্ম্মপ্রধান পুরাণ মহাভারতাদি, উপাসনা-প্রধান পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতাদি এবং জ্ঞানপ্রধান পুরাণ যোগবাশিষ্ঠাদি। কোনও কোনস্থলে যোগবাশিষ্ঠকে

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

মহারামায়ণ নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং রামায়ণাদি জ্ঞানপ্রধান পুরাণ একথাও বলা যাইতে পারে। পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের লীলাবর্ণনাত্মক বাল্মীকী-রামায়ণ হইতেও যথেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। অতএব উহাও জ্ঞানপ্রধান পুরাণ।

মহাভারতের কর্ম্মক্ষেত্র কি প্রকার সুবিশাল? যে বিশাল কর্ম্মযজ্ঞের দেবতা যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ হরি; যে কর্ম্মযজ্ঞের হোতা সমস্ত দেবর্ষি ও পিতৃগণ; যে কর্ম্মযজ্ঞের আহুতি অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর বীরপুরুষগণ; যে কর্ম্ম-যজ্ঞের ফল সংসারের গুরুভার হরণ, অধর্ম্মের সমুলোন্মূলন এবং ধর্ম্মরাজ্যের সংস্থাপন; যে কর্ম্মযজ্ঞে বীরতার পূর্ণতা, উদারতার পূর্ণতা, ক্রূরতার পূর্ণতা, ধর্ম্মভাবের পূর্ণতা, স্বার্থত্যাগের পূর্ণতা, বিরোধের পূর্ণতা, লোকশিক্ষার পূর্ণতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণতা, এইরূপে পূর্ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল; যে কর্ম্মযজ্ঞে ব্রতী হইয়া অন্ধ দিব্যনেত্রলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, পঙ্গু হিমগিরি উল্লঙ্ঘনে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং স্বয়ং ভগবানকেও স্বীয় সত্য-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে হইয়াছিল, সেই কর্ম্মপ্রাধান্য-প্রদর্শিত মহাভারতের দ্বারা জগতের যে অশেষবিধ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, তাহা অবর্ণনীয়।

এইরূপ উপাসনাপ্রধান শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে ভক্তির অপূর্ব্বলীলা, পুণ্যশ্লোক ভগবানের অপূর্ব্ব গুণকথা এবং চতুর্দ্দশরসের অননুভবনীয় অপূর্ব্ব মধুরিমা সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বহিতকারক ভগবানের স্বরূপ নির্গুণ ও নিরাকার হইলেও, তিনি ভাগবতাদি মহাপুরাণের মহিমা জগতে প্রচার করিবার জন্য বিবিধ মনোরম নয়নরঞ্জন চিত্তচাতকিনীর অমৃত-ধারাময় সগুণরূপ ধারণ করিয়া বিশ্বমধ্যে ভক্তিস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন। ভাবুক ভক্তগণ ইহার রসাস্বাদন করিয়া সর্ব্বদা ভাবসমুদ্রে অবগাহন করিয়া থাকেন। ভাগবতের প্রশংসাবর্ণনপ্রসঙ্গে মুনি বলিয়াছেন যে—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃত-দ্রব-সংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ভাগবত বেদরূপ কল্পবৃক্ষের সুরসাল ফল এবং ইহা শুকদেবের মুখামৃত-দ্রব-সংযুক্ত; অতএব হে ভাবুক রসিক! মুক্তিপর্য্যন্ত উক্ত ভাগবতামৃতরস প্রসন্নচিত্তে পান করিতে থাক। এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবতাদি মহাপুরাণের জগৎকল্যাণকারিতা বিষয়ে যিনি যতই বর্ণন করুন, সমুদ্রের নিকট ধূলি-মুষ্টির ন্যায় উহা ততই অল্প হইবে, সন্দেহ নাই।

জ্ঞানপ্রধান যোগবাশিষ্ঠাদি পুরাণে কঠিন এবং অতিগহন জ্ঞানের জটিল বিষয়সমূহ অতি মধুর আখ্যায়িকা দ্বারা এরূপভাবে প্রকাশিত করা হইয়াছে যে, তাহা শ্রবণমাত্রেই জীবগণের হৃদয়ের অন্তরতম অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়া জ্ঞানের বিশুদ্ধ জ্যোতি প্রকাশিত হইয়া থাকে। যে যোগবাশিষ্ঠের বক্তা জ্ঞানধন মহর্ষি বশিষ্ঠ, শ্রোতা পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ শ্রীরামচন্দ্র; যে যোগবাশিষ্ঠের শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের ফলরূপ অমৃত-ফলাস্বাদনের দ্বারা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অশান্তিপূর্ণ চিত্তে শান্তির সুবিমল ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই যোগবাশিষ্ঠপ্রমুখ জ্ঞানপ্রধান পুরাণশাস্ত্রের বিষয়ে অধিক বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। পুরাণশাস্ত্রের ইহাই বিশ্বমঙ্গলকারক ভাব।

আস্তিকতা বিষয়ে পুরাণের ষষ্ঠ পূর্ণতা। একাধারে সমস্ত পূজা-পদ্ধতির সমাবেশ পুরাণভিন্ন অন্যশাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। পুরাণ আস্তিকতা-বিহীন সন্তপ্ত হৃদয়ের আস্তিকতারূপ অমৃতধারা; সংসার-মরুভূমি মধ্যে সুন্দর নন্দনকানন; দুঃখ-দাবানল-দগ্ধ হৃদয়ের মন্দাকিনীর সুপবিত্র শীতল ধারা; উপাসনাবিহীন এবং ভক্তিশূন্য শুষ্ক হৃদয়ের অমৃতময় মহাসমুদ্র। পুরাণের মধ্যে নির্গুণ উপাসনার উচ্চাধিকার, সগুণোপাসনার মধ্যাধিকার, অবতারোপাসনার অপূর্ব্বমহত্ব, মূর্ত্তিপূজার বিজ্ঞানবিষয়ক অপূর্ব্ব তত্ত্ব এবং ঋষি-দেব-পিতৃরূপ নিত্যশক্তিসমূহের অপূর্ব্ব মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। অধিক কি, পুরাণের মধ্যে ভূত-প্রেত প্রভৃতির নিকৃষ্টোপাসনাও বর্ণিত আছে। প্রত্যেক পুরাণেরই কোনও দেবতা অথবা অবতারের নামানু-সারে নামকরণ করা হইয়াছে; ইহাও আস্তিকতার পূর্ণ নিদর্শন। আজ যদি জগতে বিষ্ণুপুরাণ না থাকিত, তবে বিষ্ণু ভগবানের অপূর্ব্বমহিমা জগতে জীবগণের হৃদয়গোচর কিরূপে হইত? দেবী ভাগবত না থাকিলে অসুরদলনী মহামায়ার অসুরদলন, দেবাসুরসংগ্রামে দৈবীশক্তির মাহাত্ম্য-

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

প্রকটন, লোলরসনা, বিকটদশনা, রণরঙ্গিণী শ্যামার মুহুর্মুহু ভীষণ গর্জ্জন ও অট্টাট্টহাস্যের দ্বারা দৈত্যগণের হৃদয়-বিদারণ এবং আসুরী-শক্তির সমূলোন্মূলন কি প্রকারে মানবগণ জানিতে সমর্থ হইত? আজ যদি মৎস্যপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ কিংবা বরাহপুরাণ প্রভৃতি না থাকিত, তাহা হইলে অবতারগণের অপূর্ব্বলীলা এবং বিভূতিসমূহের অসীম মহিমা কিরূপে জগতে প্রচারিত হইত? বিশ্বজগতের পরিপালনের জন্য দৈবশক্তি, ঋষিশক্তি এবং পিতৃশক্তি দ্বারা কিরূপে জগতের সুরক্ষা সংসাধিত হইতেছে এবং কোন্ পরমাশক্তির আকর্ষণে জগচ্চক্র নিয়মিতভাবে পরিভ্রমণ করিতেছে, এই সমস্তশক্তির বিলাস বর্ণনপূর্ব্বক আস্তিকতার ভাবে হৃদয় পূর্ণ করিতে পুরাণশাস্ত্রই একমাত্র সমর্থ।

নিখিল ভাবের সমন্বয়ের দ্বারা পুরাণের সপ্তম পূর্ণতা। পুরাণের মধ্যে বিষয়সমূহ এরূপভাবে সজ্জিত রহিয়াছে যে, সকল প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ভাবুকগণই তাহা হইতে আনন্দলাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। জ্ঞানিগণের জন্য জ্ঞানের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাবসমূহ অঙ্কিত রহিয়াছে; ভাবুকের জন্য ভাবের গভীরতম সপ্ত-সমুদ্র—ক্ষীরসমুদ্র, অমৃতসমুদ্র, দধিসমুদ্র, প্রভৃতি তরঙ্গের উপর তরঙ্গ নাচাইয়া আনন্দে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেছে; কখনও স্বীয় ঘূর্ণাবর্ত্তসমূহের দ্বারা নিয়তির লীলা প্রকাশ করিতেছে; কখনও বা প্রচণ্ড পবনের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে করিতে প্রলয়ের পূর্ব্বরূপ দেখাইতেছে; আবার কখনও বা রাশি রাশি কুসুমসম্ভার স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া জানি না কোন্ বিরাটপুরুষের পূজার জন্য তরঙ্গ-ভঙ্গে নাচিতে নাচিতে বহিয়া যাইতেছে! হে গন্ধপ্রিয় জীবগণ! তোমরা যদি সুগন্ধের আঘ্রাণ লইতে চাও, তবে দেখ পুরাণশাস্ত্র পারিজাতাদি-কুসুমভারা-বনত নন্দনকাননের অপূর্ব্ব শোভা বক্ষে ধারণ করিয়া তোমাদের নয়নপথে শোভায়মান হইয়া রহিয়াছে! ঐ দেখ, গন্ধবহ পবনদেব নৃত্য করিতে করিতে সেই সমস্ত দিব্য-কুসুমের মনোহর সুগন্ধ আনয়ন করিয়া তোমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অপূর্ব্ব প্রীতিসম্পাদন করিতেছেন। হে সুকবি! যদি তুমি কবিতার সুন্দর-কাননে কানন-বিহারিণী কুরঙ্গিনীর ন্যায় বিহার করিতে বাসনা করিয়া থাক, তবে চাহিয়া দেখ,—তোমার সম্মুখে পুরাণের অপূর্ব্ব কবিতা-কানন

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

বিদ্যমান; ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ ভক্তিরূপিণী অমৃতধারা সিঞ্চন করিয়া এই সুন্দর কানন রচনা করিয়াছেন। ইহার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে এত অপূর্ব্বরসের ও দিব্যভাবসমূহের সমাবেশ পৃথিবীর আর কোনও স্থানে পাইবে না। এইরূপে পুরাণশাস্ত্র সকল প্রকার অধিকারীর জন্য নিখিল সৌন্দর্য্যের প্রকাশ করিয়া সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছে।

ধর্ম্মসঙ্কটের মীমাংসা দ্বারা পুরাণের অষ্টম পূর্ণতা। পুরাণপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, পৌরাণিক চরিত্রসমূহের মধ্যে কত প্রকার ধর্ম্মসঙ্কটের বিষয় উপস্থিত হইয়া থাকে; পুরাণের মধ্যে সেই সমস্ত সঙ্কটের যে অভিনব সমাধান করা হইয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলেই পুরাণ যে নিখিল-জীবের হিতপ্রদ, পুরাণ যে উপদেশের ভাণ্ডার এবং সংসাররূপ গহনকাননের পথপ্রান্তে জীবগণের রাজমার্গ-প্রদর্শক, ইহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। মহাবীর অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যে ব্যক্তি তাঁহার গাণ্ডীবের নিন্দা করিবেন বা ত্যাগ করিতে বলিবেন, তিনি গুরু হইলেও বধ্য হইবেন। আর তাঁহাকে বধ করিতে না পারিলে অর্জ্জুন স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। কর্ণ এখনও নিহত হয় নাই শ্রবণ করিয়া, ভয়ব্যাকুল যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে ভৎ‌র্সনা এবং তাঁহার গাণ্ডীবের নিন্দা করিয়া গাণ্ডীব্ ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাবীর অর্জ্জুন স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। বিষম ধর্ম্ম-সঙ্কট উপস্থিত হইল। জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্যতিরেকে এই ঘোর ধর্ম্মসঙ্কটের সুমীমাংসা কে করিতে পারে? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উভয়ের মীমাংসা করিলেন। তিনি বলিলেন, শাস্ত্রের অনুশাসন এই যে, গুরুজনকে যদি "তুমি বা তুই" ইত্যাদি অসম্মানসূচক বাক্যের দ্বারা সম্বোধন করা যায়, তাহাতে সেই পূজ্য ব্যক্তি মৃতবৎ হইয়া থাকেন। যথা—

যদা মানং লভতে মাননার্হ-
স্তদা স বৈ জীবতি জীবলোকে।
যদাঽবমানং লভতে মহান্তং
তদা জীবন্মৃত ইত্যুচ্যতে সঃ॥

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

সম্মান-যোগ্য পুরুষ যতদিন পর্য্যন্ত সংসারে সম্মান পাইতে থাকেন, ততদিনই জীবিত থাকেন এবং যখন তাঁহাকে দারুণ অপমাননা ভোগ করিতে হয়, তখনই তিনি মৃততুল্য হইয়া যান। অতএব—

ত্বমিত্যত্র ভবন্তং হি ব্রূহি পার্থ যুধিষ্ঠিরম্।
ত্বমিত্যুক্তো হি নিহতো গুরুর্ভবতি ভারত।
গুরূণামবমানো হি বধ ইত্যভিধীয়তে॥

হে পার্থ, পূজ্য যুধিষ্ঠিরকে "তুমি" বলিয়া সম্বোধন কর—ইহার দ্বারাই তাঁহার মৃত্যু হইয়া যাইবে। পূজ্যগণের অপমাননাই তাঁহাদের বধস্বরূপ। ইহাতে তোমার উভয় প্রতিজ্ঞাই রক্ষিত হইবে। পুরাণশাস্ত্রে এইরূপ সহস্র সহস্র ধর্ম্মসঙ্কটের সুমীমাংসা করা হইয়াছে; যাহা অবগত হইলে জীবগণের অশেষ-বিধ কল্যাণ হইয়া থাকে। ধর্ম্মসঙ্কটে এইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের সমন্বয়ের গূঢ়তম রহস্য যেরূপ মহাভারতের আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বে বর্ণিত আছে, এরূপ কোনও শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রাচীন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধার্ম্মিক আচার বর্ণনের দ্বারা পুরাণের নবম পূর্ণতা। পুরাণ বেদ, স্মৃতি এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা-গ্রন্থ; এই জন্য তন্মধ্যে বর্ণিত সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আচার, রীতি, নীতি সমস্তই বেদ, স্মৃতি এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের অনুমোদিত। বেদের নিগূঢ়রহস্য, দর্শনের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়তত্ত্ব এবং স্মৃতির অনুশাসন—সমস্তই পুরাণের মধ্যে সরল এবং বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। পুরাণে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা, সগুণ মূর্ত্তিপূজা, ব্রত, দান এবং তীর্থদর্শনাদির মাহাত্ম্য মধুর-ভাবে বর্ণিত আছে। ভূমিদান, জলদান, অন্নদান প্রভৃতি বিষয় মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অনুসারে সুস্পষ্টরূপে পুরাণশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। পুরাণবর্ণিত চরিত্রসমূহ পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে যে, পূর্ব্বে মানবগণ ধর্ম্ম এবং সদনুষ্ঠানাদি কার্য্যে সর্ব্বদা তৎপর থাকিতেন; ধার্ম্মিক পুরুষই সংসারে জয়লাভ করিতেন, অধার্ম্মিক পুরুষের পতন হইত। অধার্ম্মিক অত্যাচারী মহারাজা বেণ নষ্টশ্রী ও হতরাজ্য হইয়া নরকগামী হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র পৃথু ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালন করিতেন বলিয়া সমস্ত পৃথিবীর

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

অধীশ্বর হইয়াছিলেন এবং স্বীয় পুণ্যবলে পিতাকে উদ্ধার করিয়া স্বর্গধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু, রাবণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতির অধঃপতন এবং প্রহ্লাদ, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির জয়শ্রীলাভের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলাফল সুস্পষ্ট বর্ণন করা হইয়াছে। ব্রতকথা এবং দানধর্ম্ম বর্ণনদ্বারা মানবগণকে পরোপকার করিবার জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে। তীর্থমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, দেবগণের দর্শন এবং পুণ্যকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান দ্বারা মানবগণের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করা হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রে যে ধর্ম্ম সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে, পুরাণে তাহারই সবিস্তার বর্ণন করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের কর্ম্ম-বিভাগ, রাজধর্ম্ম-বর্ণন, বিবাহ বা লোকাচারপদ্ধতি, শ্রাদ্ধ বা প্রায়শ্চিত্ত-বিধি, এই সমুদয় বিধানই পুরাণে উত্তমরূপে গ্রথিত করা হইয়াছে। কোনও কোনস্থলে শ্রুতি এবং স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের প্রমাণই অবিকল উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কোথাও মনু হইতে, কোথাও যাজ্ঞবল্ক্য হইতে, কোথাও পরাশর হইতে সংগ্রহ করিয়া চতুরাশ্রমের বিধিনিষেধমূলক প্রমাণসমূহ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রে দানধর্ম্মেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। এই জন্য পুরাণেও বর্ণন করা হইয়াছে যে—

দানমেব পরো ধর্ম্মো দানাৎ সর্ব্বমবাপ্যতে।
দানান্মুক্তিশ্চ রাজ্যঞ্চ দদ্যাদ্দানং ততো নরঃ॥

দানই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। যাহা কিছু সব দান হইতেই, এমন কি রাজ্য এবং মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। অতএব দান করা কর্ত্তব্য। বর্ণ এবং আশ্রমধর্ম্ম, জন্ম এবং কর্ম্ম হইতে বর্ণ-ব্যবস্থা, প্রকৃতির অনুসারে চারি বর্ণ এবং চারি আশ্রমের বর্ণন, অহিংসা, কাম, ক্রোধ, লোভ, ত্যাগ, দয়া, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি, সমস্ত বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম এবং স্ত্রী, পুরুষ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতির বিশেষ ধর্ম্ম, এ সমস্তই পুরাণের পত্রে পত্রে অঙ্কিত করা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতে কন্যাবিবাহবিষয়ে যাহা কিছু বর্ণিত আছে, গরুড় পুরাণেও ঠিক অবিকল তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে। নিন্দিত ও দোষযুক্ত অসবর্ণ বিবাহ, পুরাণ এবং স্মৃতিসংহিতায় একইরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ প্রভৃতি সংস্কারবিধির

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

প্রশংসা এবং এই সমস্ত বিধান পূর্ব্বে যে যথানিয়মিত আচরিত হইত, তাহার সদৃষ্টান্ত বর্ণন পুরাণশাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সমাজধর্ম্মের ন্যায় রাজধর্ম্মও বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে। মনুসংহিতায় যে প্রকার নিয়মবদ্ধ অনুশাসন-প্রণালী, কর-গ্রহণ-ব্যবস্থা এবং চৌর্য্যদণ্ডাদির বিধান বর্ণন করা হইয়াছে, অগ্নিপুরাণ এবং গরুড় পুরাণেও প্রায় সেইরূপ বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। রাজ্যরক্ষা, প্রজা-পালন, ধনুর্বিদ্যা, আগ্নেয়াস্ত্র-প্রয়োগ এবং নানা প্রকার যুদ্ধ-বিদ্যার বর্ণন, অগ্নিপুরাণ এবং দেবীপুরাণেও পাওয়া যায়। গরুড় পুরাণে জ্যোতির্ব্বিদ্যা, সামুদ্রিকবিদ্যা, আয়ুর্ব্বিদ্যা ও চিকিৎসা-প্রকরণ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। প্রাচীন ভারতের চিত্রবিদ্যা এবং শিল্পকলার বর্ণন ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। উন্নত সমাজের আদর্শ কি প্রকার হওয়া উচিত, প্রাচীন কালে সমাজবন্ধন কিরূপ ছিল, রাজনীতি কিরূপ ছিল, গৃহধর্ম্ম কিরূপে নির্ব্বাহ হইত, কিরূপ নিয়মানুসারে যুদ্ধাদি-কার্য্য সম্পন্ন হইত, চিকিৎসা কিরূপ বিধানে প্রচলিত ছিল, শিল্প, সাহিত্য, কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্র সম্বন্ধে আর্য্যজাতিগণ কিরূপ উন্নত ছিলেন, সেই সমস্ত বিষয়ের জ্বলন্তচিত্র পুরাণশাস্ত্রে অঙ্কিত করা হইয়াছে। ইহাই পুরাণের পূর্ণতা।

বিচিত্র চরিত্রবর্ণন দ্বারা পুরাণের দশম পূর্ণতা প্রতিভাত হয়। মানবীয় প্রকৃতি কেবল নীরস ধর্ম্মোপদেশের দ্বারা দ্রবীভূত হয় না; পাপদগ্ধ হৃদয়-মরুতে শুষ্ক বিজ্ঞানের নীরস উপদেশ দগ্ধবালুকাবাহী পবনের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া মানবজীবনকে আরও শুষ্ক করিয়া দেয়। কিন্তু যে হৃদয়ে পৌরাণিক চরিত্রসমূহের দ্বারা কোথাও প্রেমের পবিত্রধারা, কোথাও দয়ার পবিত্র ধারা, কোথাও অলৌকিক স্বার্থত্যাগের পবিত্রধারা, কোথাও সত্যপালনের পবিত্রধারা, কোথাও ধর্ম্মজীবনের পবিত্রধারা; শতমুখী ভাগীরথীর শতধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেই হৃদয়বান্ মানবই বুঝিতে পারেন যে, ধর্ম্মজগতে, মনুষ্যজগতে পুরাণের কিপ্রকার প্রয়োজনীয়তা এবং সার্ব্বজনীন কল্যাণকারিতা। চাতুর্ব্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের আদর্শচরিত্র পুরাণশাস্ত্রে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। আদর্শ পুরুষ, আদর্শজ্ঞানী, আদর্শ ব্রহ্মচারী, আদর্শসতী, আদর্শঋষি, আদর্শকর্ম্মী, আদর্শবীর এবং আদর্শ ভক্তের চরিত্র পূর্ণরূপে

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

পুরাণের মধ্যে বিদ্যমান। পৌরাণিক এই সমস্ত পবিত্রচরিত্রের দ্বারা জগতের যে পরিমাণ কল্যাণ সংসাধিত হইয়াছে বা হইতেছে, জীবগণ নিজ নিজ জীবন-নদী-প্রবাহকে সংযমিত করিয়া জ্ঞান এবং মনুষ্যত্বের অপার সমুদ্রে বিলীন হইবার জন্য এই সমস্ত সুমধুর নিখিল-জীবোপকারক চরিত্রাবলী হইতে যতদূর সহায়তা লাভ করিয়া ধন্য হইয়া যাইতেছেন, জ্ঞানবীর বেদ এবং নেত্রস্বরূপ দর্শনশাস্ত্রের দ্বারাও জীবের সে পরিমাণ কল্যাণ-সাধিত হওয়া অসম্ভব। জগতে যদি পুরাণশাস্ত্রের প্রচার না থাকিত, তবে ব্রহ্মতেজের অপূর্ব্ব আদর্শ,—যে আদর্শের সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত অহঙ্কারী মহারাজ বিশ্বামিত্রের অহঙ্কার চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, যাহার জন্য গাধিরাজকে রাজ্যৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া বনবাসী জটাবল্কলধারী তপস্বী হইতে হইয়াছিল, ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেবের সেই অপূর্ব্ব তেজোদীপ্ত আদর্শচরিত্র কোথায় পাওয়া যাইত? মহারাজা বিশ্বামিত্র দরিদ্র ব্রাহ্মণ মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের নিকট কামধেনু ভিক্ষা করিয়াও যখন বিফল-মনোরথ হইলেন, তখন তিনি সৈন্যগণের সাহায্যে বলপূর্ব্বক কামধেনু হরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল; বর্ষাকালীন জলধারার ন্যায় বিশ্বামিত্রের কোদণ্ড হইতে সুতীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষিত হইতে লাগিল; অস্ত্রের ঝন্‌ঝনাশব্দে, সৈন্যগণের গগনভেদী কোলাহলে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু শান্তমূর্ত্তি ঋষি তখনও অচল অটল হিমাদ্রির ন্যায় স্থির-গম্ভীর। তিনি কেবলমাত্র মন্ত্রপূত ব্রহ্মদণ্ড ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বিশ্বামিত্রের সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল! মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মতেজের নিকট তাঁহার সমস্ত অস্ত্র নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হইয়া গেল; অত্যন্ত দুঃখে, ক্ষোভে ও রোষে ম্রিয়মাণ হইয়া তাঁহাকে বলিতে হইল—

ধিগ্‌বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলংবলম্।
একেন ব্রহ্মদণ্ডেন সর্ব্বাস্ত্রাণি হতানি মে॥

ক্ষত্রিয়-বলকে সহস্র ধিক্; ব্রহ্মতেজই একমাত্র বল। এক ব্রহ্মদণ্ড কর্ত্তৃক আমার সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে এইরূপ ব্রহ্মতেজের আদর্শ বর্ত্তমান ছিল; এখনও যাহার স্মরণ করিলে আমাদের

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

হৃদয় তেজোদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। পুরাণশাস্ত্র না থাকিলে এ সমস্ত বিষয় হইতে আমরা চিরকালের জন্য বঞ্চিত থাকিতাম। যে সমস্ত মহাত্মা আজীবন উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বনে অতিবাহিত করিলেও, জগতকে জ্ঞানধনে ধনী করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন; যাঁহারা কখনও কণামাত্র ভক্ষণে, কখনও চরুপান করিয়া, কোনও সময় বা যৎসামান্য ফল ভক্ষণ করিয়া, কেবল আমাদের হিতচিন্তাতেই নিশিদিন অতিবাহিত করিতেন; আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য জ্ঞানভাণ্ডার, শক্তিভাণ্ডার, বিদ্যাভাণ্ডার, ভাষা-ভাণ্ডার, ঔষধিভাণ্ডার, প্রভৃতি নিখিল-ভাণ্ডারের দ্বারা সমস্ত সংসার পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন; অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত অযথা অপব্যয়িত হইয়াও অদ্যাপি যাহা কল্পতরুর ন্যায় আমাদিগকে ফল দান করিয়া চরিতার্থ করিতেছে; সেই সমস্ত জীব-কল্যাণ-প্রদ ভাণ্ডারের দ্রষ্টা ঋষিগণের আদর্শচরিত্র আমরা কোথা হইতে অবগত হইতাম,—যদি পুরাণ না থাকিত? দধীচি মুনির অপূর্ব্ব স্বার্থ-ত্যাগ,—যাঁহার জলন্ত দৃষ্টান্ত মানবজগতের ইতিহাসে কল্পান্ত পর্য্যন্ত উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে—যিনি দেবকার্য্যের জন্য জগতের আকাঙ্ক্ষিত অমূল্য ও অদেয় প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না,—পরোপকারের এরূপ আদর্শ পুরাণ না থাকিলে আমরা কোথা হইতে পাইতাম? ক্ষত্রিয়-গণের আদর্শচরিত্র—যাঁহারা স্বকীয় বাহুবলে বলদর্পিত অসুরগণকে বিনাশ করিয়া পৃথিবীর গুরুভার সর্ব্বদা মোচন করিতেন,—যাঁহাদের অপূর্ব্ব বীরত্বে মোহিত হইয়া ইন্দ্র পর্য্যন্ত স্বর্গরাজ্য রক্ষার জন্য আবাহন করিয়া লইয়া যাইতেন এবং কখনও স্বয়ং বৃষ সাজিয়া ভারতীয় ক্ষত্রিয় বীরগণকে নিজস্কন্ধে আরোহণ করাইতেন;—ভারতীয় ক্ষত্রিয়বীর তৃতীয়-পাণ্ডব অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয়সুলভ জিতেন্দ্রিয়তা,—সুরসুন্দরী অপ্সরাশ্রেষ্ঠা উর্ব্বশীও যাঁহার নিকট উপেক্ষিতা ও লাঞ্ছিতা হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন; মহাবীর যুধিষ্ঠির,—যিনি কেবল যুদ্ধেই স্থির নহেন, কিন্তু ধর্ম্মপথেও চির স্থির ছিলেন,—ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত, যিনি সমস্ত ধন, সমস্ত রাজ্য, অধিক কি, দ্যূতক্রীড়ায় স্বীয় পত্নীকে পর্য্যন্ত পণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, এবং অন্তে কেবল ধর্ম্মরক্ষার জন্যই ইন্দ্রোপম রাজ-সম্মান হেলায় পরিত্যাগ করিয়া ফল-মূলাশী জটাবল্কল-ধারী বনচারীর বেশে পরিভ্রমণ করিতেও দ্বিধা বোধ করেন

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

নাই, যদি পুরাণ-শাস্ত্র না থাকিত, তবে সেইরূপ উত্তমোত্তম ধার্ম্মিক বীরগণের সুমহৎচরিত্র কিরূপে আমরা অবগত হইতে পারিতাম? এইরূপ ভক্তগণের আদর্শ ধ্রুব, প্রহ্লাদ,—বাল্যকাল হইতে যাঁহাদের হৃদয়ে ভক্তির মন্দাকিনীস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, সংসারের নশ্বরত্ব অবগত হইয়া যাঁহারা বাল্যকাল হইতেই ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া স্ব স্ব জীবনকে অমৃতময় করিয়া তুলিয়াছিলেন ;—এইরূপ জ্ঞানিগণের আদর্শ শুকদেব এবং বেদব্যাস,—যাঁহারা জ্ঞানসূর্য্যের দ্বারা সমস্ত জগৎকে আলোকিত করিয়াছিলেন, ব্রহ্মশাপ-দগ্ধ-শরীর পরীক্ষিতকে যাঁহারা কেবল জ্ঞানের প্রলেপে অমৃত-সিক্ত করিয়া অমৃতময় করিয়া দিয়াছিলেন ;—এইরূপ গৃহস্থের আদর্শ যোগিশ্রেষ্ঠ মহারাজ জনক,—যিনি গৃহে থাকিয়াও জ্ঞানিজন-দুর্লভ অপূর্ব্ব জ্ঞানের অধিকারী হইয়া অনেক মহর্ষিরও গুরুপদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন ; যদি পুরাণ-শাস্ত্র না থাকিত, তবে এইরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা কোথা হইতে লাভ করিতাম? পুনরায় একাধারে সর্ব্বরসের সমন্বয়,—যেখানে বীররসের অপূর্ব্ব বীরত্ব, সেই স্থলেই করুণরসের কারুণ্য, সখ্যরসের পরমভাব এবং ভক্তিরসের অপূর্ব্ব বিলাস, একাধারে এত রসের সমন্বয়! পুনরায় তাহারই দ্বারা জগতে আদর্শ ব্রহ্মচর্য্য এবং আদর্শভক্তির গৌরবস্থাপনের দৃষ্টান্ত আমরা কিরূপে অবগত হইতে পারিতাম,—যদি পুরাণ না থাকিত? পরমজ্ঞানী, পরম তপস্বী, পরম সংযমী, পরম ব্রহ্মচারী এবং পরমবীর ভীষ্মদেব,—বৃদ্ধ পিতার বাসনা-তৃপ্তির জন্য ত্যাগের জলন্ত আদর্শমূর্ত্তি—ভীষ্মদেব,—যাঁহার বিচিত্র চরিত্রের বিষয় অধ্যয়ন করিলে হৃদয় কখনও বীরভাবে পূর্ণ হইয়া যায়, কখনও বা ত্যাগের বিমলশান্তি অন্তঃকরণকে পবিত্র করে, আবার কখনও বা ভক্তির সুবিমলরসে চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া ভাবসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠে এবং দরদরিত ধারায় অশ্রুজল বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে! পার্থ-সারথী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে অস্ত্রধারণ করিব না ; কিন্তু ভগবানের হৃদয় ত ভগবানের নয়! ভক্তের নিকট ভগবানের হৃদয় চির-বিক্রীত। বোধ হয়, এই চির-সত্যের প্রচারের জন্যই ভক্তাগ্রগণ্য ভীষ্মদেবও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, "যদি আমি যথার্থ ভক্ত হই, তবে ভগবানের এ প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়ই ভঙ্গ করাইব।" কুরুক্ষেত্রের

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

মহাসমরে শ্রীকৃষ্ণ-সখা পার্থের বিরুদ্ধে দিব্যবাণ-সমূহে সুসজ্জিত হইয়া ধনুরাকর্ষণ পূর্ব্বক পিতামহ ভীষ্মদেব দণ্ডায়মান; উভয় পক্ষ হইতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আজন্ম-ব্রহ্মচারী প্রবল-পরাক্রান্ত মহাবীর ভীষ্ম-দেবের ব্রহ্মচর্য্যের অতুলনীয় শক্তির দ্বারা পূর্ণশক্তিমান্ অস্ত্রসমূহ স্বকীয় জ্বালামালা বিস্তার করিয়া দিগ্‌দিগন্ত আলোড়িত করিতে করিতে রথীশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত এবং দগ্ধ করিতে লাগিল। রথোপরি মহাবীর অর্জ্জুন ব্যথিত হৃদয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া নিপতিত হইলেন। যে সখাকে রক্ষা করিবার জন্য, সখাকে স্বীয় পশ্চাতে স্থাপন করিয়া স্বয়ং সখার অগ্রে সারথীরূপে উপবিষ্ট থাকিতেন, সেই প্রাণপ্রিয় সখাকে রণস্থলে মূর্চ্ছিত দেখিয়া ভগবানের ভাবসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। প্রবল প্রবাহে প্রবাহিত ভাবসিন্ধুর প্রবলধারার নিকট প্রতিজ্ঞার সামান্য বন্ধন বালুকার নিঃসার-বন্ধের ন্যায় কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? ভগবান্ স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া চক্রহস্তে ভীষ্মদেবের প্রতি ধাবিত হইলেন; ভক্তপ্রধান ভীষ্মদেবের মনোবাসনা পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের চরণপ্রান্তে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—

এহি এহীতি দেবেশ! জগন্নিবাস!
নমোঽস্তু তে শার্ঙ্গগদাঽসিপাণে!
প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ!
রথোত্তমাদ্ভুতশরণ্য! সংখ্যে॥

হে দীনবন্ধো। হে ভক্তবৎসল ভগবন্! আমার আর যুদ্ধ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই; সমস্ত সংসারের চরম ফলস্বরূপ শ্রীচরণ-পঙ্কজ প্রাপ্ত হইয়া আমার সমস্ত মনোবাসনা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমার ক্ষুদ্রবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য, আপনি আপনার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া যে রথচক্র উত্তোলন করিয়াছেন, তাহার দ্বারা যদি আমার জীবন বিনাশ করেন, তবে আমার সংসারচক্র চিরদিনের জন্য শেষ হইয়া যাইবে! এইরূপ বীররস ও মধুর-রসের অপূর্ব্ব সম্মিলন এবং ভক্তের অপূর্ব্ব মহিমা-বিকাশের দৃষ্টান্ত আমরা কিরূপে অবগত হইতে পারিতাম,—যদি পুরাণ না থাকিত? হিন্দু সতীগণের আদর্শ-

Bharat Dharma Maha Mandal; Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

চরিত্র—যাঁহাদের পবিত্র চরিত্রের অপূর্ব্ব পুণ্যবলে আজিও ভারত সমগ্র-পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়, যাঁহাদের সতীত্বের ক্ষীণালোকে ভারত-গগন উজ্জ্বলিত হইয়া এখনও ভারতবাসীকে সুখশান্তি প্রদান করিতেছে!—রমণীললামভূতা সেই সমস্ত আদর্শ-রমণীগণের আদর্শানুসারে জগতের অপূর্ব্ব শিক্ষা কিরূপে সম্পন্ন হইত,—যদি পুরাণ-শাস্ত্রের প্রচার না থাকিত? আদর্শ-রমণী সীতা-দেবী—যাঁহার চরিত্র-কথা মহর্ষি বাল্মীকি সহস্র সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা-দ্বারা বীণাবাদন শিক্ষা করিয়া ছয়রাগ ছত্রিশ-রাগিণী যোগে সেই বীণাতে দিবানিশি গান করিয়াও সমাপ্ত করিতে পারেন নাই; তদনন্তর, স্বীয় তপোবনে কোকিলকুলের মধুর কাকলী, ভ্রমর-নিকরের মধুর গুঞ্জন এবং প্রকৃতিমাতার বিবিধ বিলাসগীতির দ্বারাও যাঁহার গুণাবলী প্রকাশে অসমর্থ হইয়া অবশেষে ক্ষত্রিয় বীর-বালক-দ্বয়ের মধুরকণ্ঠের সাহায্যে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিয়া যাঁহার মধুর-চরিত্র উল্লাসোৎফুল্ল হৃদয়ে জগতে প্রচার করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন;—যদিও অযোধ্যার অধিপতি সে রামচন্দ্র আজ নাই, সে মহর্ষি বাল্মীকিও আজ নাই, বালকগণের মধুর কণ্ঠধ্বনি এখন কর্ণবিবরে প্রবেশ করিয়া শরীর রোমাঞ্চিত করিতেছে না, তবুও সেই কণ্ঠের মধুরধ্বনি প্রেমরূপিণী সরযূর তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া এখনও যেন মৃদুমন্দনিনাদে গান করিতে করিতে আনন্দে নৃত্য করিতেছে! আনন্দ-বিহ্বলা সরযূ তাই বুঝি দুকুল আকুল করিয়া ছুটিতেছে! হৃদয়-নিহিত আনন্দ-প্রবাহ হৃদয়মধ্যে চাপিয়া রাখিতে অসমর্থ হইয়াই অথবা বুঝি স্বীয় তীর্থ-মধ্য-নিবাসী জীবগণের হৃদয়েও আনন্দ-প্রবাহ প্রবাহিত করিবার জন্য উদ্বেলিত হৃদয়ে উন্মত্তের ন্যায় চলিয়াছে! যদি পুরাণ-শাস্ত্র আজ না থাকিত, তবে সতীললামভূতা পরমপবিত্রা সীতাদেবীর মধুরচরিত্র আমরা কিরূপে অবগত হইতে পারিতাম? একাকিনী, শোকাকুলা, অশোককাননে নিশিদিন রোরুদ্যমানা, রাঘব-বাঞ্ছা, সতী সীতা, দুর্দ্দান্ত রাক্ষস রাবণ কর্ত্তৃক ভীতা এবং প্রলোভিতা হইয়াও স্বকীয় চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভগবান্ রামচন্দ্রের প্রবল প্রতাপে লঙ্কাপুরী ধ্বংস হইয়া যখন সীতাদেবীর পুনরুদ্ধার হইল—তখনও পুরুষোত্তম রামচন্দ্র কুলমর্য্যাদা-পালনের জন্য সীতাদেবীর ভীষণতম অগ্নিপরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ধূ ধূ

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

করিয়া বিশ্বগ্রাসী প্রচণ্ড বহ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইল! দেব, যক্ষ, নাগ, নর, বানর, সকলে স্তম্ভিত মোহিত চকিত হইয়া গেলেন!—মাতার সুবিমল সতীত্বের তেজে বহ্নির তেজ পরাভূত হইয়া গেল! সুদীপ্ত অনল চন্দন-পঙ্কশীতল হইয়া গেল! সতীত্বের অপূর্ব্ব গৌরবে ভারতগগন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পুরাণ-শাস্ত্র না থাকিলে কিরূপে এরূপ দৃশ্য প্রত্যেক জীবের মানস-পটে অঙ্কিত হইত? মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র কেবল প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত অযোধ্যানগরের লক্ষ্মীস্বরূপা সেই মাতা জনক-নন্দিনীকে গর্ভবতী থাকা সত্ত্বেও সামান্য এক রজকের বাক্যে বনবাস প্রদান করিলেন। জন্মদুঃখিনী সীতা রাজদুহিতা ও ভগবানের হৃদয়-বিলাসিনী হইয়াও সমস্ত জীবনে মুহূর্ত্তমাত্রও সুখের সুন্দর ছবি নিরীক্ষণ করিতে পাইলেন না! ভ্রাতৃপ্রেমী অনুজ লক্ষ্মণ, রামচন্দ্রের অনুমতিক্রমে পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া বনমধ্যে সীতা-সতীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যখন ত্যাগের নিদারুণ কথা শ্রবণ করাইলেন, তখন সীতার দুঃখে দুঃখিতা হইয়া বিশ্বপ্রকৃতি রোদন করিতে লাগিলেন,—ভীষণ জলদ-জালের ঘনঘোর-ঘটায় গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল,—প্রকৃতিমাতার অশ্রুধারা বারিধারারূপে অবিরামভাবে বর্ষিত হইতে লাগিল,—অশনির গভীর গর্জ্জন প্রকৃতি-মাতার ক্রন্দনধ্বনিরূপে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিতে লাগিল! আর এই ঘোর প্রলয়ঙ্কর সময়ে পাষাণ-হৃদয় লক্ষ্মণ গর্ভবতী জগজ্জননী সীতা-মাতাকে গভীর হিংস্র-জন্তুপূর্ণ কাননে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন! শূন্যহৃদয়া সীতা দুঃখিতান্তঃকরণে রোদন করিতে করিতে ভগবানের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন—হে মধুসূদন, হে নারায়ণ, যদিও দুর্ভাগ্য-বশতঃ এ জনমে ঘনশ্যাম রামচন্দ্রের চরণ-সেবা করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইলাম না, কিন্তু হে ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু হরি! জন্ম জন্মান্তরে যেন কমললোচনের চরণকমলের দাসী হইয়া থাকিতে পাই, ইহাই অনাথিনী সীতার একমাত্র প্রার্থনা। আর দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, অশনির গভীর-গর্জ্জনের মধ্যে বরষার বারিধারা ভেদ করিয়া কাননমধ্যে একাকী দেবর লক্ষ্মণ গমন করিতেছেন, তিনি যেন নিরাপদে অযোধ্যায় গমন করিতে পারেন,—পথিমধ্যে তাঁহার যেন কোন কষ্ট না হয়! সতীত্বের এই অপূর্ব্ব আদর্শ, রমণীকুলের অপূর্ব্ব গৌরবের দৃষ্টান্ত, পুরাণ না থাকিলে আমরা কিরূপে অবগত হইতে

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

পারিতাম? বীর-রমণী অভিমন্যু-হৃদয়-বিলাসিনী উত্তরার বীরত্বের অপূর্ব্ব কাহিনী জগতে অতুলনীয়! কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে সপ্তরথিগণ একত্র হইয়া দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়াছেন, একমাত্র অর্জ্জুন-নন্দন অভিমন্যুই সে ব্যূহভেদ করিতে সমর্থ। তিনি রণসমুদ্রে আত্ম-সমর্পণ করিবার জন্য চলিয়াছেন, বীরবালা উত্তরা তাঁহাকে বীর-সজ্জায় সজ্জিত করিতে করিতে স্বীয় হৃদয়ের বীরত্ব-ব্যঞ্জক সুমধুর বাক্যের দ্বারা অভিমন্যুর বীর-হৃদয়কে উত্তেজিত করিয়া দিতেছেন! প্রেমের পবিত্রধারা ক্ষত্রিয়-জীবন-যজ্ঞের পবিত্র বহ্নিতে ঘৃতধারা রূপে পরিণত হইয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল! উত্তরার কোমল-হৃদয় বীরসুলভ পাষাণ-হৃদয়ে পরিণত হইল! পুরাণশাস্ত্র না থাকিলে এইরূপ ক্ষত্রিয়-কুল-ললনার আদর্শ চরিত্র আমরা কিরূপে অবগত হইতে পারিতাম? এইরূপ যতই বর্ণন করা যায়,—বর্ণন করিতে করিতে লেখনী অচল হইয়া পড়ে! গান করিতে করিতে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায়! ভাবের পূর্ণতায় হৃদয় নিস্তব্ধ হইয়া যায়! যে সমস্ত চরিত্র বর্ণন করিতে গিয়া ব্যাসের দিব্য-লেখনীও অসমর্থ হইয়াছিল, সেই সমস্ত চরিত্রের বর্ণনের দ্বারা পুরাণের অপূর্ব্ব মহিমাই প্রকাশিত হইয়াছে।

এইরূপে পূর্ণ ভগবানের নিঃশ্বাস-রূপী পুরাণ-শাস্ত্রের দ্বারা সংসারের অশেষবিধ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। যেরূপ পুণ্যতোয়া ভাগীরথী দেবতাত্মা হিমালয় হইতে একধারারূপে নির্গত হইয়া অন্তে অনন্তধারা রূপে জগতের কল্যাণসাধন করিতেছেন, তদ্রূপ পুণ্যময় পূর্ণ পুরাণ ভগবানের নিঃশ্বাস হইতে একধারারূপে বহির্গত হইয়া অন্তে অনন্তধারা এবং অনন্ত পূর্ণতার সহিত সমস্ত সংসারকে ব্রহ্মানন্দ সমুদ্রের দিকে লইয়া যাইতেছে। ইহাতেই পুরাণের পূর্ণতা—ইহাতেই পুরাণের পবিত্রতা—ইহাতেই পুরাণের জগৎ-কল্যাণকারিতা।

সমাপ্ত।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল হইতে প্রকাশিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলী।

উপদেশ-পারিজাত (সংস্কৃত)—ইহাতে বেদ, উপবেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত অপূর্ব্ব রহস্যসমূহ গদ্যাত্মক সংস্কৃত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহার শেষ অংশে ধর্ম্মপ্রচারকগণের প্রচার-কার্য্যে সহায়তা বিধানের নিমিত্ত "উপদেশ-প্রণালী ও কার্য্যকুশলতা" নামক দুইটী প্রয়োজনীয় অধ্যায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য ॥০ আনা।

গুরুগীতা (সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদসহ)—ইহাতে গুরুশিষ্য-লক্ষণ ও মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজযোগের লক্ষণ, অঙ্গসমূহ, গুরুমাহাত্ম্য, শিষ্যের কর্ত্তব্য, গুরুশব্দার্থ ও পরমতত্ত্বের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল। মূল্য ।০ চারি আনা।

তত্ত্ববোধ (সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদসহ)—ইহাতে বেদান্তের সার এবং সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ।০ চারি আনা।

দৈবীমীমাংসা-দর্শন—ইহা বৈদিক উপাসনাকাণ্ড সম্বন্ধীয় মীমাংসা-দর্শন। ইহাতে রসপাদ, উৎপত্তিপাদ, স্থিতিপাদ এবং লয়পাদ নামক চারি-পাদ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বঙ্গানুবাদসহ খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥০ আট আনা!

জাতীয় মহাযজ্ঞ-সাধন (বঙ্গভাষায়)—ইহাতে আর্য্যজাতির দশার পরিবর্ত্তন, চিন্তার কারণ, ব্যাধিনির্ণয়, ঔষধি-প্রয়োগ, সুপথ্য সেবন, বীজরক্ষা ও মহাযজ্ঞ নামক সাতটী অধ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে অতি গভীর ও চিন্তাপূর্ণ অদ্বিতীয় পুস্তক। মূল্য ১৲ টাকা।

ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী।

সদাচার-সোপান	...	...	মূল্য /০ আনা
সাধন-সোপান	...	...	মূল্য ৵০ আনা
কন্যাশিক্ষা-সোপান	...	...	মূল্য /০ আনা

এই সকল গ্রন্থাবলী, ধর্ম্মকল্পদ্রুম গ্রন্থমালা এবং আরও যে সকল গ্রন্থাবলী নিয়মিত-ভাবে ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবে, তাহা বঙ্গমণ্ডলের সভ্যগণ ½ মূল্যে পাইবেন।

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ধর্ম্মকল্পদ্রুম গ্রন্থমালা।

এই গ্রন্থমালায় সংগ্রথিত, সনাতন ধর্ম্মের যাবতীয় বৈজ্ঞানিক রহস্য ও সিদ্ধান্তপূর্ণ ৬৪ খানি গ্রন্থরত্নের মধ্যে—১ম সংখ্যায় "ধর্ম্ম, দানধর্ম্ম ও তপোধর্ম্ম", এবং ২য় সংখ্যায় "পুরাণতত্ত্ব" নামক গ্রন্থরত্নদ্বয় প্রকাশিত হইয়াছে। ৩য় সংখ্যার "আর্য্যজাতি" নামক গ্রন্থরত্ন যন্ত্রস্থ। উহাতে আর্য্য-জাতির লক্ষণ, আদি নিবাসস্থান নির্ণয়, হিন্দুশব্দের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন, আর্য্যের সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা ও অনার্য্য হইতে আর্য্যের বিশিষ্টতা প্রভৃতি বিষয় অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা প্রত্যেক আর্য্যসন্তানের অবশ্য-পাঠ্য। এতদ্ব্যতীত মন্ত্রযোগ-সংহিতা এবং দৈবী-মীমাংসা (দ্বিতীয় খণ্ড) শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত গ্রন্থাবলী।

সাধন প্রদীপ—সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য (১ম খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

গুরু প্রদীপ—সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য (২য় খণ্ড), মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র।

জ্ঞানপ্রদীপ—সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য (৩য় খণ্ড), যন্ত্রস্থ।

ঠাকুর সদানন্দ—সাধক-চূড়ামণি পূজ্যপাদ ঠাকুর শ্রীমদ্ সদানন্দ সরস্বতী মহারাজের অপূর্ব্ব জীবন বৃত্তান্ত। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

কাশীমাহাত্ম্য—মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

সন্ধ্যা-রহস্য—(যন্ত্রস্থ)।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীবঙ্গ-ধর্ম্ম-মণ্ডল কার্য্যালয়,
৯২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Printed and Published by S. Chuckerbutty,
The Indian Art School, 92, Bowbazar Street, Calcutta.

Bharat Dharma Maha Mandal, Varanasi